১৩০৫ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৬ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
,, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৭ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
,, জগদীশচন্দ্র বসু
১৩০৮ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩০৯ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
,, সারদাচরণ মিত্র
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
,, প্রফুল্লচন্দ্র রায়
,, শিবনাথ শাস্ত্রী
১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৪-১৫ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৬ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, প্রফুল্লচন্দ্র রায়
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৭ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩১৮ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩১৯ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
,, আশুতোষ চৌধুরী
,, কুমার শরৎকুমার রায়
১৩২০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার
,, আশুতোষ চৌধুরী
,, কুমার শরৎকুমার রায়
১৩২১ ,, সারদাচরণ মিত্র
,, কুমার শরৎকুমার রায়
রাজারাও ,, যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
মাননীয় ডাক্তার ,, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সম্পাদক

১৩০১ শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড ও
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০২ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০২-৩ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
১৩০৪ ৫ ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৬-১০ ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১১-১৮ ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১৯-২১ ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক

১৩০২ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কুঞ্জবিহারী বসু
১৩০৩ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০৪ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু
স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ
১৩০৫ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, প্রতুলচন্দ্র বসু

১৩০৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১৩০৭ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১৩০৮ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
১৩০৯ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
১৩১০ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
১৩১১ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
„ নিত্যগোপাল বসু (শ্রাবণ পর্য্যন্ত)
১৩১২ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
„ কিশোরীমোহন সিংহ
১৩১৩ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
১৩১৪ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
১৩১৫-১৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১৭ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
১৩১৮ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
„ বিনয়কুমার সরকার
১৩১৯ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
১৩২০ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩২১ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী *

পত্রিকাধ্যক্ষ

১৩০১-৩ স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত
১৩০৩-৫ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৬-১০ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১১-১৮ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৯-২১ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

ধনাধ্যক্ষ

মিঃ এল্ লিওটার্ড
১৩০১ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার
১৩০২-৩ স্বর্গীয় চারুচন্দ্র সরকার
১৩০৪ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৩০৫ স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ
১৩০৬-১০ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩১১-১৩ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৪-২১ „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় পদত্যাগ করায় তৎপদে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ

১৩০১	শ্রীযুক্ত	চন্দ্রনাথ তালুকদার	১৩১০-১৩	শ্রীযুক্ত	অমূল্যচরণ ঘোষ
১৩০২	,,	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩১৪	,,	বাণীনাথ নন্দী
১৩০৩-৬	,,	প্রতুলচন্দ্র বসু	১৩১৫	,,	সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৭-৮	,,	কিরণচন্দ্র দত্ত	১৩১৬-২০	,,	অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩০৯	,,	বাণীনাথ নন্দী	১৩২১	,,	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ ১৩১৯-২১ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

ছাত্রাধ্যক্ষ

১৩১২	শ্রীযুক্ত	মন্মথমোহন বসু	১৩১৪-১৮	শ্রীযুক্ত	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৩১৩	,,	নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত	১৩১৯-২১	,,	মন্মথমোহন বসু

ন্যাসরক্ষক—মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রে নির্দ্দিষ্ট ১৩০৭ সালে নিযুক্ত ভূমিসম্পত্তির ট্রষ্টি বা ন্যাসরক্ষকগণ—

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় (দীঘাপাতিয়া)
,, রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী)
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)

দলিল-রক্ষক—(এটর্ণি) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

চিত্র-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত শিবব্রত সামকণ্ঠ

	বর্ষশেষে সদস্যসংখ্যা	বার্ষিক আয়
১৩০১	১০৩	৬৩২৸০
১৩০২	২৪১	—
১৩০৩	৩১৪	১৪০১।০
১৩০৪	৩৪২	১৩১২॥০
১৩০৫	৩৪৬	১৪৫৪৸৵১০
১৩০৬	৩১২	১৫৮৫৸৶০
১৩০৭	৫২৩	২৩৭৮৸৵০
১৩০৮	৫৯৮	২৯০৯৴০
১৩০৯	৬৩৫	২৫৯৯৶০
১৩১০	৬৭০	৩০৪৭॥০
১৩১১	৭১০	৩৭০৫৴০
১৩১২	৭৬৪	৩২৪৮।৵০
১৩১৩	৭৮২	৩৭২৩৸৵০
১৩১৪	৮০৭	৪৪৪১।০

১৩১৫	১০০২	৪৩৭৫৶০
১৩১৬	১২৪৮	৬০৯১।০
১৩১৭	১৫২২	৭১৮৫॥১০
১৩১৮	১৮১৬	৮২৯৪॥৶০
১৩১৯	১৯০৬	১১৩৫৪৵০
১৩২০	২০২৮	১০৬৬০॥/১৫
১৩২১	•২১৪৮	৯৫৭২৵০

• এই হিসাবে কেবল মাসিক চাঁদা, প্রবেশিকা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয়, ধরা হইয়াছে। বিশেষ কারণে প্রাপ্ত দানাদি বা অন্যবিধ আয় ধরা হয় নাই।

স্থায়ী ভাণ্ডারে দান

কুচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, * (আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ-কালে দান)	৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর *	১৩০০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর (ক)	৫০০০৲
রাজা ,, নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	৫০০০৲
,, হীরেন্দ্রনাথদত্ত ও বন্ধুবর্গ	৫০০০৲
মহারাজ ,, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	২০০০৲
ডাক্তার ,, রাসবিহারী ঘোষ *	২০০০৲
কুমার ,, শরৎকুমার রায় *	১০০০৲
রাজা ,, গোপাললাল রায় *	১০০০৲
ডাক্তার ,, চন্দ্রশেখর কালী	৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর *	৫০০৲
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৺বিজয়রত্ন সেন (খ)	৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র *	৫০০৲
৺ রায় বিপিনবিহারী মিত্র	৫০০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (গ)	২৫০৲
রায় ,, রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর	২০০৲
মিঃ এন্ সি সরকার	২০০৲
সি, কে, সেন এণ্ড কোং *	১৫০৲
শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় *	১০০৲
,, মন্মথমোহন বসু *	১০০৲
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর * (বর্দ্ধমান)—	৫০০০৲
মোট—	৪৩০০০৲

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণের দান পাওয়া গিয়াছে।
(ক) ১০০০৲ পাওয়া গিয়াছে, (খ) ১২৫৲ পাওয়া গিয়াছে, (গ) ১০০৲ পাওয়া গিয়াছে।

বান্ধব

১ মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই বাহাদুর, কাসিমবাজার, মুরশিদাবাদ।

২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, লালগোলা, মুরশিদাবাদ।

৩। মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্, বর্দ্ধমান।

সদস্যগণ

(১) বিশিষ্ট-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।

২। শ্রীযুক্ত সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, লণ্ডন।

৩। শ্রীযুক্ত সার জর্জ্জ বার্ডউড্, লণ্ডন।

৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ডি এস্‌সি, সি এস্ আই, সি আই ই, ৯৩ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা।

৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি, পি এইচ্ ডি, সি আই ই; ৯১ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা।

৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৭। শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেটি, ডি লিট্, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।

৮। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই, "দেবপাহাড়," চট্টগ্রাম।

৯। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি, বি এল্, ১৮৫ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।

১০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল, কদমতলা, চুঁচুড়া।

১১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ৯ কাঁটাপুকুর বাই লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৩। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, (জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাদ)।

(২) আজীবন-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ কেটি, এম্ এ, ডি এল্, সি এস্ আই, সি আই ই, ৪৬ থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, দয়ারামপুর, ভায়া নাটোর, রাজসাহী।

৩। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৪। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

৫। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, তাজহাট, রঙ্গপুর।

(৩) অধ্যাপক-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা।

২। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিভূষণ লেন, গরাণহাটা, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ২৭।৬ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।

(৪) মৌলবি-সদস্য

[এ পর্য্যন্ত কাহারও নাম এই তালিকাভুক্ত হয় নাই।]

(৫) সাধারণ সদস্য—[ক] কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৫ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।

„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'অক্ষয়লজ,' ১১২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।

„ ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, এল্ এম্ এস্, ২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।

„ অক্ষয়কুমার বড়াল, ১৬ শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান।

৫ „ অক্ষয়কুমার বসু বি এল্, ১১৭ অক্ষয়কুমার বসুর লেন, শ্যামবাজার।

„ ডাঃ আঘোরনাথ ঘোষ এম্ বি, ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।

„ অঘোরনাথ দত্ত, ১২০।২ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।

„ অচ্যুতকুমার নন্দী, বি এ, বি ই, ৯২।২ অপার সার্কুলার রোড।

„ অজয়চন্দ্র দত্ত, বি এ, ব্যারিষ্টার, ৯।১ হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট।

১০ „ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস।

„ অতুলচন্দ্র ঘটক, বি এ, ১।২এ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা।

„ অতুলচন্দ্র মিত্র, ৫২।২ বীডন ষ্ট্রীট্, হেদুয়া।

„ অতুলচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ, ২৪ হ্যারিসন রোড।

„ অধরকৃষ্ণ বসু, আসিষ্টাণ্ট কেমিষ্ট, ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন, ৯০ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।

১৫ „ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৫১ বীডন রো, দর্জ্জিপাড়া।

„ অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো।

„ অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ২৮।১২ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।

„ অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, ১৪৭ অপার চিৎপুর রোড।

„ অনন্তনারায়ণ সেন, ইন্‌কাম্ টেক্স আফিস, ১এ গিরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

২০ „ কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব, ১৬ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্, শোভাবাজার।

„ অনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

„ অনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, চোরবাগান।

„ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ, ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড।

„ অনুকূলচন্দ্র বসু, বসু দত্ত কোং, ১৬৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, চাঁদনী।

২৫ „ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "হিতবাদি"-কার্য্যালয়, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট্।

„ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির-সিমলা।

„ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ, ৬২।৭ বিডন ষ্ট্রীট, সিমলা।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ৯ সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ার।
,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি আই ই, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।
৩০ ,, অবিনাশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল্, ৭৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৮।১ কাশীঘোষের লেন, সিমলা।
,, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ২৮।৩ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
,, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এ, সি, ব্যানার্জ্জি কোং, ৭ সোয়ালো লেন, অথবা ৪ রমানাথ মজুমদারের লেন।
,, অবিনাশচন্দ্র বসু, (ক) ১৬ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।
৩৫ ,, অবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ, (খ) রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ১৩ মাধব চাটুর্য্যের লেন, ভবানীপুর।
,, অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৫৯ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
,, অমরকৃষ্ণ দত্ত, ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
,, অমরচন্দ্র বোথরা, ৩৯ আরমানিয়ান ষ্ট্রীট।
,, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
৪০ ,, অমলেন্দু গুপ্ত, ২৭ কপালীটোলা লেন, বহুবাজার।
,, কবিরাজ অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন, ১৫ সেণ্টজেম্‌স্ লেন।
,, ডাঃ অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ২৪ রামকমল মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।
৪৫ ,, অমৃতলাল দত্ত, ৩৪ ফকীরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
,, অমৃতলাল বসু, ৯।২ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলিয়াটোলা।
,, ডাক্তার অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস্, এফ্ সি এস্, ৫১ শাঁখারিটোলা লেন।
,, অম্বিকাচরণ উকীল এম্ এ, শ্রমবায় বিল্ডিংস্, ৬ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ১।১ ডাফ লেন।
৫০ ,, অম্বিকাচরণ দে, বি এ, ৩৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ১ হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী।
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ১২।১ গাঙ্গুলির লেন, বড়বাজার।
,, অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
,, অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ৬৯।১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
৫৫ ,, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ২৯ ফুলবাগান রোড, ইটালি।
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬৮।৪।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
কুমার শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ২।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এস্ সি, বি এল্, ৩৬ গ্রে ষ্ট্রীট।
,, আনন্দচন্দ্র সেন, 'বণিক্ প্রেস,' ৬০ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
৬০ ,, আনন্দমোহন সাহা, ১৩৮ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, 'নাট্যমন্দির', ১১৪।২।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
,, আভাসচন্দ্র ঘোষ বি এ, ৩ জগন্নাথ সুরের লেন।
,, আমোদকৃষ্ণ বাগচী, ১৯।১ গুলু ওস্তাগর গলি।
,, আশুতোষ ঘোষ বি এল্, ২।২ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
৬৫ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি, ৪৭ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড।
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, জমিদার, ৩ পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট।
,, আশুতোষ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৬৫।১ সার্পেণ্টাইন লেন।
,, ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট।
মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, এম্ এ, ডি এল্, ডি এস্ সি, কে, টি, সি্ এস্ আই, এফ আর্ এ এস্, এফ আর্ এস্ ই, এফ্ এ এস্ বি, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর।
৭০ শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক।
,, ইন্দুভূষণ নাগ, ৩৫।১ সার্পেণ্টাইন লেন।
,, ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৫৪ চুণাপুকুর লেন, বৌবাজার।
,, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, এম্ ডি, ৭০ হ্যারিসন রোড।
,, ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, "গাঙ্গুলি হোম," ১৭১ লোয়ার সার্কুলার রোড।
৭৫ ,, ইন্দুভূষণ সেন এম্ এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, ৫৭।১ হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
,, রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ১।৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২২ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, ৬ বাদুড়বাগান রো।
,, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্, ৫৮।১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
৮০ ,, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) জি এফ্ কেল্নার এণ্ড কোম্পানীর আফিস্, ৩২ চৌরঙ্গী রোড।
,, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ), ৮ রমানাথ কবিরাজের লেন, বহুবাজার।
,, উপেন্দ্রনাথ বসু, ১৫ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।
,, উপেন্দ্রনাথ বেজ, ১১৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
,, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল, ৫৬ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
৮৫ ,, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
,, উপেন্দ্রলাল বক্সী বি, এ, শিক্ষক হিন্দুস্কুল, ২১৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, বি এল্, ৯৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
,, উমেশচন্দ্র বসু, ২৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।
৯০ ,, ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বীডন ষ্ট্রীট।
,, ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এল্ এম্ এস্, এম্ এস্ সি, ২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন, বি এল্, ৯ হালসীবাগান রোড।
„ কমলকৃষ্ণ সাহা (ক), ১৮ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
„ কমলকৃষ্ণ সাহা বি এল্ (খ), ৪৩ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর।
৯৫ „ ডাঃ কমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৩৬ সুরি লেন।
„ কমলেশচন্দ্র বক্‌সী বি এ, ৮০ কলেজ ষ্ট্রীট।
„ করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি, ই, ডিষ্ট্রীক্‌ট ইঞ্জিনিয়ার, ৭০ ল্যান্স্‌ডাউন রোড।
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার, ৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।
„ করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, ৬৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
১০০ „ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), ৯৫ দর্ম্মাহাটা ১ম লেন।
„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (খ), ২ জগন্নাথ সুরের লেন।
„ কালীদাস রায় চৌধুরী বি এল্, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
„ কালিকুমার দাস, কাশীপুর রোড ষ্টেসন, ই বি এস্ আর, কাশীপুর, কলিকাতা।
„ কালীকুমার বসু, ২ কালাচাঁদ সাণ্ডেলের লেন, শ্যামবাজার।
১০৫ „ কালীচরণ মিত্র, ১৮ ঘোষের লেন।
„ পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ৪৭ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ কালীকৃষ্ণ সেন বি এল্, ১৩৭।৭ বেলে ঘাটা রোড।
„ কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, হাই স্কুলের শিক্ষক, গুপ্তিপাড়া,
৩৭০ অপার চিৎপুর রোড।
„ কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম্ এ, ৮৪ আশুতোষ দের লেন, রামবাগান।
১১০ „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, টাউন স্কুল, ৫ রামধন মিত্রের লেন।
„ কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ, ২।১ হোগলকুড়িয়া গলি।
„ কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরত্ন, ৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
„ কিরণকুমার বসু এম্ এ, ২৭ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলী।
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ, ২৮।১।১ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
১১৫ „ কিরণচন্দ্র দত্ত, 'লক্ষ্মীনিবাস,' ১ রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার।
„ মাননীয় কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্, ৬৩ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ কিরণচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, ১২৩।২ আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ, ১৮।১ ওল্ড বৈঠকখানা
২য় লেন
„ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১ কৈলাস দাসের লেন।
১২০ „ কুঞ্জবিহারী দত্ত, ৮৩ বীডন ষ্ট্রীট।
„ ডাক্তার কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, ১৭ উল্টাডিঙ্গী মেন রোড।
„ কুঞ্জবিহারী সাহা, ৪১।৭ কেনাল ওয়েষ্ট রোড, উল্টাডিঙ্গী।
„ কুঞ্জবিহারী সেন, ২৮ তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, সিন্দুরিয়াপটী।
„ কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, ১২।১ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
১২৫ „ কুমারকৃষ্ণ মিত্র, জমিদার, ১৪ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ৪ হেষ্টীংস্ ষ্ট্রীট।
" কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত বি এ, ৭৪।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" কুমদবিহারী সেন, ৪৪ ব্রজনাথ দত্তের লেন।
" কুমুদরঞ্জন রায়, ৪০ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
১৩০ " কুলদাকিঙ্কর রায়, বি এল্, ৫৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ, ১৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
" কৃষ্ণকমল মৈত্র, এম্ এ, বি এল্, ৯১ হাজরা রোড, ভবানীপুর।
" রায় কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, বি এ, প্রেসিডেন্সি ডিবিশনের কমিশনারের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট, চার্ণক প্লেস্, লালদীঘি।
" কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত বি এ, ২৮ গ্রে ষ্ট্রীট।
১৩৫ " ডাক্তার কৃষ্ণকুমার ঘোষ এল্ এম্ এস্, ৯৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" কৃষ্ণদাস বসাক, ৩৮ কামারপাড়া লেন, বরাহনগর।
" কৃষ্ণদাস রায়, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিকের লেন, হাটখোলা।
" কেদারনাথ মিত্র, ১৬ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
" কেদারনাথ মিশ্র, দক্ষিণ সিঁতি, শীতলাতলা, কাশীপুর পোঃ।
১৪০ " কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, "অর্চ্চনা"-সম্পাদক ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
" কেশবচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু, রায় বাহাদুর সি, আই, ই, ১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
" ক্ষিতীশ ঘোষ, ভূকৈলাস রাজবাটী, খিদিরপুর।
১৪৫ " ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঁয়া এম্ এ, বি এল্, ৭৯ রসা রোড, ভবানীপুর।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, ২৬ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
" ক্ষীরোদভূষণ সেন গুপ্ত, কে বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৬০ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
" ক্ষেত্রকালী ঘোষ, ৯ রাধানাথ বসুর লেন।
" ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
১৫০ " ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, ২৯ বেণিয়াপুকুর রোড, ইটালী।
" ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট, ৬ বলরাম বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর।
" খগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৫৯ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
" খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৩৫ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি (ক), ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাঁকো।
১৫৫ " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (খ), ৩০।৬ মদন মিত্রের লেন।
" খগেন্দ্রনাথ দে বি এ, এটর্ণি, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, ৭ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।
" গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৬।১ হ্যারিসন্ রোড।
" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বুধ	শনি	বু	শ	বু	শ	সো	বু	শু	শ	র	ম
২	বৃহ	রবি	বৃ	র	বৃ	র	ম	বৃ	শ	র	সো	বু
৩	শুক্র	সোম	শু	সো	শু	সো	বু	শু	র	সো	ম	বৃ
৪	শনি	মঙ্গল	শ	ম	শ	ম	বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
৫	রবি	বুধ	র	বু	র	বু	শু	র	ম	বু	বৃ	শ
৬	সোম	বৃহ	সো	বৃ	সো	বৃ	শ	সো	বু	বৃ	শু	র
৭	মঙ্গল	শুক্র	ম	শু	ম	শু	র	ম	বৃ	শু	শ	সো
৮	বুধ	শনি	বু	শ	বু	শ	সো	বু	শু	শ	র	ম
৯	বৃহ	রবি	বৃ	র	বৃ	র	ম	বৃ	শ	র	সো	বু
১০	শুক্র	সোম	শু	সো	শু	সো	বু	শু	র	সো	ম	বৃ
১১	শনি	মঙ্গল	শ	ম	শ	ম	বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
১২	রবি	বুধ	র	বু	র	বু	শু	র	ম	বু	বৃ	শ
১৩	সোম	বৃহ	সো	বৃ	সো	বৃ	শ	সো	বু	বৃ	শু	র
১৪	মঙ্গল	শুক্র	ম	শু	ম	শু	র	ম	বৃ	শু	শ	সো
১৫	বুধ	শনি	বু	শ	বু	শ	সো	বু	শু	শ	র	ম
১৬	বৃহ	রবি	বৃ	র	বৃ	র	ম	বৃ	শ	র	সো	বু
১৭	শুক্র	সোম	শু	সো	শু	সো	বু	শু	র	সো	ম	বৃ
১৮	শনি	মঙ্গল	শ	ম	শ	ম	বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
১৯	রবি	বুধ	র	বু	র	বু	শু	র	ম	বু	বৃ	শ
২০	সোম	বৃহ	সো	বৃ	সো	বৃ	শ	সো	বু	বৃ	শু	র
২১	মঙ্গল	শুক্র	ম	শু	ম	শু	র	ম	বৃ	শু	শ	সো
২২	বুধ	শনি	বু	শ	বু	শ	সো	বু	শু	শ	র	ম
২৩	বৃহ	রবি	বৃ	র	বৃ	র	ম	বৃ	শ	র	সো	বু
২৪	শুক্র	সোম	শু	সো	শু	সো	বু	শু	র	সো	ম	বৃ
২৫	শনি	মঙ্গল	শ	ম	শ	ম	বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
২৬	রবি	বুধ	র	বু	র	বু	শু	র	ম	বু	বৃ	শ
২৭	সোম	বৃহ	সো	বৃ	সো	বৃ	শ	সো	বু	বৃ	শু	র
২৮	মঙ্গল	শুক্র	ম	শু	ম	শু	র	ম	বৃ	শু	শ	সো
২৯	বুধ	শনি	বু	শ	বু	শ	সো	বু	শু	শ	র	ম
৩০	বৃহ	রবি	বৃ	র	বৃ	র	ম	বৃ	—	—	সো	বু
৩১	শুক্র	সোম	শু	সো	শু	—	—	—	—	—	—	বৃ
৩২		মঙ্গল	—	ম	—	—	—	—	—	—	—	—

প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবিগণের জন্ম-মৃত্যু তারিখ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১লা বৈশাখ	বঙ্গাব্দ ১২৯৪
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, ৬ই বৈশাখ	১২৪৫
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১লা জ্যৈষ্ঠ	১৩০১
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর জন্ম, ৮ই জ্যৈষ্ঠ	১২৪২
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১০ই জ্যৈষ্ঠ	১৩১০
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু, ১১ই জ্যৈষ্ঠ	১৩০১
অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ	১২৯৩
রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ	১৩০৭
চন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু, ৬ই আষাঢ়	১৩১৭
মধুসূদন দত্তের মৃত্যু, ১৭ই আষাঢ়	১২৮০
উমেশচন্দ্র বটব্যালের মৃত্যু, ১লা শ্রাবণ	১৩০৫
অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম, ১লা শ্রাবণ	১২২৭
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু, ১১ই শ্রাবণ	১২৯৮
কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ	১৩১৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ	১২৯৮
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মৃত্যু, ২রা ভাদ্র	১৩১২
রামদাস সেনের মৃত্যু, ৩রা ভাদ্র	১২৯৪
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু, ৮ই ভাদ্র	১২৯৩
উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম ১৬ই ভাদ্র	১২৫৯
চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ১৭ই ভাদ্র	১২৫১
রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম, ২৯শে ভাদ্র	১২৫৬
কালীবর বেদান্তবাগীশের জন্ম	১২৪৯
... ... মৃত্যু, ১০ই আশ্বিন	১৩১৮
দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু, ১৬ই কার্ত্তিক	১২৮০
দাশরথি রায়ের মৃত্যু, কার্ত্তিক	১২৬৪
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যু, ১৬ই অগ্রহায়ণ	১৩১৯
প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু, ২১ অগ্রহায়ণ	১২৮৭
রামদাস সেনের জন্ম, ২৬শে অগ্রহায়ণ	১২৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্ম, ১৬ই পৌষ	১২৬১
কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু, ২৫শে পৌষ	১২৯০
দাশরথি রায়ের জন্ম, মাঘ	১২১২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, ৬ই মাঘ	১৩১১
মনোমোহন বসুর মৃত্যু, ২১শে মাঘ	১৩১৮
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু, ১০ই মাঘ	১২৬৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু, ২৫শে মাঘ	বঙ্গাব্দ ১৩১৮
নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম, ২৯শে মাঘ	১২৫৩
... ... মৃত্যু, ১০ই মাঘ	১৩১৫
মধুসূদন দত্তের জন্ম, ১২ই মাঘ	১২৩০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু, ২৫শে মাঘ	১২৬৫
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, ২রা ফাল্গুন	১২৩২
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম, ৫ই ফাল্গুন	১২২৮
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম, ২৫শে ফাল্গুন	১২১৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম, ১৫ই ফাল্গুন	১২৫০
রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু, ২১শে চৈত্র	১২৪৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ২৬শে চৈত্র	১৩০০

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী

Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠা, ৮ই শ্রাবণ	বঙ্গাব্দ ১৩০০
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, ১৭ই বৈশাখ	১৩০১
জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা, ২৭শে ফাল্গুন	১৩১২
নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার হত্যা	খৃষ্টাব্দ ১৭৫৭
ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু	১৭৬০
রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যু	১৭৬২
কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি	১৭৬৫
রামমোহন রায়ের জন্ম	১৭৭৪
হুগলিতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রপ্রতিষ্ঠা	১৭৭৮
প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তক—হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ	১৭৭৮
কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা	১৭৮০
কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা	১৭৮১
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু	১৭৮২
এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা	১৭৮৪
শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র (মিশন প্রেস) প্রতিষ্ঠা	১৭৯৩
বাইবেলের ও আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ	১৭৯৩
প্রথম বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান ফরষ্টার কৃত	১৭৯৪
ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠা	১৮০০
প্রথম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ—রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য	১৮০১
বাঙ্গালায় প্রথম নীতিপুস্তক—গোলোকনাথ-কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ	১৮০১
শ্রীরামপুরের যন্ত্রে কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশ	১৮০১
মালদহে এলারটন কর্ত্তৃক প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৮০২

শ্রীরামপুরের যন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ	খৃষ্টাব্দ ১৮০২
বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ—মৃত্যুঞ্জয়কৃত রাজাবলী	১৮০৮
প্রথম বাঙ্গালা অভিধান—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু (অমরকোষের অনুবাদ)	১৮০৯
পুরুষপরীক্ষার অনুবাদ	১৮১৪
রামমোহন রায়-কৃত বেদান্তের অনুবাদ	১৮১৫
বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৮১৫
বাঙ্গালা প্রথম সংবাদপত্র গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বেঙ্গল গেজেট	১৮১৬
বাঙ্গালা প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ	১৮১৬
স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা	১৮১৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম	১৮১৭
প্রথম বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক—জমিদারী হিসাব	১৮১৭
” সঙ্গীত পুস্তক	১৮১৭
প্রথম বাঙ্গালা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক—গৌরমোহন কৃত	১৮১৮
শ্রীরামপুরে রামহরি প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা পঞ্জিকা	১৮১৮
কেরী সাহেবের ‘সমাচার-দর্পণ’ প্রকাশ	১৮১৮
রামমোহন রায়-সম্পাদিত ‘সংবাদ-কৌমুদী’ প্রকাশ	১৮১৮
কেরী সাহেবের ‘অস্থিবিদ্যা’বিষয়ক গ্রন্থ	১৮১৮
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘সমাচারচন্দ্রিকা’ প্রকাশ	১৮১৯
প্রথম বাঙ্গালা ভূগোল-গ্রন্থ	১৮১৯
মথুরামোহন দত্ত-কৃত মুগ্ধবোধের বঙ্গানুবাদ	১৮১৯
কেরী সাহেবকৃত গোল্ড্‌স্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ	১৭১৯
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-কৃত বাঙ্গালায় ইংরাজি-ব্যাকরণ	১৮২০
গীতগোবিন্দের প্রথম মুদ্রণ	১৮২০
কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ঐ	১৮২০
অন্নদামঙ্গলের ঐ	১৮২০
চৈতন্যচরিতামৃতের ঐ	১৮২০
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর ঐ	১৮২০
কালীনাথ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত ভূমণ্ডলের মানচিত্র	১৮২১
চর্চ্চ মিশন সোসাইটির কুক সাহেবের স্থাপিত প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়	১৮২১
বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয়—“কলিরাজার যাত্রা”	১৮২১
রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম (প্রথম খণ্ড)	১৮২২
বাঙ্গালায় জাতিতত্ত্ববিষয়ক প্রথম গ্রন্থ (হেমচন্দ্রকৃত)	১৮২৩
বাঙ্গালীকর্ত্তৃক স্থাপিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র (অগ্রদ্বীপ-কাল্‌না)	১৮২৫
বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মুদ্রণ	১৮২১ ১৮২৬
সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠা	? ১৮২৪

প্রথম বাঙ্গালা পদার্থবিদ্যা গ্রন্থ—"পদার্থবিদ্যাসার"	খৃষ্টাব্দ ১৮২৫
,, ,, নীতিবিষয়ক কবিতা পুস্তক—"কবিতামৃত-কূপ"	১৮২৬
রামমোহন রায়ের উপাসনা-সভা প্রতিষ্ঠা	১৮২৮
রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা	১৮২৯
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর'	১৮৩০
মর্টন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-প্রবাদ-সঙ্কলন	১৮৩২
কালীকৃষ্ণ-কৃত 'শিল্পবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক'	১৮৩৩
রামমোহন রায়ের মৃত্যু	১৮৩৩
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "ভাস্কর" প্রকাশ	১৮৩৪
বাঙ্গালায় প্রথম রসায়ন গ্রন্থ	১৮৩৪
ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত দ্রব্যগুণতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ	১৮৩৫
মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ	১৮৩৫
বাঙ্গালায় প্রথম চিকিৎসা পুস্তক—মধুসূদন গুপ্তের 'ভেষজবিধান'	১৮৩৬
বর্দ্ধমানরাজবাটীর মহাভারত—আদিপর্ব্ব	১৮৩৮
কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম	১৮৩৮
তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা	১৮৩৯
সংবাদ-প্রভাকর (দৈনিক)	১৮৩৯
বিবিধার্থ-সংগ্রহ	১৮৪০
মফস্বলের প্রথম সংবাদপত্র —'মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা'	১৮৪০
বাঙ্গালায় প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস—গোবিন্দ সেনকৃত	১৮৪০
প্রথম ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ,—'ধর্ম্মের উৎপত্তি'	১৮৪০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক)	১৮৪৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৩
প্রথম সচিত্র পত্রিকা, পাক্ষিক 'অরুণোদয়'	১৮৪৬
মফস্বলে (বারাশতে) প্রথম বালিকাবিদ্যালয়	১৮৪৭
কালীকৈবল্যদায়িনী প্রকাশ	১৮৪৮
বেথুন কালেজ প্রতিষ্ঠা	১৮৪৯
বঙ্গভাষায় প্রথম পরিমিতি —"ভূমিপরিমাণ বিদ্যা"	১৮৫০
ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা	১৮৫১
দাশু রায়ের পাঁচালী (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	১৮৫১
বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস,—শ্রীমতী মুলেন্স কৃত "ফুলমণি ও করুণা"	১৮৫২
প্রথম ধারাপাত, ক্ষেত্রমোহনকৃত	১৮৫৩
চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রথম মুদ্রণ	১৮৫৩
এস্ সি কর্ম্মকারের ঔষধ-প্রস্তুত বিদ্যা	১৮৫৪
"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" প্রকাশ	১৮৫৪
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাকৃত ভূগোল	১৮৫৫

প্রথম পূর্ত্তকার্য্যবিষয়ক গ্রন্থ—"উপায়-দর্শক" (এইচ্ বেলী সাহেবের কৃত) খৃষ্টাব্দ	১৮৫৫
চৈতন্য-ভাগবতের প্রথম মুদ্রণ	১৮৫৫
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—আদিকাণ্ড	১৮৫৫
এডুকেশন গেজেট	১৮৫৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৮৫৭
দাশরথি রায়ের মৃত্যু	১৮৫৭
মহারাণীর ঘোষণা-পত্র	১৮৫৮
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "সোমপ্রকাশ"	১৮৫৮
ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু	১৮৫৯
তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য	১৮৬০
"নীলদর্পণ" (ঢাকায় ছাপা ও বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অভিনয়)	১৮৬১
লং সাহেবের কারাবাস	১৮৬১
ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ-রঙ্গভূমি (প্রথম বাঙ্গালা সাধারণ নাট্যশালা স্থাপন)	১৮৬২
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ	১৮৬৬
রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু	১৮৬৮
সুলভ-সমাচার প্রকাশ	১৮৭০
বঙ্গদর্শন প্রকাশ	১৮৭২
কলিকাতায় প্রথম সাধারণ বাঙ্গালা নাট্যশালা স্থাপন—ন্যাশন্যাল থিয়েটার	১৮৭২

[এই তালিকায় ভ্রম থাকিলে পাঠকগণ তাহা সংশোধন করিয়া দিলে সম্পাদক বাধিত হইবেন এবং তালিকা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্যান্য স্মরণীয় ঘটনার তারিখ পরিষৎ-সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইলে আগামী বৎসর তাহা প্রকাশিত হইবে।]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য ও নাম

১। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি-সাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য।

সভার নাম **বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ**

উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়

২। এই সভার উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নিম্ন-লিখিত ও আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত উপায়সমূহ অবলম্বিত হইবে, যথা ;—

(ক) বাঙ্গালা-ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ।

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও প্রকাশ।

(ঙ) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ।

(চ) "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার।

সভার মুখপত্র

৩। সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। কোন প্রবন্ধে কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের বা আলোচনার পরিচয় না থাকিলে, সে প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না।

(ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন ইহাতে কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির আলোচনা হইবে না।

ভাষা

৪। পরিষদের পঠিতব্য-প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় লিখিত হইবে না। সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পরিষদের কোন অধিবেশনে অন্য ভাষাতে কোনরূপ আলোচনা হইতে পারিবে না।

পরিষদের গঠন

৫। নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর সদস্য লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইবে। যথা ;—

১। বিশিষ্ট-সদস্য

২। আজীবন-সদস্য

৩। অধ্যাপক-সদস্য

৪। মৌলবী-সদস্য

৫। সাধারণ-সদস্য

৬। সহায়ক-সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য

৬। দেশ-বিদেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—অন্যূন পাঁচ জন সদস্য পত্রদ্বারা ঐরূপ কোন একজনের নাম বিশিষ্ট-সদস্যরূপে প্রস্তাব করিয়া সম্পাদককে জানাইলে, সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ লইয়া প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম পরিষদের সকল সদস্যের নিকট নির্ব্বাচনার্থ পাঠাইয়া দিবেন এবং মতামত পাঠাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের সমস্ত সদস্যের অন্যূন এক চতুর্থাংশের মতামত না আসিলে নির্ব্বাচন স্থগিত থাকিবে। নতুবা যতগুলি মতামত পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে যদি অন্যূন ত্রিচতুর্থাংশের সম্মতি থাকে, তাহা হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি বিশিষ্ট-সদস্যরূপে গৃহীত হইবেন এবং সম্পাদক তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

(খ) বার্ষিক অধিবেশন ভিন্ন অন্য সময়ে কোন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন না।

(গ) বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব ১লা ফাল্গুনের পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) এক পত্রে একাধিক ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত হইতে পারিবে না।

৭। বিশিষ্ট-সদস্যের সংখ্যা ১৫ জনের অধিক হইবে না।

আজীবন-সদস্য

৮। যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য এককালে অন্যূন ৫০০৲ টাকা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির হস্তে দান করিবেন, তাঁহারা পরিষদের আজীবন-সদস্য গণ্য হইবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী –কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কাহারও নিকট ঐরূপ দান গ্রহণ করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে সম্পাদক পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে সেই দান ঘোষণা করিয়া দাতাকে আজীবন-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্ব্বে যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালে অন্যূন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহারাও অতঃপর আজীবন-সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

অধ্যাপক-সদস্য

৯। চতুষ্পাঠীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কোন অধ্যাপকের নাম সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি অধ্যাপক-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১০। অধ্যাপক-সদস্যের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে না।

মৌলবী-সদস্য

১১। মোক্তব ও মাদ্রাসার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১২। মৌলবী-সদস্যের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে না।

সাধারণ-সদস্য

১৩। বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কোনও মাসিক অধিবেশনে যে কোন সদস্য পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ব্যক্তির নাম সদস্যরূপে নির্ব্বাচনার্থ প্রস্তাব করিবেন; অন্য কোন উপস্থিত সদস্য তাহার সমর্থন ও সভা তাহা অনুমোদন করিলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি এই পরিষদের সাধারণ-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(খ) ব্যক্তি-বিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে, সে সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন বন্ধ থাকিবে। পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া পরবর্ত্তী কোন মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচনের প্রস্তাব পুনরায় উপস্থিত করিবেন ও সভাপতি আবশ্যক বোধ করিলে ব্যালট্দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৪। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা এবং অন্যূন ॥০ হিসাবে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।

(ক) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বর্ত্তমান প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণ এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙ্গপুর জেলার যে সকল ব্যক্তি উক্ত শাখার প্রথম শ্রেণীর সদস্য হইবেন, তাঁহারা মূল-পরিষদে প্রবেশিকা ॥০ আট আনা ও বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা চাঁদা দিলে মূল-পরিষদের সাধারণ-সদস্যের সমস্ত অধিকার পাইবেন।

১৫। নির্ব্বাচন-সংবাদ-প্রাপ্তির পর দুই মাস মধ্যে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা পাঠাইয়া দিতে হইবে। উহা প্রাপ্তির পর তিনি সাধারণ-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন এবং সদস্যের সকল অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

১৬। কোন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ পরিত্যাগের পর যদি পুনরায় সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রবেশিকা দিতে হইবে না; কিন্তু পূর্ব্বের চাঁদা বাকি থাকিলে, তাহা সমস্ত শোধ করিতে হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থলবিশেষে বাকি চাঁদা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন।

সহায়ক-সদস্য

১৭। যাঁহারা এই পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য্য করিয়া এই পরিষদের উপকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে ঐরূপ ব্যক্তির নাম সহায়ক-সদস্যরূপে বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব করিবেন এবং তাহা যথারীতি সমর্থিত এবং অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি সহায়ক-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১৮। সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে না।

১৯। সহায়ক-সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তৎপরে তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

সদস্যগণের অধিকার

২০। সাধারণ-সদস্য ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সদস্য মাসিক চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন না।

২১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সকল সদস্যই বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

২২। নূতন সদস্যগণ স্ব স্ব সদস্যপদ গ্রহণের পর হইতে পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত সংখ্যা পাইবেন এবং সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের পত্রিকা অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

২৩। পরিষৎ-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ সদস্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত মূল্যে পাইবেন।

২৪। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া বা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পরিষদের অবস্থা, বিধিব্যবস্থা এবং অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও অন্যান্য খাতাপত্র দেখিবার অধিকার সকল সদস্যেরই থাকিবে।

২৫। যে সকল সদস্যের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্ব হইতে চাঁদা বাকি পড়িবে, চাঁদা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

বান্ধব

২৬। যাঁহারা পরিষদের উপকারার্থ এককালে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা বা তত্তুল্য কোন দান করিবেন, তাঁহারা এই পরিষদের বান্ধব বলিয়া গণ্য হইবেন ও তাঁহারা সদস্যগণের যাবতীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(ক) কাহারও নিকট হইতে ঐরূপ কোন দান এককালে প্রাপ্ত হইলে, সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে দাতার নাম পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে ঘোষণা করিয়া দাতাকে বান্ধবশ্রেণী-ভুক্ত করিয়া লইবেন।

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্ব্বে যে সমস্ত উপকারী ব্যক্তির নিকট এইরূপ দান এককালে পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারাও পরিষদের বান্ধব বলিয়া গণ্য হইবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

২৭। পরিষদের সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহার্থ একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি থাকিবে।

২৮। কতিপয় কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কতিপয় নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গঠন হইবে।

২৯। পরিষদের বিভিন্ন কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ২০ * জন কর্ম্মাধ্যক্ষ সদস্যগণ-মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। ইঁহারা সকলেই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যথা—

* সন ১৩২২ সালে শ্রাবণ মাসে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সভাপতি	...	...	...	...	১ জন
সহকারী সভাপতি	...	...	...	...	৮ জন *
সম্পাদক	...	...	...	...	১ জন
সহকারী সম্পাদক	...	...	...	...	৫ জন
কোষাধ্যক্ষ	...	...	...	...	১ জন
গ্রন্থাধ্যক্ষ	...	...	...	...	১ জন
চিত্রশালাধ্যক্ষ	...	...	...	...	১ জন
ছাত্রাধ্যক্ষ	...	...	...	...	১ জন
পত্রিকাধ্যক্ষ	...	...	...	...	১ জন
					২০ জন

৩০। কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নির্ব্বাচন-প্রণালী—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রতি বৎসর আগামী বৎসরের জন্য ২০ * জন কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং যথারীতি সমর্থনের এবং উপস্থিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদনের পর তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ক) যদি কোন সদস্য কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে কোন নাম প্রস্তাবের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার নাম এবং যে পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তাহা পত্রদ্বারা ১লা চৈত্রের পূর্ব্বে সম্পাদককে জানাইবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রস্তাবিত নামগ্রহণে অসমর্থ হইলে, প্রস্তাবককে সেই সংবাদ দেওয়া হইবে। তথাপি যদি তিনি বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে পত্রদ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন। সম্পাদক বার্ষিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপনপত্রে তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের উল্লেখ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, অন্য নামের প্রস্তাবকর্ত্তা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা প্রতিনিধি দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাহা উপস্থিত কোন সদস্য কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে, ব্যালট্‌দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপে প্রত্যেকের নির্ব্বাচনকালে ব্যালট্‌দ্বারা যতগুলি মত পাওয়া যাইবে, তাহার অর্দ্ধাধিক মত যিনি পাইবেন, তিনি নির্ব্বাচিত হইবেন এবং কাহারও পক্ষে অর্দ্ধাধিক মত না পাওয়া পর্য্যন্ত যিনি ব্যালটে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক মত পাইয়াছেন, তাঁহার নাম বর্জ্জন করিয়া পুনরায় ব্যালট্ লওয়া হইবে।

৩১। এই নিয়মাবলী প্রণয়নের পর সম্পাদক ব্যতীত অপর কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে কোন ব্যক্তি উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

৩২। বৎসরের মধ্যে কোন কারণে কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার পদে নূতন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।

৩৩। পরিষদের ২০ জন সদস্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির 'সভ্য'-রূপে নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে ১৬ জন সমুদয় সদস্যের মতানুসারে নির্ব্বাচিত হইবেন এবং অপর ৪ জন পরিষৎ-শাখা-সমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ শাখাসমূহের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

* সন ১৩২২ সালে শ্রাবণ মাসে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(ক) পূর্ব্বোক্ত ১৬ জন সদস্যের নির্ব্বাচন নিম্নোক্ত প্রণালীতে হইবে ;—ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইতে সম্মত আছেন কি না। যাঁহারা সম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পত্র দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, সম্পাদক ২৫ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রতি সদস্যের নিকট উক্ত তালিকা এই প্রার্থনা সহ প্রেরণ করিবেন যে, প্রত্যেক সদস্য ঐ তালিকার মধ্যে অনধিক ১৬ জনের নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের নামের পার্শ্বে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদককে পাঠাইয়া দিবেন। ঐ সকল পত্র হইতে প্রত্যেকের ভোটের সমষ্টি গণনা করিয়া ভোটের সংখ্যার ক্রম অনুসারে সম্পাদক ষোল জনের নাম বাছিয়া লইয়া বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিবেন। যদি একাধিক ব্যক্তির সমান ভোট পাইয়া ষোড়শ স্থান গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে, উপস্থিত সদস্যগণ সেই কয় ব্যক্তির মধ্যে পুনর্নির্ব্বাচন দ্বারা ষোড়শ স্থান পূরণ করিবেন।

(খ) পরিষৎ-শাখাসমূহের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রণালী ;—ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার সম্পাদককে এই অনুরোধ-সহ সম্পাদক পত্র লিখিবেন, যেন ঐ শাখার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বকীয় প্রতিনিধি-স্বরূপ একজন সদস্যের নাম পাঠাইয়া দেন। এইরূপে যতগুলি নাম পাওয়া যাইবে, সম্পাদক সেই সকল নামের তালিকা প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই তালিকাভুক্ত অনধিক চারি জনকে নির্ব্বাচিত করিবেন। শাখা-সম্পাদক উক্তরূপে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের নামের পার্শ্বে নাম স্বাক্ষর করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষৎ-সম্পাদক ভোটের সংখ্যাক্রম অনুসারে চারি জনের নাম বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা শাখাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপে মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। মূল-পরিষদের সদস্য না হইলে, অপর কেহ পরিষৎ-শাখার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(গ) বৎসরের মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্যের পদ শূন্য হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাসময়ে স্বয়ং তাহা পূর্ণ করিয়া লইবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিকার

৩৪। পরিষদের সমস্ত কার্য্যই সাধারণতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কর্ত্তৃত্বে ও নির্দ্দেশে নির্ব্বাহিত হইবে।

৩৫। পরিষদের আয়-ব্যয়-সম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(ক) ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পরিষদের যে সকল বিভিন্ন তহবিল থাকিবে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সেই সকল তহবিলের রক্ষা ও হিসাবাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে বিভিন্ন তহবিলের নিমিত্ত বিভিন্ন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(খ) বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে আগামী বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আয়-ব্যয়ের আনুমানিক তালিকা (বজেট) প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা অনুমোদনার্থ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন।

(গ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের পর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উক্ত আনুমানিক তালিকার (বজেটের) সংস্কারসাধন করিবেন এবং এই সংস্কার পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

(ঘ) উক্ত আনুমানিক হিসাবের তালিকার অতিরিক্ত কোন ব্যয় আবশ্যক হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে তাহা সম্পাদিত হইবে।

(ঙ) আবশ্যক হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কোন বিশেষ স্থলে কোন সদস্যের বাকি চাঁদা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৩৬। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের সমস্ত সম্পত্তি ও দলিলাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিবেন।

৩৭। কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের কার্য্যপ্রণালী ও বিশেষ বিশেষ অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

৩৮। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের এবং কার্য্যালয়-সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(ক) পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক-মত উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মীমাংসাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

৩৯। নিম্নলিখিত ব্যাপারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিতমত অধিকার থাকিবে,—

(ক) যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোনও প্রস্তাব প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইয়া, পরিষদের মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিবে না।

(খ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে, তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য-বিষয়ভুক্ত করিয়া দিবেন।

(গ) যে সকল সাধারণ-সদস্যের চাঁদা এক বৎসর বাকি পড়িবে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের পত্রিকা ও পুস্তকাদির প্রেরণ বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

(ঘ) যে সকল সদস্যের চাঁদা দুই বৎসর কাল বাকি পড়িবে, সম্পাদক তাঁহাদের তালিকা উপস্থিত করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের নাম সদস্য-তালিকা হইতে উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

৪০। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা-স্থাপনের অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির থাকিবে।

(ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষৎ-শাখা-সংক্রান্ত আবশ্যকমত নিয়ম রচনা করিয়া

পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। অনুমোদিত নিয়মাবলী সমস্ত পরিষৎ-শাখায় প্রচার করিবেন।

(খ) কোন নূতন শাখা স্থাপিত হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা যথাসময়ে মাসিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

৪১। বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সাধনোদ্দেশে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থায়ী বা অস্থায়ী সমিতি স্থাপন, তাহার কার্য্যসম্পাদনের ব্যবস্থা এবং তজ্জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(ক) এই সকল সমিতিতে আবশ্যকমত সদস্যেতর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) স্থায়িরূপে কোন সমিতি স্থাপন করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা কোন মাসিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

৪২। প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই সকল স্থায়ী ও অস্থায়ী সমিতির সম্পাদকগণের নিকট এবং পরিষদের অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট তাঁহাদের আপন আপন অধিকার-সংক্রান্ত কার্য্যের বিবরণ গ্রহণ করিবেন এবং আবশ্যকমত পরিষদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবেন। পরিষৎ-শাখাগুলির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণও এইরূপে আনাইয়া উক্ত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণভুক্ত করিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন

৪৩। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে, কিংবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির চারি জন সভ্য হেতু-নির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্বারা প্রার্থনা করিলে, এই সমিতির অধিবেশন হইবে।

৪৪। আলোচ্য বিষয়াদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্ততঃ চারি দিন পূর্ব্বে সভাধিবেশনের সময় বিজ্ঞাপন করিয়া সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(ক) বিশেষ প্রয়োজনে চারি দিন অপেক্ষা অল্প সময় পূর্ব্বেও বিজ্ঞাপন দিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইতে পারিবে। অত্যাবশ্যক স্থলে এবং অধিবেশন আহ্বানের সময় না থাকিলে বা বিশেষ কার্য্য দ্রুত সম্পাদন করিতে হইলে, অধিবেশন আহ্বানের পরিবর্ত্তে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নিকট পত্রদ্বারা কার্য্য বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক সম্পাদক তৎসম্বন্ধে লিখিত মতামত সংগ্রহ করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে মফস্বলবাসী সভ্যগণকে আহ্বান বা তাঁহাদের মত গ্রহণ আবশ্যক হইবে না, কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে উক্ত কার্য্য অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

৪৫। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে অন্যূন ৮ জন সভ্য উপস্থিত হইলে, উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(ক) যদি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন অধিবেশনে ৮ জন অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সভ্য উপস্থিত হন, তবে সে দিন সভার কার্য্য স্থগিত থাকিবে এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে যদি কোন নূতন আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত না হয়, তবে অন্যূন ৫ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য হইতে পারিবে। পুনরধিবেশনের সময়াদি বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

৪৬। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিত হইবে এবং সেই কার্য্য-বিবরণ তাহার পরবর্ত্তী অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

(ক) কোন কারণে কোন দিন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন স্থগিত হইলে, সম্পাদক তাহার কারণ কার্য্য-বিবরণ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং তাহা পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন।

৪৭। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত হইবে না।

৪৮। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের বা বিশেষ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়, পাঠার্থ প্রবন্ধ এবং প্রদর্শনাদির বিষয় ও অন্যান্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

পরিষদের অধিবেশন

৪৯। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে (কলিকাতা, হাল্‌সীবাগান, অপার সার্কুলার রোড ২৪৩।১ সংখ্যক ভবনে) প্রতি বাঙ্গালা মাসের শেষ রবিবারে অথবা প্রয়োজন হইলে অন্যত্র বা অন্য বারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন হইবে।

(ক) কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে বিশেষ দিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে।

(খ) কোনও বিশেষ প্রয়োজনে অন্যূন ১০ জন সদস্য হেতু নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করাইবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথোপযুক্ত দিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

৫০। সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি, সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে কেহ অধিবেশনে উপস্থিত না থাকিলে, উপস্থিত সদস্যগণ উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগদ্বারা সেই দিনকার কার্য্য পরিচালন করিবেন।

৫১। সমস্ত অধিবেশনের বিজ্ঞাপন-পত্রে অধিবেশনের সকল প্রকার আলোচ্য বিষয় ও কার্য্য-তালিকা মুদ্রিত হইবে এবং সাত দিন পূর্ব্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

৫২। অন্যূন ১৫ জন সদস্য উপস্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ মাসিক অধিবেশন বা কোন বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য চলিতে পারিবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে বা অন্য কোন কারণে অধিবেশনের কার্য্য বন্ধ হইলে, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে।

৫৩। মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং সম্পাদক তাহা পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিবেন।

৫৪। এই সকল অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার সহিত অথবা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে এবং ইহা প্রত্যেক সদস্য বিনামূল্যে পাইবেন।

৫৫। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময় কোন সদস্য সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার, প্রস্তাবক প্রস্তাবের সময় একবার ও অপরাপর সদস্যের সমালোচনার পরে উত্তরস্বরূপ আর একবারমাত্র স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। সভাপতির বিশেষ অনুমতি পাইলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

সভাপতি

৫৬। কোন অধিবেশনের কার্য্য-প্রণালী অথবা কোন নিয়মের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সভাস্থলে কোন বিষয়ের মীমাংসায় সভাপতির মত অথবা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৭। কোনও বিষয়ের মত গ্রহণকালে, দুই পক্ষের মতামতের সংখ্যা সমান হইলে, সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার অধিকার থাকিবে।

৫৮। কোনও বিশেষ কার্য্য দ্রুত সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে এবং কোন মাসিক সভার আলোচ্য বিষয় তালিকাভুক্ত করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আহ্বানের সময় না থাকিলে, সভাপতি তাহা কোনও মাসিক অধিবেশনে আলোচনার্থ অনুমতি দিতে পারিবেন।

সহকারী সভাপতি

৫৯। * আট জন সহকারী সভাপতির মধ্যে অন্যূন চারি জন মফস্বলের অধিবাসী হইবেন।

৬০। সভাপতির অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি সভাপতির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন ও তাঁহার যাবতীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

সম্পাদক

৬১। পরিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইবে।

৬২। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির এবং পরিষদের সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও সঙ্কল্প প্রভৃতি সমাধান করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে।

৬৩। অধিবেশনের বিবরণাদি, আয়-ব্যয়ের বিবরণাদি ও আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে।

৬৪। সম্পাদক পরিষদের যাবতীয় অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

৬৫। সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত সদস্যগণের পত্রাদি আবশ্যক মত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন।

৬৬। সম্পাদক প্রতি মাসে আয়-ব্যয়বিবরণ প্রস্তুত করাইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থাপিত করিবেন।

৬৭। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত ব্যয় ব্যতীত কোনও নূতন কার্য্যের জন্য কিছু ব্যয় করিতে হইলে, সম্পাদক তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইয়া করিবেন।

(ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইবার পূর্ব্বে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

৬৮। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত কার্য্যাদি ব্যতীত যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কোনও বিশেষ কার্য্য সম্পাদককে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই করিতে হয়, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে কারণ প্রদর্শন করিয়া উক্ত কার্য্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন।

৬৯। সম্পাদক ৩৯ (ঘ) নিয়মানুসারে তালিকা প্রস্তুত করিয়া আবশ্যকমত মধ্যে মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গোচর করিবেন।

৭০। বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে, পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব, শাখাসভা ও অন্যান্য সমিতির প্রদত্ত কার্য্য-বিবরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়-সংবলিত পরিষদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ প্রস্তুত করিয়া সম্পাদক প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত কার্য্য-বিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন এবং বার্ষিক অধিবেশনে তাহা পঠিত ও অনুমোদিত হইলে, উহা প্রকাশ করিবেন।

৭১। সম্পাদক প্রয়োজনমত সহকারী সম্পাদকগণকে নিজ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

সহকারী সম্পাদক

৭২। সম্পাদকের নির্দ্দেশমত সহকারী সম্পাদকগণ নিরূপিত কার্য্য পরিচালন করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ

৭৩। সাধারণ তহবিল কোষাধ্যক্ষের নিকট থাকিবে।

৭৪। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে কোষাধ্যক্ষ সম্পাদকের সহিত সাধারণ তহবিলের টাকার আদান প্রদান করিবেন।

৭৫। সাধারণ তহবিল ব্যতীত অন্যান্য তহবিলের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তদনুসারে তাহাদের কার্য্য চলিবে।

গ্রন্থাধ্যক্ষ

৭৬। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ও সম্পাদকের নির্দ্দেশানুযায়ী গ্রন্থাধ্যক্ষ গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ

৭৭। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়ম ও সম্পাদকের নির্দ্দেশানুসারে চিত্রশালাধ্যক্ষ চিত্রশালার যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

ছাত্রাধ্যক্ষ

৭৮। ছাত্রাধ্যক্ষ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়ম ও সম্পাদকের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের শিক্ষা, উপদেশ, কার্য্য-ব্যবস্থা, পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিবেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ

৭৯। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিয়মানুসারে পত্রিকাধ্যক্ষ পত্রিকা-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

৮০। পরিষদের যাবতীয় হিসাব পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে সদস্যগণের মধ্য হইতে দুই জন আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮১। বৎসরান্তে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ সম্পাদক প্রস্তুত করিয়া দিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশাদি মিলাইয়া আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ সেই হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

৮২। পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ হিসাব পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করিলে, সেই হিসাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গ্রহণীয় হইবে।

৮৩। সাধারণ-তহবিল ব্যতীত পরিষদের অন্যান্য তহবিলের আয়-ব্যয়-পরীক্ষার ভারও ইহাঁদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৮৪। হিসাব পরীক্ষায় কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ বা নিয়মভঙ্গের পরিচয় পাইলে, ইহাঁরা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে লিখিয়া জানাইবেন।

৮৫। আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ আবশ্যক মত মাসিক বা ত্রৈমাসিক হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

পরিষৎ-শাখা

৮৬। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য-সম্পাদন জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'পরিষৎ-শাখা' প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

৮৭। যে স্থানে পরিষৎ-শাখা স্থাপিত হইবে, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" এই নামের পর সেই স্থানের অর্থাৎ সেই নগরের বা প্রদেশের নামের সহিত শাখা-শব্দযোগে পরিষৎ-শাখাগুলির নামকরণ হইবে। (দৃষ্টান্ত – বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা।)

৮৮। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত এবং পরিষদের অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে শাখাসমূহ পরিচালিত হইবে।

৮৯। মূল-পরিষদের সদস্য ব্যতীত অপর ব্যক্তি কোন পরিষৎ-শাখার সম্পাদক হইতে পারিবেন না।

৯০। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিশেষ কোন নিয়ম ব্যতীত কোনও পরিষৎ-শাখার সহিত মূল-পরিষদের কোনরূপ অর্থ-সম্বন্ধ থাকিবে না।

ছাত্র-সভা

৯১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসাধনের জন্য সাহিত্য-পরিষদের অধীনে একটি ছাত্র-সভা গঠিত হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন এবং তাঁহারা ছাত্র-সভ্য নামে অভিহিত হইবেন।

৯২। ছাত্রাধ্যক্ষের প্রস্তাবক্রমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এই সভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করিবেন।

৯৩। ছাত্র-সভ্যগণের কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্দ্দেশের জন্য ছাত্রাধ্যক্ষের পরামর্শ মত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রণীত হইবে।

বিশেষ বিধি

৯৪। পরিষদের বিশেষ বা সাধারণ মাসিক অধিবেশনে মীমাংসিত কোন নিয়ম ছয় মাস-মধ্যে আলোচিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

৯৫। কোন নূতন নিয়ম প্রণয়ন অথবা কোন পুরাতন নিয়মের সংস্কার-সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা বিচারপূর্ব্বক পরিষদের মাসিক বা বিশেষ অধিবেশনে মীমাংসার্থ উপস্থিত করিবেন।

৯৬। আবশ্যক হইলে, পরিষদের অধিবেশনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত এই

নিয়মাবলীর অন্তর্গত কোন নিয়মের সংস্কার বা কোন নূতন নিয়মের সংযোজন হইতে পারিবে। আবশ্যক হইলে, তৎপূর্ব্বে পত্রদ্বারা সমুদয় সদস্যের মত গ্রহণ করা হইবে।

৯৭। পরিষদের উদ্দেশ্যানুকুল নির্দ্দিষ্ট ও প্রচলিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন নূতন কার্য্য করিতে হইলে, কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতিকে বিশেষ বা মাসিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণের মত গ্রহণ করিতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখাগঠনের

নিয়মাবলী

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও বলবৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইতে পারিবে। এক জেলার মধ্যে একাধিক শাখা স্থাপিত হইবে না। যদি কোনও জেলাতে সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী একাধিক সভা স্থাপনের আবশ্যক হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটিই সাহিত্য-পরিষদের শাখা বলিয়া গণ্য হইবে ও অন্যান্য সভাগুলি সেই শাখার শাখারূপে পরিগণিত হইবে। এই সমস্ত সভার মধ্যে কোন্‌টি পরিষদের শাখা হইবে, তাহা সেই সকল সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন; যদি তাঁহারা তাহা স্থির করিতে না পারেন, তাহা হইলে মূল-পরিষৎ স্থির করিয়া দিবেন।

২। স্থানের নামানুসারে ঐ শাখা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,— শাখা" এই নামে পরিচিত হইবে।

৩। শাখার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বাংশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যাদির অনুকূল হইবে। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার বা ধর্ম্ম-সংস্কার বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন শাখা কোনরূপে লিপ্ত হইবেন না।

৪। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রধানতঃ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনার সহিত শাখা-পরিষৎসমূহ বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলিও অবলম্বন করিবেন;—

(ক) স্থানীয় প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং ইহার বিবরণ-প্রকাশ।

(খ) স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবন-চরিত, প্রতিকৃতি ও অন্যান্য স্মৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ।

(গ) গ্রাম্য সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, উপকথা, গীত, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ।

(ঘ) স্থানীয় ভাষায় চলিত প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ এবং তৎসহ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, গৃহসজ্জা, উদ্ভিদ্, জীব প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ।

(ঙ) সর্ব্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির উত্তর বিভক্তি-যোগে প্রাদেশিক রূপভেদ সঙ্কলন।

(চ) স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ।

(ছ) স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ এবং তৎসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, দুর্গ প্রভৃতির ছায়াচিত্রাদি সহ বিবরণ সংগ্রহ এবং দেবমূর্ত্তি, খোদিত-লিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির সংগ্রহ।

(জ) স্থানীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও উৎসবাদির বিবরণ সংগ্রহ।

(ঝ) প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও বিবিধ কলাবিদ্যার বিবরণ ও নিদর্শন সংগ্রহ।

(ঞ) স্থানীয় জীব ও উদ্ভিদাদির বিবরণ সংগ্রহ।

দ্রষ্টব্য।—উপরোক্ত সংগৃহীত দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য শাখা-পরিষৎ চিত্রশালা স্থাপন করিতে পারিবেন। যদি চিত্রশালা স্থাপিত না হয়, তবে সংগৃহীত দ্রব্যাদি মূল-পরিষদের চিত্রশালাতে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৫। শাখার সমুদয় কার্য্য, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইবে।

৬। মূল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য না হইলে কোনও ব্যক্তি শাখা-পরিষদের সম্পাদক হইতে পারিবেন না।

৭। শাখা-পরিষদের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিয়োগ বিষয়ে মূল-পরিষদের নিয়ম যথাসম্ভব অনুসৃত হইবে।

৮। শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী মূল-পরিষদের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ অনুমোদিত নিয়মাবলীতে যখন কোন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, তখন তাহা মূল-পরিষদের অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।

৯। পরিষদের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল না হইলে অথবা বিশেষ কারণ না থাকিলে, শাখার কার্য্য-প্রণালীর স্বাধীনতায় মূল-পরিষৎ কোন ব্যাঘাত দিবেন না।

১০। প্রত্যেক শাখা-পরিষৎ মূল-পরিষদের নিয়মাবলীর ৩৩ ধারানুযায়ী মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিবেন। এই প্রতিনিধি শাখা-পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য হওয়া আবশ্যক।

১১। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথমার্দ্ধ মধ্যে শাখা-পরিষদের সম্পাদক গত বৎসরের কৃত কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সদস্যগণের ও কর্ম্মচারিগণের নাম এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ মূল-পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। মূল-পরিষদের সম্পাদক ঐ কার্য্য-বিবরণী সম্পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত ভাবে মূল-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণীর পরিশিষ্ট-রূপে পরিষৎ পঞ্জিকায় প্রকাশ করিবেন।

১২। মূল-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ও পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর দুই খণ্ড প্রত্যেক শাখা-সভা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং শাখা-সভার প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদিও মূল-পরিষৎকে এই নিয়মে দিতে হইবে।

১৩। মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে মূল ও শাখা-পরিষদের মধ্যে কোনও আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে না।

১৪। মূল-পরিষদের সদস্যগণ মূল-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী যে নির্দ্দিষ্ট কম মূল্যে

পাইয়া থাকেন, শাখা-পরিষদের সদস্যগণও সেই মূল্যের উপর টাকায় চারি আনা মাত্র অধিক মূল্য দিলে সেই সকল গ্রন্থ পাইবেন।

১৫। প্রতি বৎসরের আরম্ভে মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কোনও কার্য্যের ভার শাখা-পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার মূল-পরিষদের নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিবেন।

১৭। উক্ত পরিদর্শনের ফলে যদি দেখা যায় যে, কোন শাখা-সভা উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেছেন না, তাহা হইলে, মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সে শাখাকে শাখা-সভার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

১৮। কোনও সভা এই সকল নিয়মে স্বীকৃত হইয়া মূল-পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার জন্য আবেদন করিলে, মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে, সেই সভাকে প্রথমতঃ ৫ বৎসরের জন্য অস্থায়িভাবে শাখারূপে গণ্য করিবেন; তৎপরে এই ৫ বৎসরের কার্য্যকারিতা দেখিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে, উহাকে স্থায়ি-শাখা-রূপে গণ্য করা হইবে এবং যদি ঐ ৫ বৎসরে কার্য্য-কারিতার অভাব দেখা যায়, তাহা হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উহাকে শাখার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

১৯। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক হইলে শাখা-সভাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিয়মাবলী সংশোধন করিতে পারিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ

[কলিকাতা, জেনেরেল এসিম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের বক্তৃতা-গৃহে অনুষ্ঠিত সভায় ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত লিওটার্ড নামক একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে সন ১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে "বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচর" নামে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে স্বর্গগত মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উৎসাহে ও বিশেষ সহায়তায় ইহার কার্য্য কলিকাতা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্, ২।২ নং তাঁহারই বসতিবাটীতে নির্ব্বাহিত হয়। সন ১৩০১ সালের ১৭ ই বৈশাখ তারিখে উহার পুনর্গঠন হইয়া উহা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" নামে অভিহিত হইতেছে। ৺নীলকৃষ্ণের স্বর্গগমনের পর তদীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর মধ্যে তাঁহার গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ ১০৬।১ নং নূতন ভবনে ইহার স্থায়িভাবে স্থান-নির্দ্দেশ করেন। তৎপরে সন ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ১৩৭।১ সংখ্যক ভাড়াটীয়া বাড়ীতে উহার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে সন ১৩১৫ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে ইহার নবনির্ম্মিত বর্ত্তমান ভবনে ইহার গৃহ-প্রবেশ হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

" এল্ লিওটার্ড *

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

" রাজেন্দ্রলাল সিংহ *

স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রায় ,, মতিলাল হালদার বাহাদুর বি এল্
,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
রায় ,, শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই
পণ্ডিত ,, তারাকুমার কবিরত্ন
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ডাক্তার ,, সুন্দরীমোহন দাস এম্ বি
,, আশুতোষ ঘোষ এল্ এম্ এস্ *
,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
রায় , জগচ্চন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ

স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী যোগশাস্ত্রী
,, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী রায় বাহাদুর
, সারদাপ্রসাদ দে
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এফ্ আর এস্ এল্
,, মনোমোহন বসু
,, সাতকড়ি হালদার বি এল্
,, গোসাইদাস গুপ্ত
,, নন্দকৃষ্ণ বসু এম্ এ, সি এস্
,, উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্ এ, সি এস্
,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই
,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, রাখালচন্দ্র সেন

পরিষদের কর্ম্মচারিগণের আদ্যন্ত তালিকা

সভাপতি

১৩০১-২ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩০২-৩ ,, চন্দ্রনাথ বসু
১৩০৪-৬ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৭ ৮ ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৯ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩১০-১১ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১২-১৯ ,, সারদাচরণ মিত্র
১৩২০-২১ ,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতি

১৩০১ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০২ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু
,, নবীনচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৩ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় মনোমোহন বসু
১৩০৪ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৫ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ

* এই তালিকা-লিখিত ৩৩ জন সদস্যমধ্যে * চিহ্নিত চারি জন প্রথম বর্ষেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন

১৩০৫ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৬ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
" প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৭ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
" জগদীশচন্দ্র বসু
১৩০৮ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩০৯ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
" সারদাচরণ মিত্র
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
" প্রফুল্লচন্দ্র রায়
" শিবনাথ শাস্ত্রী
১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৪-১৫ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৬ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" প্রফুল্লচন্দ্র রায়
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৭ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩১৮ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩১৯ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
" আশুতোষ চৌধুরী
" কুমার শরৎকুমার রায়
১৩২০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার
" আশুতোষ চৌধুরী
" কুমার শরৎকুমার রায়
১৩২১ " সারদাচরণ মিত্র
" কুমার শরৎকুমার রায়
রাজারাও " যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
মাননীয় ডাক্তার " দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সম্পাদক

১৩০১ শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড ও
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০২ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০২-৩ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
১৩০৪ ৫ " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৬-১০ " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১১-১৮ " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১৯-২১ " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক

১৩০২ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" কুঞ্জবিহারী বসু
১৩০৩ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০৪ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু
স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ
১৩০৫ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" প্রতুলচন্দ্র বসু

১৩০৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১৩০৭ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১৩০৮ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
১৩০৯ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
১৩১০ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
১৩১১ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
„ নিত্যগোপাল বসু (শ্রাবণ পর্যান্ত)
১ ১২ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
„ কিশোরীমোহন সিংহ
১৩১৩ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
১৩১৪ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
১৩১৫-১৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১৭ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
১৩১৮ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
„ বিনয়কুমার সরকার
১৩১৯ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
১৩২০ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩২১ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী *

পত্রিকাধ্যক্ষ

১৩০১-৩ স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত
১৩০৩-৫ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৬-১০ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১১-১৮ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৯-২১ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

ধনাধ্যক্ষ

মিঃ এল্ লিওটার্ড
১৩০১ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার
১৩০২-৩ স্বর্গীয় চারুচন্দ্র সরকার
১৩০৪ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৩০৫ স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ
১৩০৬ ১০ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩১১-১৩ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৪-২১ „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* বর্তমান বৎসরের মধ্যেই শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় পদত্যাগ করায় তৎপদে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় নির্বাচিত হইয়াছেন।

পাইয়া থাকেন, শাখা-পরিষদের সদস্যগণও সেই মূল্যের উপর টাকায় চারি আনা মাত্র অধিক মূল্য দিলে সেই সকল গ্রন্থ পাইবেন।

১৫। প্রতি বৎসরের আরম্ভে মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কোনও কার্য্যের ভার শাখা-পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার মূল-পরিষদের নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিবেন।

১৭। উক্ত পরিদর্শনের ফলে যদি দেখা যায় যে, কোন শাখা-সভা উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেছেন না, তাহা হইলে, মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সে শাখাকে শাখা-সভার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

১৮। কোনও সভা এই সকল নিয়মে স্বীকৃত হইয়া মূল-পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার জন্য আবেদন করিলে, মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে, সেই সভাকে প্রথমতঃ ৫ বৎসরের জন্য অস্থায়িভাবে শাখারূপে গণ্য করিবেন; তৎপরে এই ৫ বৎসরের কার্য্যকারিতা দেখিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে, উহাকে স্থায়ি-শাখা-রূপে গণ্য করা হইবে এবং যদি ঐ ৫ বৎসরে কার্য্য-কারিতার অভাব দেখা যায় তাহা হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উহাকে শাখার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

১৯। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক হইলে শাখা-সভাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিয়মাবলী সংশোধন করিতে পারিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ

[কলিকাতা, জেনেরেল এসিম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের বক্তৃতা-গৃহে অনুষ্ঠিত সভায় ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত লিওটার্ড নামক একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে সন ১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে "বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচর" নামে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে স্বর্গগত মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উৎসাহে ও বিশেষ সহায়তায় ইহার কার্য্য কলিকাতা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্, ২।২ নং তাঁহারই বসতিবাটীতে নির্ব্বাহিত হয়। সন ১৩০১ সালের ১৭ ই বৈশাখ তারিখে উহার পুনর্গঠন হইয়া উহা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" নামে অভিহিত হইতেছে। ৺নীলকৃষ্ণের স্বর্গগমনের পর স্বদীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর মধ্যে তাঁহার গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ ১০৬।১ নং নূতন ভবনে ইহার স্থায়িভাবে স্থান-নির্দ্দেশ করেন। তৎপরে সন ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ১৩৭।১ সংখ্যক ভাড়াটীয়া বাড়ীতে উহার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে সন ১৩১৫ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে ইহার নবনির্ম্মিত বর্ত্তমান ভবনে ইহার গৃহ-প্রবেশ হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্	শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
	,, রাজেন্দ্রলাল সিংহ *
,, এল্ লিওটার্ড *	স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রায় ,, মতিলাল হালদার বাহাদুর বি এল্
,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
রায় ,, শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই
পণ্ডিত ,, তারাকুমার কবিরত্ন
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ডাক্তার ,, সুন্দরীমোহন দাস এম্ বি
,, আশুতোষ ঘোষ এল্ এম্ এস্ *
,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
রায় , জগচ্চন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ

স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী যোগশাস্ত্রী
,, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী রায় বাহাদুর
, সারদাপ্রসাদ দে
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এফ্ আর এস্ এল্
,, মনোমোহন বসু
,, সাতকড়ি হালদার বি এল্
,, গোঁসাইদাস গুপ্ত
,, নন্দকৃষ্ণ বসু এম্ এ, সি এস্
,, উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্ এ, সি এস্
,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই
,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, রাখালচন্দ্র সেন

পরিষদের কর্ম্মচারিগণের আদ্যন্ত তালিকা

সভাপতি

১৩০১-২ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩০২-৩ ,, চন্দ্রনাথ বসু
১৩০৪-৬ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৭ ৮ ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০৯ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩১০-১১ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১২-১৯ ,, সারদাচরণ মিত্র
১৩২০-২১ ,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতি

১৩০১ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০২ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু
,, নবীনচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৩ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় মনোমোহন বসু
১৩০৪ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৫ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ

এই তালিকা-লিখিত ৩৩ জন সদস্যমধ্যে * চিহ্নিত চারি জন প্রথম বর্ষেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
২০০ ,, কৃষ্ণনাথ সেন, জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর।
,, কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল, উকীল, রাজসাহী।
,, কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী বি এল্, সাব্ ডেপুটী কলেক্টার, গোলাঘাট, আসাম।
,, কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার, ইংরেজবাজার, মালদহ।
,, কেদারনাথ ঘোষ, ব্লক সিগ্নাল ইন্স্পেক্টার, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
২০৫ ,, ডাঃ কেদারনাথ চন্দ্র, আউষগ্রাম, বর্দ্ধমান।
,, কেদারনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ্, খুলনা।
,, ডাঃ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্, (ক) নাটোর, রাজসাহী।
,, কেদারনাথ মজুমদার, এম্ আর্ এ এস্, (খ) রিসার্চ্চহাউস, ময়মনসিংহ।
২১০ ,, কেদারনাথ মৈত্র, রাজসাহী।
,, কেদারনাথ সেন, জমিদার, পোঃ সাকরাইল, ময়মনসিংহ।
,, রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী।
,, কেশবলাল বসু, রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর।
,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি, এম্ এ, বি এল্, উকীল, শ্রীহট্ট।
২১৫ ,, চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি, ডি এস্ সি, 'ফেথ কটেজ,' কুপারগঞ্জ, কাণপুর।
,, কুমার ক্রীঙ্কারীনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর, দুবলহাটী, রাজসাহী।
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাশীনগর, যশোহর।
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী জমিদার, ভবানীপুর, ময়মনসিংহ।
,, ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, রাজগুরু, জমিদার, বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
২২০ ,, ক্ষিতীশচন্দ্র দাস বি এল্, সহ সম্পাদক, প্রাইজ লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট।
,, ক্ষীরোদকুমার বসু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি ই, সাব্ ইঞ্জিনিয়ার, আঙ্গুল, উড়িষ্যা।
,, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, 'হার্মিটেজ,' কটক।
,, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বর্দ্ধমান।
২২৫ ,, ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, এসিষ্ট্যাণ্ট সারজন্, নাওগাঁ, রাজসাহী
,, ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন, সিঙ্গাবাদ ষ্টেটের ম্যানেজার, সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
,, ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল্, ধানবাদ, মানভূম।
,, ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।
মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবদ্বীপাধিপতি, "দি প্যালেস্," কৃষ্ণনগর।
২৩০ শ্রীযুক্ত ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু এচ্ এল্ এম্ এস্, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা।
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, উকীল, খুরুট রোড, হাওড়া।
,, খগেন্দ্রনাথ সোম, গভর্ণমেণ্ট ইলেক্ট্রিসিয়ান, পোর্টব্লেয়ার, আন্দামান।
,, গঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, বি এল্, উকীল, সিরাজগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত রায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, পাবনা।

২৩৫ „ গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত বি এ, চট্টগ্রাম কলিজিয়েট স্কুলের সহকারী শিক্ষক, চট্টগ্রাম।

„ গঙ্গাচরণ সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম।

„ গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, কোণ্ডার বাগান, হাওড়া।

„ গঙ্গাধর দাস এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

„ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।

২৪০ „ গঙ্গেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ল্যাণ্ড একুইজিশন্ আফিস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ গণেশচন্দ্র নন্দী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গুমানিগঞ্জ কাছারী, গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ গিরিগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়, মালদহ।

মহারাজ শ্রীযুক্ত সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, কে সি আই ই, দিনাজপুর।

২৪৫ শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন নিয়োগী বি এল্, জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর।

„ গিরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী জমিদার, ১০০ দশাশ্বমেধ, বেনারস।

„ গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী, বগুড়া।

„ গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

„ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, খাগড়াবাড়ী, চিলাহাটী, রংপুর।

২৫০ „ গিরিশচন্দ্র নাগ (ক) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।

„ গিরিশচন্দ্র নাগ (খ) এম্ এ, বি এল্, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, কামরূপ, আসাম।

„ গিরিশচন্দ্র সান্যাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবনা।

„ গিরিশচন্দ্র সেন এম্ এ, (ক) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সিউড়ী, বীরভূম।

„ কবিরাজ গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন, (খ) ময়মনসিংহ।

২৫৫ „ গুরুকুমার শর্ম্মা, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ ষ্টেট্, পৃথিমপাশা, শ্রীহট্ট।

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, রাণাঘাট, নদীয়া।

„ ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর।

„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, তাজহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তাজহাট, রঙ্গপুর।

„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

২৬০ „ গোপাললাল ভাদুড়ী, পাকুড়িয়া, রাজসাহী।

„ গোপীনাথ কবিরাজ বি এ, ৫৩ দেবনাথপুরা, বেনারস্-সিটি।

„ গোলোকেশ্বর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়া।

„ গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বি এল্, উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর।

„ গৌরচন্দ্র রায়, দিল্লী-দেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার, পূর্ণিয়া।

২৬৫ „ গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, দে ষ্ট্রীট্, শ্রীরামপুর।

„ গৌরীশঙ্কর রায় সেক্রেটারী, কটক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ কোং, দরঘাবাজার, কটক।

„ কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর, দুবলহাটী, রাজসাহী।

„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।

২৭০ ,, চন্দ্রকুমার দস্তিদার, পোর্ট কমিশনার আফিসের কর্ম্মচারী, চট্টগ্রাম।

,, কবিরাজ চন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কবিশেখর, শিববাটী, বগুড়া।

,, চন্দ্রনাথ চৌধুরী, নাটোর মহারাজ ষ্টেটের ম্যানেজার, নাটোর।

,, চন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দপুর, দীঘাপাতীয়া, রাজসাহী।

,, চন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, অধ্যাপক, পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, বাঁকিপুর।

২৭৫ ,, চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল, রোণ্ডা গ্রাম, শ্রীবাটী, বর্দ্ধমান।

,, চন্দ্রভূষণ মজুমদার, শিক্ষক—প্রভাতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন, গৌরীপুর, আসাম।

,, মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহম্মদ এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

,, চারুচন্দ্র গুহ, উয়ারী, ঢাকা।

,, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হাজারীবাগ।

২৮০ ,, রায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ।

,, চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।

,, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, টেম্পল্ হাউস্, বালী, হাওড়া।

,, রায় চারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।

,, চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, রাজবল্লভ সাহার লেন রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।

২৮৫ ,, চিন্তামণি ঘোষ, ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী, এলাহাবাদ।

,, চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, বলবন্ত রাজপুত হাই স্কুলের শিক্ষক, আগ্রা।

,, চুণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এড়িয়াদহ এসোসিয়েশন ও লিটারারী ক্লবের সম্পাদক, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

,, রায় সাহেব চুণিলাল রায় বি এ, বিহার এবং উড়িষ্যার এক্সাইস কমিশনারের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট, রাঁচী।

,, জগচ্চন্দ্র দে, ৯১ নং ৩৯ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

২৯০ ,, জগজ্জীবন পুরকায়স্থ, সেক্রেটারী বাগ্দেবী টোল, মাছলি, ভাঙ্গাবাজার, শ্রীহট্ট।

,, জগতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালেকট্রেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ছাপরা।

,, কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত, জলপাইগুড়ি।

,, মহামহোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবারিধি, বি এ, (ক্যাণ্টার) (ক), ডাইরেক্টার অব আর্কিওলজি, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

,, জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) এসিষ্টেণ্ট ওভারসিয়ার, বিজনী-রাজষ্টেট, অভয়াপুরী, গোয়ালপাড়া।

২৯৫ ,, জগদীশচন্দ্র মুস্তফী, জমিদার, গোবরাছাড়া, কুচবিহার।

,, জগদীশচন্দ্র রায় বি এল্, উকীল, পাবনা।

,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় জজ আদালতের একাউণ্টাণ্ট, ধাপ, রঙ্গপুর।

,, জগদীশ্বর সিংহ, জমিদার, বাঘডাঙ্গা, পোঃ কান্দি, মুরশিদাবাদ।

,, রাজা জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী রাজর্ষি বাহাদুর, সিমলাপাল, বাঁকুড়া।

৩০০ ,, জয়গোপাল দে বি এ, ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম।

শ্রীযুক্ত ডাঃ জয়নারায়ণ দাসগুপ্ত, সব এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, রঘুনাথপুর, মেদিনীপুর। "
,, জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, মহেশতলা, হুগলী। "
,, রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর, বি এল্, উকীল, কটক। "
,, জিতেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গুপ্ত উকীল মহাশয়ের বাড়ী, নোয়াখালী। "
৩০৫ ,, কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। "
,, জিতেন্দ্রনাথ বাগচী এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, খাগড়া, বহরমপুর। "
,, জিতেন্দ্রলাল বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী। "
,, জিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী, খোষবাগান, বর্দ্ধমান। "
,, মুন্সী জুয়ারউদ্দিন আহম্মদ, আলোকঝারি, গোঁসানীমারী, কুচবিহার। "
৩১০ ,, জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। "
,, জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া। "
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাঁচী। "
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষাল বি এল্, বালুগঞ্জ, আগ্রা। "
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল, এসিষ্টাণ্ট ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-ষ্টেট। "
৩১৫ ,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, উকীল, পূর্ণিয়া। "
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু, তেজপুর, আসাম। "
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, সব ইন্সপেক্টার অব্ পুলিস, বালুরঘাট, দিনাজপুর। "
,, জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী, ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌টেলিজেন্স অফিসার, খুলনা। "
,, জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম। "
৩২০ ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। "
,, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, মেদিনীপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, মেদিনীপুর। "
,, কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, "আলয়," পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা। "
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব রায়, নলডাঙ্গা, যশোহর। "
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর। "
৩২৫ ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হুগলী। "
,, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, মুর্‌শিদাবাদ। "
,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বি এল্, বিজনি রাজষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, পোঃ অভয়াপুরী, আসাম। "
,, জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি এল্, নবাবগঞ্জ, চাঁপাই, মালদহ। "
,, তরু সিংহ বি এ, একসাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জোড়হাট, আসাম। "
৩৩০ ,, তারকচন্দ্র মৈত্র, ইটালি, পোঃ বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী। "
,, তারকচন্দ্র রায় বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রামপুর হাট, বীরভূম। "
,, মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর। "
,, তারকনাথ বিশ্বাস, সাব্ রেজিষ্ট্রার, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা। "

শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, ছবাইল গোপালপুর পোঃ, ময়মনসিংহ।
৩৩৫ " তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
" তারাকিশোর গুপ্ত, একস্ট্রা এসিষ্টান্ট কন্সারভেটার অব্ ফরেষ্ট, শিলচর, আসাম।
" তারাগোবিন্দ চৌধুরী, জমিদার, নওয়াতরফ এষ্টেট, তাঁতিবন্দ, পাবনা।
" তারানাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকুড়া।
" তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ।
৩৪০ " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ভদ্রকালী, পোঃ উত্তরপাড়া, হাওড়া।
" তারাসুন্দর রায় বি এল্, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" তারিণীকৃষ্ণ সেন বি এল্, উকীল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
" তারিণীপ্রসাদ ধর, জমিদার, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
" তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বি এল্, উকীল, ডাল্টনগঞ্জ, পালামৌ।
৩৪৫ " তীর্থবাসী সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হুগলী।
" ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম।
" ত্রিপুরাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, ২২ ক্ষেত্র মিত্রের লেন, শালিখা, হাওড়া।
" ত্রৈলোক্যনাথ পাল, উকীল, মেদিনীপুর।
" ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, কাকিনা, রঙ্গপুর।
৩৫০ " ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ (ক), ২১০ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া।
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, (খ) মিসিরপোখরা, কাশী।
" ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর।
" ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী, কবিকিরীটী, বি এল্, উকীল, পাবনা।
৩৫৫ " দক্ষিণাপ্রসাদ বসু, মাননীয় রাজাবাহাদুরের ষ্টেটের হেড অফিসার, ময়মনসিংহ।
" দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সিউড়ী, বীরভূম।
" দামোদর ভকতচাঁদ সা, থার্ড এসিষ্টান্ট মাষ্টার, কাথিওয়ার মেল ট্রেনিং কলেজ, লাখটার, কাথিওয়ার, রাজপুতানা।
" দাশরথি কর বি এল্, উকীল, বৰ্দ্ধমান।
" দাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
৩৬০ " রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ভাইসরিগাল লজ, দিল্লী।
" ডাক্তার দাশরথি সিংহ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, দেবীপুর, বৰ্দ্ধমান।
" দিগিন্দ্রপ্রসাদ সেন, নায়েব, মেছরা পোঃ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
" দীননাথ বাগচী বি এল্, ম্যানেজার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" রায় ডাক্তার দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি, সিবিল সার্জ্জন, পাবনা।
৩৬৫ " মোহান্ত দীনবন্ধু দাস, তালন্দ, রাজসাহী।
" দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
" দীনেশচন্দ্র ঘোষ, হেমনগর, নবগ্রাম, ময়মনসিংহ।
" দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়, জমিদার, পরৈকোড়া, চট্টগ্রাম।
৩৭০ „ দুর্গাচরণ সেন গুপ্ত, পুলিস সাবইন্সপেক্টার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ দুর্গাদাস ঠাকুর, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
„ দুর্গাদাস রায় (ক) মুঙ্গের জিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, মুঙ্গের।
„ দুর্গাদাস রায় (খ) বি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ।
„ দুর্গাপ্রসাদ রায়, নন্দান, ইসবপুর, বগুড়া।
৩৭৫ „ দেবকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল।
„ দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুপাঃ, মিউনিসিপাল হেল্‌থ অফিস, রেঙ্গুন।
„ দেবনারায়ণ ঘোষ, পি, ডব্লিউ, ডি, তেজপুর, আসাম।
„ দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্নানঘাট, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
„ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, হাতোয়া ষ্টেটের দেওয়ান, হাতোয়া।
৩৮০ „ দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, (ক) ওল্ডহাম রোড, বৈদ্যনাথ, দেওঘর।
„ দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, (খ) উকীল, সেসারাম, ই আই আর।
„ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুলিস সব-ইন্সপেক্টার, বোদা, জলপাইগুড়ি।
„ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এম্ এ, এ আই ই ই, ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-ষ্টেট, ইউ, পি।
„ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার, সরকারী উকীল, বর্দ্ধমান।
৩৮৫ „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ক) ব্যাঙ্কার ও জমিদার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
„ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ (খ), সাব্ ডেপুটী কলেক্টার, বোলপুর, বীরভূম।
„ দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্, উকীল, বর্দ্ধমান।
„ দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাঁকীপুর।
„ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, বাজিতপুর, ময়মনসিংহ।
৩৯০ „ দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল্, সাব্ জজ, বর্দ্ধমান।
„ দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
„ মৌলবি দৌলত আহম্মদ, এম্ এম্ দাহার, উকীল, সোনামুড়া, ত্রিপুরা।
„ দ্বারকানাথ রায় বি এল্, জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, একস্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, গৌহাটী, আসাম।
৩৯৫ „ দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, নদীয়া।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ, জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, দিনাজপুর।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ঢেঙ্কানল মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, কবিরঞ্জন, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„ কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমো রাজবাটী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
৪০০ „ দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, গৌরীপুর, আসাম।
„ ধনকৃষ্ণ ঢোল, শ্রীরামপুর, হুগলী।
„ ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, পুরী।
„ ধরণীধর ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, বনগ্রাম, যশোহর।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক, শ্রীরামপুর, হুগলী।

৪০৫ „ নকুলেশ্বর গুপ্ত, জোড়হাট, আসাম।

„ নগেন্দ্রকিশোর রায়, মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

„ নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্ এ, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, আগ্রা সিভিল লাইন্‌স্, আগ্রা

„ নগেন্দ্রচন্দ্র রায়, এক্‌সাইজ সাব্ ইন্‌স্পেক্টার, খুলনা।

„ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্ সি, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।

৪১০ „ নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান, ডেপুটি কালেক্টার, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।

„ রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, সাব্‌জজ, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী।

„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাটুরিয়া, ফরিদপুর।

„ নগেন্দ্রনাথ বাগচী, সি আই ডি অফিস্, বিহার, উড়িষ্যা, বাঁকীপুর। মোরাদপুর মেস্, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, উকীল, খুলনা।

৪১৫ „ নগেন্দ্রপ্রসাদ রায়, বি এল্, কোচবিহার।

„ নটেশ আয়ার, এক্সট্রা এসিষ্টেণ্ট, টু.দি ডিঃ জিঃ অব্ আর্কিওলজি অব্ ইণ্ডিয়া, সিমলা।

„ নদীয়াবিহারী দাস এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার অব্ স্কুল্‌স্, গৌহাটী, আসাম।

„ ননীগোপাল রায়, কণ্ট্রাক্টর, পাবনা।

„ নন্দলাল দে, বড়বাজার, চুঁচুড়া।

৪২০ „ নন্দলাল সিংহ এম্ এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পালামৌ।

„ পণ্ডিত নবকান্ত গুহ কবিভূষণ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ।

„ নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ্ আর্ এস্ এল্, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, মীরাট।

„ নবসুন্দর বর্ম্মণ্ সিংহ, বালাকুরা, দীনহাটা, কুচবিহার।

„ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ।

৪২৫ „ নবীনচন্দ্র বড়দলই বি এল্, উকীল, উজানবাজার, গৌহাটী, আসাম।

„ নরনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।

„ নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।

„ রায় নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বাহাদুর বি এল্, জজ, বালেশ্বর।

„ নরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বেহালা-সারস্বত-সমিতির সম্পাদক, হরিসভা লেন, বেহালা, ২৪ পরগণা।

৪৩০ „ নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, মানসিংহপুর, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ নরেন্দ্রনাথ আঢ্য, চুঁচুড়া সাহিত্য-আলোচনা-সমিতির সম্পাদক, চুঁচুড়া।

„ নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যক্ষ, ভাগলপুর।

„ রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর।

„ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, বগুড়া।

৪৩৫ মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় বি এ, গুপ্তিপাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, গুপ্তিপাড়া, হুগলী।

„ নলিনীকান্ত অধিকারী, বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

„ নলিনীকান্ত কর বি এল্, উকীল, বরিশাল।

„ নলিনীকান্ত সেন এল্, সি, ই, এম্ সি, এম, এস্, মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার, আকায়াব, বর্ম্মা।

৪৪০ „ নলিনীনাথ বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী।

„ পণ্ডিত নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী, এম্ এ, মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক, শ্রীহট্ট।

„ নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাকশাড়া, বেতর পোঃ, হাওড়া।

„ নারায়ণচন্দ্র দাস, সেরপুর, বগুড়া।

„ নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, ছোট তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী।

৪৪৫ „ নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার, সব আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, দেরাদুন।

„ নিখিলনাথ রায় বি এল্, (ক) এথোরা, ভায়া সীতারামপুর, বর্দ্ধমান।

„ নিখিলনাথ রায় বি এ, (খ) ডেপুটী কালেক্টর, ময়মনসিংহ।

„ নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাননতলা, হাওড়া।

„ নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্, উকীল, সবজীবাগ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

৪৫০ „ প্রিন্স নিত্যেন্দ্রনারায়ণ, কুচবিহার।

„ নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

„ নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম্ এ, বি এল্, উকীল, বরিশাল।

„ রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুপারভাইজর পি ডব্লিউ ডি, নিউ জেনারেল পোষ্ট আফিস, মাণ্ডালে, বর্ম্মা।

„ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দীনাহাটা স্কুল, দীনাহাটা, কুচবিহার।

৪৫৫ „ নিমাইকিশোর গোস্বামী, খড়দহ, ২৪ পরগণা।

„ নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

„ নির্ম্মলচন্দ্র দাস গুপ্ত, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

„ নির্ম্মলচন্দ্র রায় বি এ, বি টি, ছোট সিমলা।

„ নির্ম্মলচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, রেঙ্গুন।

৪৬০ „ নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর, ভায়া আহম্মদপুর, বীরভূম।

„ নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ, রাভেন্সা কলেজের লেক্‌চারার, চাঁদনী-চক, কটক।

„ রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর, বি এল্, গবর্ণমেণ্ট উকীল, পূর্ণিয়া।

„ নিশীথনাথ রায়, মেসার্স বি বড়ুয়া এণ্ড কোং, দিল্লী।

„ নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

৪৬৫ „ নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, খালিয়া, ফরিদপুর।

„ নীলকান্ত রায় জমিদার, খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত নীলমণি ভট্টাচার্য্য, কাদাই, বহরমপুর।
„ নীলরতন মুখোপাধ্যায় (ক) বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।
„ নীলরতন মুখোপাধ্যায় (খ) মোক্তার, আলিপুর-ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি।
৪৭০ „ নুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য, লালগোলা, মুরশিদাবাদ।
„ নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী, উকীল, বাগেরহাট, খুলনা।
„ নৃত্যলাল বর্ম্মণ, বড়রামপুর, ডলু পোঃ, উত্তর-কাছাড়।
„ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী।
„ নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মালুচী পোঃ, কাঞ্চনপুর, ঢাকা।
৪৭৫ „ নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসিষ্টাণ্ট কেসিয়ার, চীফ কোর্ট অব্ লোয়ার বর্ম্মা, রেঙ্গুন।
„ নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দৌলতপুর এচ্ ই স্কুলের শিক্ষক, মহেশ্বরপাশা, পোঃ দৌলতপুর, খুল্না।
„ নেপালচন্দ্র রায় বি এ, শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মবিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম।
„ নেপালচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মানসা, খুলনা।
„ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বর্দ্ধমান।
৪৮০ „ পঞ্চানন ঘোষাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, শান্তি-নিকেতন, পুরী।
„ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী।
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বড়বেলুন, বর্দ্ধমান।
„ পণ্ডিত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (ক) আলুগ্রাম, মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়, আলুগ্রাম, সিজগ্রাম, শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ।
„ কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, (খ) উত্তরপাড়া, হাওড়া।
৪৮৫ „ পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
„ পরমেশপ্রসন্ন রায় বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আসানসোল, বর্দ্ধমান।
„ পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, সবজজ, গয়া।
„ পরেশনাথ চৌধুরী, নায়েব, বেতগাড়ী, রঙ্গপুর।
৪৯০ „ মুন্সী পসর মহম্মদ মিঞা, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।
„ পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়, অফিস অব্ দি ডি জি অব্ আর্কিওলজি, সিমলা।
„ পান্নালাল বাকলীওয়াল দিগম্বরীয় জৈন, শ্রীভারতীয় জৈনসিদ্ধান্ত-প্রকাশিনী সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী, বেনারস সিটি।
„ পান্নালাল সিংহ, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
„ পার্ব্বতীকান্ত দাসগুপ্ত, পুলিস সব্ ইন্স্পেক্টর, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৪৯৫ „ পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, খুলনা।
„ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি এস্ আই, উত্তরপাড়া, হাওড়া।

শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষ এম্ এ, বি এল্, উকীল, অলিগঞ্জ, মেদিনীপুর।
,, পুণ্ডরীকাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমপাড়া, বারাসত, ২৪ পরগণা।
,, পুরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আবকারী সব্ ইন্স্পেক্টার, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
৫০০ ,, পুরুষোত্তম সিংহ বি এ, এলিংহাম কটেজ, সিমলা।
,, পুলিনবিহারী রায়, সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া আফিস, মুশৌরী।
,, পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্ এ, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম।
,, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তালুকদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ক) পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
৫০৫ ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, (খ) উকীল, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (গ) মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর।
,, পূর্ণচন্দ্র বসু, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
,, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, তরফ দুর্গাপুর রাজকাছারী, উলিপুর, রঙ্গপুর।
,, পূর্ণচন্দ্র মিত্র বি এল্, শৌলমারী, জলপাইগুড়ি।
৫১০ ,, পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, বড় তরফ, কুণ্ডী গোপালপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
,, ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র সরকার বি এ, এল্ এম্ এস্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
,, পূর্ণচন্দ্র সিংহ বি এ, নায়েব, মহারাজ বাহাদুরের কাছারী, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
,, পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।
,, রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, উকীল, বাঁকীপুর।
৫১৫ ,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
,, পূর্ণেন্দুশেখর বাগচী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়, বি ই, কেনাল আফিস, খুলনা।
,, প্রকাশচন্দ্র রায়, সেক্রেটারিয়েট, রাঁচী।
,, প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর, ন্যায়বাগীশ, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা।
৫২০ ,, প্রতাপচন্দ্র দেব গোস্বামী অধিকারী, নলবাড়ী সত্র, কামরূপ, আসাম।
,, কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে বাহাদুর, পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা।
,, প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্, ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা।
,, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, (ক) টাকী, ২৪ পরগণা।
,, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (খ) পি সি এস্, এ ডি এইচ্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাঁচী।
৫২৫ ,, প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী, কুচবিহার।
,, প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, মহেশপুর, যশোহর।
,, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, রাণাঘাট।
,, প্রবোধচন্দ্র দে, বি এ, আই সি এস্, ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর।
,, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাল্টনগঞ্জ।
৫৩০ ,, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, গয়া।
,, প্রভাতচন্দ্র ঘোষে, দেওয়ান সাহেব, মহিষাদল রাজ এষ্টেট, মেদিনীপুর।
,, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ক) লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ ব্রীজ, পাক্‌সী, পাবনা।

„ প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) মহানাদ, হুগলী।

৫৩৫ „ প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, বগুড়া।

„ প্রমথকুমার কুণ্ডু, প্রসন্নকুমার লাইব্রেরীর সম্পাদক, হাবাসপুর, ফরিদপুর।

„ প্রমথনাথ খান, শ্যামগঞ্জ, কুমাপুর, মেদিনীপুর।

„ প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টার অব্ স্কুল্‌স্, বর্দ্ধমান ডিবিশন, চুঁচুড়া।

৫৪০ „ প্রমথনাথ চৌধুরী, জমিদার ও কোলিয়ারী প্রোপ্রাইটার, ধানবাদ, মানভূম।

„ প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি, এফ্ জি এস্, রাঁচী।

„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, কুতবপুর, রঙ্গপুর।

„ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর, শিয়ারশোল রাজবাটী, বর্দ্ধমান।

„ প্রমথনাথ মুন্সি, জমিদার, শেরপুর, বগুড়া।

৫৪৫ „ পণ্ডিত প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন, নাটোর, রাজসাহী।

„ প্রমথনারায়ণ বিশ্বাস বি এ, এ এম্ আই ই, মাণ্ডালে, ব্রহ্মদেশ।

„ প্রমদাকিশোর রায় এম্ এ, বি এল্, সরকারী উকীল, জোড়হাট, আপার আসাম।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এল্ এল্ বি, এলাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্‌সী, জমিদার, কুচবিহার।

৫৫০ „ প্রসন্নকুমার ঘোষ, জমিদার, আটিলাগড়ি, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর।

„ প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট, কাঁথি, মেদিনীপুর।

„ প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

„ প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বি এ, ডেপুটী কালেক্টার ও ম্যানেজার, চাকলা রোসনাবাদ, ত্রিপুরা, কুমিল্লা।

„ প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্টার অব্ ভ্যাক্‌সিনেশন, ধুবড়ী, আসাম।

৫৫৫ „ প্রসন্নকুমার রায় বি এল্, এড্‌ভোকেট, মৌলমেন, বর্ম্মা।

„ প্রসন্নকুমার রাহা, বি এল্, উকীল, মালদহ।

„ প্রসন্নকুমার সেন, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

„ প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ বি এ, বি টি, স্কুল-সাবইন্‌স্পেক্টার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

„ প্রাণকৃষ্ণ রায়, আমলাপাড়া, পুরুলিয়া।

৫৬০ „ প্রাণনাথ লাহিড়ী, শিববাটী, বগুড়া।

„ পণ্ডিত প্রিয়কান্ত, বিদ্যারত্ন বি এ, কোর্ট সাব ইন্সপেক্টার, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

„ প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, লোকাল অডিটার, ছাপরা।

„ প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, গৌরীপুর, পোঃ ধুবড়ী, আসাম।

„ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসর-প্রাপ্ত সবজজ, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম পোঃ, যশোহর।

৫৬৫ „ প্রিয়নাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ গঙ্গাচরণ মিত্রের বাসা, বর্দ্ধমান।

„ প্রিয়নাথ দত্ত চৌধুরী, এড্‌ভোকেট, জুডিসিয়াল কমিশনার্স কোর্ট, নাগপুর।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পাকড়াশী, জমিদার, স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
„ প্রিয়নাথ রক্ষিত, ঘাটনগর, দিনাজপুর।
„ প্রিয়লাল ত্রিবেদী এম্ এ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, কাঁথি, মেদিনীপুর।
৫৭০ „ ফকিরচাঁদ রায়, সব রেজিষ্ট্রার, জগদ্বল্লভপুর, হাওড়া।
„ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী কলেক্টার, বাঁকীপুর।
„ ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল্, সাতক্ষীরা, খুলনা।
„ ফণীন্দ্রলাল সেন এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, রঘুনাথপুর, মানভূম।
„ বঙ্কবিহারী সাহা, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫৭৫ „ বঙ্কবিহারী সিংহ এম্ এ, বি এল্, একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, কটক।
„ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„ বঙ্কিমচন্দ্র রায়, ইন্স্পেক্টার, নাটোর বড় তরফ, আজিমগঞ্জ, বড়নগর, মুরশিদাবাদ।
„ বঙ্কিমচন্দ্র সাহা চৌধুরী, বাঙ্গালা-বাজার, ঢাকা।
„ বদরীনাথ বর্ম্মা কাব্যতীর্থ, এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর।
৫৮০ „ বনবিহারী পালিত, উকীল, কটক, উড়িষ্যা।
„ বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ, বিদ্যারত্ন, এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
„ বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, দিনাজপুর।
„ ডাক্তার রায় বরদাকান্ত রায় বাহাদুর, এল্ এম্ এস্, সিভিল সার্জ্জন, আড়া।
„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন, বি এল্, দিনাজপুর।
৫৮৫ „ বরদাকান্ত রায় চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রাজবাটী, রঙ্গপুর।
„ বরদাকুমার নন্দী, জজ আদালতের উকীল, চট্টগ্রাম।
„ বরদাপ্রসাদ বসু বি এল্, জজ কোর্টের উকীল, পাবনা।
„ কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ বলাইচাঁদ ঘোষ, ছোট সিমলা, পাঞ্জাব।
৫৯০ „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (ক) পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস্, মজঃফরপুর।
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্, গেলিয়া, বাঁকড়া।
„ ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরী, হিমাইৎপুর, পাবনা।
„ বসন্তকুমার দাস বি এল্, উকীল, শ্রীহট্ট।
„ ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক এল্ এম্ এস্, রঙ্গপুর।
৫৯৫ „ বসন্তকুমার মিত্র, যশড়া, চাকদহ পোঃ, নদীয়া।
„ বসন্তকুমার রায় এম্ এ (ক), চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম।
„ বসন্তকুমার রায় (খ) রাজপুত-তেঘরি, তেঘরি, মুরশিদাবাদ।
„ বসন্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, হাজরী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ বসন্তবিহারী চন্দ্র এম্ এ, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
৬০০ „ মেজর বামনদাস বসু আই এম্ এস্, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত বামনদাস ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধিগ্রাম, ওকোড়সা, বৰ্দ্ধমান।
„ বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ধুবড়ী।
„ বামাচরণ বসু, কুঞ্জঘাটা, খাগড়া, বহরমপুর।
„ বামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী।
৬০৫ „ বামাপদ দত্ত বি এল্, উকীল, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
„ বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁথি, মেদিনীপুর।
„ বাসন্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর।
„ বিজয়কেশব মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, কেন্দ্রাপাড়া, উড়িষ্যা।
„ বিজয়কেশব শেঠ, ঝোড়হাট, আন্দুল-মৌরী, হাওড়া।
৬১০ „ বিজয়গোবিন্দ মজুমদার বি এল্, উকীল, পাবনা।
„ বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের এষ্টেট ইন্সপেক্টার, সাকরাইল, ময়মনসিংহ।
„ বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্, এম্ আর্ এ এস্, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি।
„ বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, স্কুল সাব্ ইন্স্পেক্টার, কালনা সার্কেল, কালনা, বৰ্দ্ধমান।
„ বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি, সহিলপুর, পোঃ বাঙ্গলা, ময়মনসিংহ।
৬১৫ „ বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর।
„ রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর, আজিমগঞ্জ মুরশিদাবাদ।
„ বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, ময়মনসিংহ।
„ বিধুভূষণ গোস্বামী এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
„ বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, চুঁচুড়া, হুগলী।
৬২০ „ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, পুরী।
„ বিধুভূষণ বসু বি এ, সন্তোষ-এষ্টেটের ম্যানেজার, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ বিনয়কুমার সেন এম্ এ, গবর্ণমেণ্ট-কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম।
„ বিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৬২৫ „ বিনোদকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল।
„ বিনোদবিহারী অধিকারী, পাবনা।
„ বিনোদবিহারী ভাদুড়ী, কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ্স্ আফিস, সিমলা।
„ রায় বিনোদবিহারী মজুমদার বাহাদুর, বি এল্, পাব্লিক প্রসিকিউটার, মোরাদপুর, বাকীপুর।
„ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, দিনাজপুর।
৬৩০ „ বিনোদবিহারী রায়, মালোপাড়া পোঃ, রাজসাহী।
„ বিনোদবিহারী সরকার এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বৰ্দ্ধমান।
„ বিনোদবিহারী সান্যাল, ওভারসিয়ার, নড়াইল, যশোহর।
„ বিপিনকৃষ্ণ দত্ত, মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু, এম্ এ, বি এল্, সি আই ই, রায় বাহাদুর, গভর্ণমেন্ট এড্ভোকেট, নাগপুর।
৬৩৫ „ বিপিনচন্দ্র গুহ, উকীল, জজকোর্ট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
„ বিপিনচন্দ্র দাস, মণিবাড়ী কাছারীর ম্যানেজার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ ডাক্তার বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্, জলপাইগুড়ি।
„ রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাদুর এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, হুগলী।
„ বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্, উকীল, মালদহ।
৬৪০ „ বিপিনবিহারী গোস্বামী, ভাবনী, ছাতনী পোঃ, রাজসাহী।
„ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ, বাজে-শিবপুর, শিবপুর, হাওড়া।
„ বিপিনবিহারী চন্দ্র, উলুকুণ্ডা, পোঃ গনুটীয়া, বীরভূম।
„ বিপিনবিহারী নন্দী বি এল্, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
„ বিপিনবিহারী ভট্টচার্য্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা।
৬৪৫ „ রায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, ৩১ জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ।
„ বিপিনবিহারী রায়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„ বিভূতিনাথ মিত্র, এজেন্ট, টার্ণার মরিশন কোং, ঝালকাটি, বরিশাল।
„ ডাক্তার বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, নাটোর, রাজসাহী।
„ বিভূতিভূষণ ভট্ট বি এল্, উকীল, বহরমপুর।
৬৫০ „ বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরীর বাটী, হুগলী।
„ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, বসীরহাট, ২৪ পরগণা।
„ বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি এ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ ডাক্তার বিমানবিহারী বসু, এম্ বি, রাঁচী।
„ বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
৬৫৫ „ বিষাণস্বরূপ বি এ, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বাঁকীপুর।
„ বিষ্ণুচরণ সেন, জমিদার, বহরমপুর।
„ বিশ্বনাথ মাইতি, উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর।
„ বিশ্বনাথ সিংহ বি এল্, উকীল, চাঁদনি-চক্, কটক।
„ বিশ্বেশ্বর দাস, শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শান্তিপুর, নদীয়া।
৬৬০ „ বিশ্বেশ্বর দে, জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মালদহ।
„ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর।
„ বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী, উকীল, নওগাঁও, রাজসাহী।
„ বিশ্বেশ্বর সান্যাল, পুটিয়ারাজের বাগানবাটী, কাশী।
„ বিষ্ণুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
৬৬৫ „ বিহারিলাল গুপ্ত সি, এস্, মহারাজার মন্ত্রী, বরোদা, বোম্বাই।
„ বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ভূতপূর্ব্ব সাবজজ, বৈদ্যবাটী, হুগলী।

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়, ৩৬ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরীর ঘাট রোড,
শিবপুর, হাওড়া।
" বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর।
" বীরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৬৭০ " বীরেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস্ সি, অধ্যাপক প্রিন্স ওয়েল্‌স্ কলেজ, জম্মু।
" বীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, আসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার,
ফরিদপুর
" বীরেন্দ্রনাথ রায়, চিথ্‌লিয়া, মীরপুর, নদীয়া।
" বীরেশচন্দ্র দাস বি এল্, শ্রীবাস দত্তের গলি, পঞ্চাননতলা, হাওড়া।
" বীরেশ্বর সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস্,
গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৬৭৫ " বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, জমিদার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
" বেণীমাধব ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
" বেণীমাধব চাকী বি এল্, সরকারী উকীল, বগুড়া।
" বেণীমাধব দাস, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" বেণীমাধব সরকার এম্ এ, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, ৯৪ সিভিল লাইন্স আগ্রা।
৬৮০ " বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
" বৈকুণ্ঠনাথ দাস, গুজিয়াম, পোঃ কাশীগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া পোঃ, বহরমপুর।
" বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" বৈদ্যনাথ চৌধুরী, মোক্তার, ইংরেজ-বাজার, মালদহ।
৬৮৫ " বৈদ্যনাথ তরফদার, জমিদার, কাজিপুর, পাবনা।
" বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, দুমকা, সাঁওতাল পরগণা।
" ডাক্তার ব্রজনাথ সান্যাল, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
" কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়, কাব্যকণ্ঠবিশারদ, পার্ব্বতী রায়ের গলি, চুঁচুড়া।
" ব্রজভূষণ গুপ্ত বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর।
৬৯০ " ব্রজলাল সরকার, মোক্তার, পাবনা।
" ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী, এম্ আর্ এ এস্, মোক্তার, পানশীপাড়া, ঘোড়ামারা,
রাজসাহী।
" ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি এল্, খাগড়া, বহরমপুর।
" ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, ম্যানেজার, কাঞ্চনকাছারী, পক্ষীতলা, দিনাজপুর।
৬৯৫ " ব্রজেন্দ্রনাথ বক্সী এম্ এ, বি এল্, পেমতিয়া, পাংশা পোঃ, ফরিদপুর।
" ব্রজেন্দ্রসুন্দর ঠাকুর, উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল।
" ব্রহ্মনাথ পাল চৌধুরী, রাণাঘাট, নদীয়া।
" মোহান্ত ভগবান্‌দাস, বড় আখড়া, জাফরাগঞ্জ, নশীপুর, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্র দাস, মোক্তার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
১০০ „ ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ল্যাণ্ড একুইজিশান অফিসার, সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।
„ ভবতোষ মজুমদার, অফিস অব্ দি ডাইরেক্টার জেনারেল অব্ আর্কিওলজি, সিমলা।
„ ভবানীচরণ সেন, কালেক্টারের নাজির, কালীতলা, দিনাজপুর।
„ ভবানীনাথ রায়, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, জমিদার, রঙ্গপুর।
১০৫ „ ভবেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া, গৌরীপুর, আসাম।
„ ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।
„ ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, হুগলী, (৫২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।
„ ভারতচন্দ্র চৌধুরী বি এ, করিমগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
„ ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জমিদার, সুখড়িয়া, সোমরা পোঃ, হুগলী।
১১০ „ রায় সাহেব ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কলেক্টর, বাঁকীপুর।
„ ভুবনমোহন পাঠক বি এ, কেরাসিন অয়েল্ ডিপো, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
„ রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুর, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
„ ভুবনমোহন সেন এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
„ ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
১১৫ „ ভূধর দাস বি এল্, ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট, কুমিল্লা।
„ ভূপতিচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ, লক্ষ্মীকান্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলমা, ঢাকা।
„ ভূপতি মুখোপাধ্যায়, কোলিয়ারী ম্যানেজার, জীওলগড়া, জামাদাবা পোঃ আঃ, মানভূম।
„ ভূপতিনাথ দাস এম্ এ, বি এস্ সি, এফ্ সি এস্, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, উয়ারি, ঢাকা।
„ ভূপালকুমার দত্ত এম্ এ, আসকের গলি, ঢাকা।
১২০ „ ভূপেন্দ্রনাথ বাগছী, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ হোষ্টেল, এলাহাবাদ।
„ ভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„ ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম্ এ, লোকাল অডিটার, বহরমপুর।
„ ভূষণচন্দ্র দাস এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
„ ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, বনগ্রাম, যশোহর।
১২৫ „ ভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ ভৈরবচন্দ্র দত্ত বি এল্, নন্দীর বাগান, সালিখা, হাওড়া।
„ ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্ট্রাক্টর ও প্রেসিডেন্ট পঞ্চাইত, কান্দাইপুর, পুরন্দরপুর, বীরভূম।
„ রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, কেরৌলি ষ্টেট কাউন্সিলের সভ্য, কেরৌলি, রাজপুতানা।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি সি ই, এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বনগ্রাম, যশোহর।
১৩০ ,, মণিমোহন সেন, জমিদার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
,, মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
,, মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর।
,, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, জমিদার, কাসাড়িয়া, খেদগিরি, মেদিনীপুর।
,, মণীন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, মডেলার, অফিস অব দি ডাইরেক্টর জেনারেল অব্ আর্কিওলজি অব্ ইণ্ডিয়া, সিমলা ইষ্ট, সিমলা।
১৩৫ ,, মণীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, জেঙ্কিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কুচবিহার।
,, মণীন্দ্রভূষণ দত্ত এম্ এ, বি এল্. ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালি।
,, মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম্ এ, বি এল্, উকীল, কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর।
,, মতিলাল গুহ, একাউণ্ট্যাণ্ট, পি ডব্লু ডি, ভামো, বর্ম্মা।
,, ডাক্তার মতিলাল বসু এল্ সি, পি এস্, রৈভদ্রদী, উজিরপুর, বরিশাল।
১৪০ ,, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
,, মথুরানাথ সিংহ বি এল্, উকীল, মোরাদপুর।
,, মধুসূদন চৌধুরী, মৃজাপুর, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
,, মধুসূদন দাস বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাখরগঞ্জ।
,, মধুসূদন সিংহ বি এ, কান্দি রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
১৪৫ ,, মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর, "দেবমন্দিরম্", মাণিক্যহার, শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ।
,, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরীর সম্পাদক, রায়গ্রাম, যশোহর।
,, রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্‌সী, জমিদার, কুচবিহার।
,, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
,, মনোমোহন সিংহ রায়, জমিদার, মাখালপুর, চুঁচুড়া।
১৫০ ,, মনোরঞ্জন ঘোষ এম্ এ, অফিস অব্ দি ডাইরেক্টার জেনারেল অব আর্কিওলজি অব্ ইণ্ডিয়া, সিমলা ইষ্ট, সিমলা।
,, মনোরঞ্জন সরকার, পাটিকাপাড়া, হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর।
,, মনোরঞ্জন সিংহ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, গয়া।
,, মনোহরচন্দ্র সরকার, কুশাকাশ, হুগলী।
,, মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ, সাবৌর কলেজের অধ্যাপক, সাবৌর, ভাগলপুর।
১৫৫ ,, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
,, মন্মথনাথ দত্ত, পাটিকাবাড়ী, মুরশিদাবাদ।
,, মন্মথনাথ দে, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,, মন্মথনাথ বিশ্বাস, ভোলাডাঙ্গা, নদীয়া।
,, মন্মথনাথ ভাদুড়ী, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, টৌঙ্গু, লোয়ার বর্ম্মা।
১৬০ ,, মন্মথনাথ মজুমদার, শিপ্রাইল, হরিপুর, পাবনা।
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, (ক) ট্রেজারার, পুরী।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, (খ) ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ৭নং ওয়ারী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।

" মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, ১০০ দশাশ্বমেধ, বেনারস।

" মন্মথনাথ সেন বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ইয়া-হিয়াগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ।

১৬৫ " ডাক্তার মন্মথেশচন্দ্র সান্যাল এল্ এম্ এস্, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, নৈনপুর, বি এন্ রেলওয়ে।

" মলিনচন্দ্র মণ্ডল বি এ, ঠাকুর গাঁ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর।

" মৌলবি মহম্মদ এরসাদ আলী খাঁ চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী।

" মৌলবি মহম্মদ আমিরউদ্দিন খান্, ফরিদাবাদ, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।

" মহিমচন্দ্র ঘোষ বি এ, আই সি এস্, এডিশনাল ও সেসন্ জজ, ময়মনসিংহ।

১৭০ " মহিমচন্দ্র হালদার, গ্রাম বৈদ্যপুর, ঘাটেশ্বর, ২৪ পরগণা।

" মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুর, বীরভূম।

" মুহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী বি এল্, উকীল, রাজসাহী।

" কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, বৈদ্যশাস্ত্রী, পালপাড়া, চন্দননগর।

" মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্লক সিগনাল ইন্সপেক্টার, সৈদপুর, রঙ্গপুর।

১৭৫ " পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, কাব্যতীর্থ-কবিরত্ন, তাজপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, খলিসাডাঙ্গা, ভায়া কাঁথি, মেদিনীপুর।

" মহেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

" মহেন্দ্রনাথ মহান্তি, "গোপেন্দ্র-নিকেতন," পটাশপুর, মেদিনীপুর।

" মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ছাপরা।

" মহেন্দ্রনাথ সরকার, হোটেল সিবিল, মুশৌরী।

১৮০ " মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, মুরশিদাবাদ।

" মহেন্দ্রনারায়ণ সরকার, বামুনিয়া; গোমনাতি পোঃ, রঙ্গপুর।

" মহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শানপাড়া, শিবপুর, হাওড়া।

" মহেন্দ্রলাল রায় বি এল্, উকীল, ঢাকা।

" মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ, ময়মনসিংহ।

১৮৫ " পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

" মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মানকর, বর্দ্ধমান।

" মহেশ্বর দাস, সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, খাপা ডিস্পেন্সারী, নাগপুর।

" মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর বাটী, শ্রীরামপুর।

" মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, কোর্ট সব-ইন্স্পেক্টার, ফরিদপুর।

১৯০ " মাখনলাল মজুমদার, নায়েব, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি।

" মাধবচন্দ্র সিকদার বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।

" মিহিরনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর।

" মুকুন্দচন্দ্র দাস, পুঁটিমারী, দীনহাটা, কুচবিহার।

শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার, বাঁকীপুর।
৭৯৫ " মুকুন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর।
" মুকুন্দলাল রায়, রঙ্গপুর-বাজার, রঙ্গপুর।
" মুনীন্দ্রনাথ দেব বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়ার্ক ডিভিশন, বাঁকীপুর।
" মুনীন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, বি এল্, উকীল, বিলাসপুর, সি, পি।
" মুলুকচাঁদ চৌধুরী, দামিহা, বাদলা পোঃ, ময়মনসিংহ।
৮০০ " মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত, সালিখা, হাওড়া।
" রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর এম্ আর্ এ এস্, সন্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" মোক্ষদারঞ্জন রায়, জমিদার, গুজরা, নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম।
" মোহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" মোহিনীনাথ বিশী, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
৮০৫ " ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস্, ফোর্ট হাঁসপাতাল, চম্পানগর, ভাগলপুর।
" মোহিনীমোহন ধর এম্ এ, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের দেওয়ান, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ।
" মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, (ক) শিববাটী, বগুড়া।
" মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, (খ) কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর।
" যজ্ঞেশ্বর গিরি, মোক্তার, নূতন বাজার, বালেশ্বর।
৮১০ " যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ।
" যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
" যজ্ঞেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীহট্ট, আসাম।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রিসার্চ হাউস্', কাশিমবাজার, মুরশিদাবাদ।
" যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্, এফ্ আর্ এচ্ এস্; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর ডুয়াস।
৮১৫ " যতীন্দ্রকুমার রায় বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
" যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, ফতেপুর, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (ক) বি এ, এম্ এস্ এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ এগ্রিকালচার, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (খ) আই বি ভি সি, ভেটারনারী সার্জ্জন, বালেশ্বর।
" যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, দেবগ্রাম, নদীয়া।
৮২০ " যতীন্দ্রনাথ বসু, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, পি, ডব্লিউ সেক্রেটারিয়েট, সিমলা।
" যতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, এফ্ সি এস্, কৃষিবিদ্যালয়, সাবৌর, ভাগলপুর।
" যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, "সাধনাকুটীর", গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
" যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বর্দ্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, (ক) এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লিউ ডি, চন্দা, সি, পি।
৮২৫ „ যতীন্দ্রমোহন রায়, (খ) ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।
„ যতীন্দ্রমোহন রায় বি এ, (গ) বোয়ালিয়া, হরিনারায়ণপুর, বগুড়া।
„ যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।
„ যতীন্দ্রমোহন সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
৮৩০ „ যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, কুন্দী, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
„ যতীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ছাপরা।
„ যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়া, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা।
„ যদুনাথ ঘোষ বি এ, সৈদপুর এচ্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
„ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, যশোহর।
৮৩৫ „ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
„ যদুনাথ রায় বি এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ যদুনাথ সরকার এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর।
„ যদুনাথ সাহা, ডাঙ্গাপাড়া, ভায়া নাটোর, রাজসাহী।
„ যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
৮৪০ „ যাত্রামোহন চৌধুরী, ইংলিস ক্লার্ক, সুপাঃ আফিস, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
„ যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
„ যামিনীনাথ রায় চৌধুরী, আলোয়া, কাগমারী, টাঙ্গাইল।
„ যুগলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভুম।
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
৮৪৫ „ যোগীন্দ্রনাথ মৈত্র, পাবনা।
„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ্ আর ই এস্; এফ্ আর হিষ্ট এস্, এম্ আর এ এস্, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর।
„ যোগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, কবিচিন্তামণি, আয়ুর্ব্বেদ-শান্তি-কুটীর, সিরাজগঞ্জ।
„ যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, তাঁতিবাজার, ঢাকা।
„ রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
৮৫০ „ যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এল্, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, কুমিল্লা।
„ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এল্ এল্ বি, সরকারী উকীল, সিক্রোল্, বেনারস ক্যাণ্ট।
„ যোগেন্দ্রনাথ দে, একাউন্টাণ্ট জেনারেলের অফিস, রেঙ্গুন।
„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
৮৫৫ „ যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর বড় তরফ, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর।
„ যোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, সাবডিবিশনাল আফিসার, কালনা, বর্দ্ধমান।
„ যোগেশচন্দ্র কাস্তগির বি এল্, এড্ভোকেট, ৩ সরফরাজ রোড, রেঙ্গুন।
„ যোগেশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
৮৬০ „ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সাব-রেজিষ্ট্রার, কোটোয়া, বর্দ্ধমান।
„ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধলা, ময়মনসিংহ।
„ যোগেশচন্দ্র দত্ত বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
„ যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, (ক) ২৬ নাভা হাউস্, সিমলা পাহাড়, পঞ্জাব।
„ যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত (খ) বি এ, ৭৭ লায়াল ষ্ট্রীট, ঢাকা।
৮৬৫ „ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, মনহালি, দিনাজপুর।
„ যোগেশচন্দ্র বসু, সেট্লমেন্ট্ কাননগো, কাঁথি, মেদিনীপুর।
„ যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
„ যোগেশচন্দ্র ভাদুড়ী, পোড়জলা, পাবনা।
„ যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, পশুপতিগঞ্জ কাছারী, পশুপতিগঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ, গয়া।
৮৭০ „ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল্, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
„ ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (ক) এম্ এ, এফ্ আর্ এ এস্, এফ্ আর্ এম্ এস্, রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক।
„ যোগেশচন্দ্র রায় (খ) শিক্ষক, বসাইল, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
„ যোগেশচন্দ্র সেন, ম্যানেজার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৮৭৫ „ যোগেশচরণ সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর।
„ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ রজনীকান্ত ত্রিবেদী, জমিদার, বহড়া, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তপুষ্করিণী, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
* „ রজনীকান্ত বসু এম্ এ, রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক।
৮৮০ „ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য (ক) উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, (খ) পেস্কার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ রজনীকান্ত ভৌমিক এম্ এ, বি এল্, (ক) নায়েব, আহেলকার, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।
„ রজনীকান্ত ভৌমিক (খ) তালুকদার, কালীতারা, নোয়াখালী।
„ রজনীকান্ত মৈত্রেয়, পুলিস আফিস, দিনাজপুর।
৮৮৫ „ রজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম্ এ, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, শিবসাগর, আসাম।
„ রজনীকান্ত সরকার, মালঞ্চী, রামবাড়ী, রাজসাহী।
„ রজনীমোহন বসাক, মোক্তার, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
„ রজনীরঞ্জন দেব বি এ, শিক্ষক, শ্রীহট্ট।
„ রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টার, ময়মনসিংহ।

৮৯০ শ্রীযুক্ত রণজিচ্চন্দ্র লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবনা।
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, নশীপুর, মুরশিদাবাদ।
শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
" রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্‌সি, সিলাইদহ, নদীয়া।
" রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, ধুবড়ী, আসাম।
৮৯৫ " রমণীকান্ত মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, আলিপুর ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি।
" রাজা রমণীকান্ত রায় বি এ, (ক) চৌগাঁ, রাজসাহী।
" রমণীকান্ত রায় (খ) মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
" রমণীমোহন দাস এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজবাড়ী, ফরিদপুর।
" রমণীরঞ্জন দত্ত বি এ, আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর।
৯০০ " রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঘোড়ামারা।
" রমাপ্রসাদ রায় বি এ, একষ্ট্রা আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, মুশৌরী।
" রমেশচন্দ্র দত্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।
" রমেশচন্দ্র নিয়োগী এম্ এ, বি এল্, কালীতলা, দিনাজপুর।
" রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্ট বৈদিক-সমিতির সম্পাদক, মোগলাবাজার, শ্রীহট্ট।
৯০৫ " রমেশচন্দ্র নাগ, আটপাশা, ঢাকী পোঃ, ময়মনসিংহ।
" রমেশচন্দ্র রায়, (ক) ধাপ, রঙ্গপুর।
" রমেশচন্দ্র রায় এম্ এস্ সি, (খ) পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
" রসিকচন্দ্র বসু, নগরপাড়া, মৈষামুড়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
" রাইকিশোর প্রামাণিক, মোক্তার, মালদহ।
৯১০ " রাইচরণ মজুমদার, পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টার, লালমণির হাট, রঙ্গপুর।
" রাখালচন্দ্র চৌধুরী, পোঃ ধরাইল, রাজসাহী।
" রাখালরাজ রায় বি এ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
" রাখালানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড টোলবাড়ী, শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।
" রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (ক) ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, সিমলা।
৯১৫ " রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) বি এল্, উকীল, যশোহর, নড়াইল।
" রাজকুমার সেন এম্ এ, গারুড়গাঁ, হাসাইল পোঃ, ঢাকা।
" রাজগোপাল আচার্য্য গোস্বামী, বেরো, বেলতোড়া, মানভূম।
" রাজচন্দ্র দত্ত জমিদার, বাণ্ডেল রোড, চট্টগ্রাম।
" রাজচন্দ্র বর্ম্মা সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৯২০ " রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়দিয়া, নদীয়া।
" কবিরাজ রাজমোহন রায় কবীন্দ্র, আয়ুর্ব্বেদাশ্রম, পোঃ মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
" রাজবিহারী দাস, বাসুদেবপুর, জয়দেবপুর, ঢাকা।
" রাজেন্দ্রকুমার উকীল, বি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ।
" রাজেন্দ্রনাথ বসু বি এ, বর্দ্ধমান-রাজের সব্ ম্যানেজার, কুজং, তির্ত্তল, কটক।

৯২৫ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী, জমিদার, বড়শুল, বর্দ্ধমান।
„ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ, জয়পুর-গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটের ম্যানেজার, বগুড়া।
„ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
„ রায় রাধাগোবিন্দ চৌধুরী বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেণ্ট উকীল, রাঁচী।
„ রাধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, কুমিল্লা।
৯৩০ „ রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী।
„ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ।
„ ডাঃ রাধাবিনোদ রায়, এল্ এম্ এস্, গোরক্ষপুর, ইউ, পি।
„ রাধিকানাথ সাহা, সেরপুর, বগুড়া।
৯৩৫ „ রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ, পোড়াবাড়ী ষ্টিমারঘাট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
„ রাধিকাপ্রসাদ বড়ুয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট, সোনারি, শিবসাগর।
„ রাধিকামোহন মুন্সী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
„ রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেণ্ট উকীল, বহরমপুর, বেঙ্গল।
„ রামকমল রায় বি এল্, উকীল, ৫২ রাজবল্লভ সাহার লেন, হাওড়া।
৯৪০ „ রামকমল সিংহ, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ ডাঃ রামকালী গুপ্ত এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাঁকীপুর।
„ রামকিঙ্কর রায়, জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
„ রামগোপাল ঘোষ, মগরাহাট, ২৪ পরগণা।
„ রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, ভায়া কান্দি, মুরশিদাবাদ।
৯৪৫ „ রায় বাহাদুর রামচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, স্মলকজ কোর্ট, এলাহাবাদ।
„ রামচন্দ্র ভাদুড়ী বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„ রায় রামচন্দ্র মৈত্রী সমাজপতি, ভোগপুর, ভায়া কোলা, মেদিনীপুর।
„ রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর বাহাদুর, মনোহরপুর রাজবাটী,
দাঁতন, মেদিনীপুর।
„ রামচন্দ্র শর্ম্মা বৈদ্যশাস্ত্রী বৈদ্যভূষণ, গোকুল, মথুরা।
৯৫০ „ রামচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
„ রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ রামদুলাল মিশ্র, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লাইব্রেরী, ঢাকাদক্ষিণ পোঃ, শ্রীহট্ট।
„ রামদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকীপুর।
„ রায় সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়, একষ্ট্রা ডেপুটী কন্জারভেটার
অব্ ফরেষ্ট, শিলং, আসাম।
৯৫৫ „ রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি এ, জানমামুদ ঘাট রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগণা।
„ রামপ্রসাদ ঘোষাল বি এ, রায় বাহাদুর, এচ্ পি ঘোষাল এক্জিকিউটিব্
ইঞ্জিনিয়ারের বাসা, আড়া
„ রামপ্রাণ গুপ্ত, কেদারপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত রামযাদু ভট্টাচার্য্য বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বোর্ড অব্ রেভিনিউ, বিহার ও উড়িষ্যা, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

„ রামরতন সরকার, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী।

৯৬০ „ রামরেণু চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বক্‌সার, সাহাবাদ।

„ রামলাল সিংহ্ বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

„ রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।

„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ আর এ এস্, এফ্ আই এ এস্ সি, শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও অক্ষয়চন্দ্র দত্ত স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক, বালী, হাওড়া।

„ রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ।

৯৬৫ „ রেবতীরমণ দত্ত এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজসাহী।

„ রোহীন্দ্রনাথ শর্ম্মা বি এ, মণিপুর ষ্টেট, ইম্ফাল, আসাম।

„ লক্ষ্মণচন্দ্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলনা।

„ রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ, হুগলী।

„ লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত, ৩৬ কালভৈরব রোড, বেনারস-সিটি।

৯৭০ „ ললিতকিশোর মিত্র বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া।

„ ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টার, পোঃ কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।

„ ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সব-রেজিষ্ট্রার, মেহেরপুর, নদীয়া।

„ ললিতচন্দ্র বসু এম্ এ, আই ই ই, ইলেকট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

„ ললিতবিহারী সেন রায়, কাশী-নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ১০ সদানন্দবাজার, কাশী।

৯৭৫ „ ললিতচন্দ্র রায় চৌধুরী কবিরত্ন, পোঃ বোদরা, ২৪ পরগণা।

„ ললিতমোহন কর, কাব্যতীর্থ, এম্ এ, 'সারস্বতাশ্রম', চন্দননগর।

„ ডাঃ ললিতমোহন ঘোষ, ফরিদাবাদ ডিস্পেন্সারী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, কোয়াটার নং ৭০ বি, টিমারপুর, দিল্লী।

„ ললিতমোহন পাল, মনোহরপল্লী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

৯৮০ „ ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), মহিষাদল, মেদিনীপুর।

„ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্, (খ) সৈদাবাদ, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।

„ কবিরাজ ললিতমোহন বাগ্‌চী কাব্যতীর্থ, কবিরঞ্জন, খয়রামারি, সাদিখাঁর দেয়াড়, মুরশিদাবাদ।

„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ ও বারাণসী-শাখা-পরিষদের সম্পাদক, ১৫২ কাজিপুরা, বেনারস সিটি।

„ ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, তালন্দ, রাজসাহী।

৯৮৫ „ লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, রাইপুর, বেলিয়াকান্দি, ফরিদপুর।

„ লোকনাথ দত্ত, ডিমলা এষ্টেটের ম্যানেজার, রঙ্গপুর।

„ শচীন্দ্রনাথ রায়, কাঞ্চনতলা, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ, শক্তি লাইব্রেরীর সম্পাদক, রায়গ্রাম, যশোহর।
,, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব্ রেজিষ্ট্রার, পাবনা।
৯৯০ ,, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, আলমচাঁদ-বাজার, কটক।
,, রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্, সরকারী উকীল, রঙ্গপুর।
,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, সবিতা প্রেস, পুটিয়া পোঃ, রাজসাহী।
,, শরৎকুমার দত্ত এম্ এ, শিবপুর, সি ই কলেজের অধ্যাপক, শিবপুর, হাওড়া।
,, শরচ্চন্দ্র দাস, মুকুন্দপুর, মালদহ।
৯৯৫ ,, শরচ্চন্দ্র পুরকায়েত সাহিত্যরত্ন, পারুলিয়া, ডায়মণ্ড-হারবার, ২৪ পরগণা।
,, শরচ্চন্দ্র বসু, পোষ্ট আফিস, রঙ্গপুর।
,, রায় সাহেব শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এ, বুড়া শিবতলা, ব্রিটিশ চন্দননগর, চুঁচুড়া।
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর বাজার, রঙ্গপুর।
,, শরচ্চন্দ্র সিংহ রায়, জমিদার, পীরগঞ্জ, রায়পুর, রঙ্গপুর।
১০০০ ,, শরৎশশী দত্ত, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার, ১২ আসক জমাদার লেন, ঢাকা।
,, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুর, (ক) জেমো রাজবাটী, জেমো, পোঃ কান্দি, মুরশিদাবাদ।
,, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ, (খ) দিনাজপুর।
,, শরৎকান্ত রায়, বিশিয়া দেওয়ানবাটী, পোঃ খাজুরা, রাজসাহী।
,, ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী বি এ, এম্ বি, রামনগর, বেনারস।
১০০৫ ,, শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, সব্জীবাগ, বাঁকীপুর।
,, শশধর বিদ্যাভূষণ, দ্বিতীয় শিক্ষক, লোহাগড়া, জয়পুর পোঃ, যশোহর।
,, শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্, উকীল, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।
মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর, ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত শশিকিশোর চঙ্গদার বি এল্, উকীল, নাওগাঁ, রাজসাহী।
১০১০ ,, শশিভূষণ ঘোষ, আদমপুর, ভাগলপুর।
,, শশিভূষণ ঠাকুর, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
,, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পল্লীবাসি"-সম্পাদক, কালনা, বর্দ্ধমান।
,, শশিভূষণ বসু এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।
,, শশিভূষণ সিংহ, নায়েব, তারাপুর, মল্লারপুর, বীরভূম।
১০১৫ ,, শান্তনচরণ বিশ্বাস, হড়া, পোঃ ব্রাহ্মণগাঁ, হুগলী।
,, শিবকালী মজুমদার, ইউ এস্ ক্লব্, সিমলা।
,, শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া, হুগলী।
,, শিবনাথ গুপ্ত বি এ, কায়স্থ জুবিলী একাডেমীর শিক্ষক, আড়া, সাহাবাদ।
,, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৮ রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের লেন, উত্তরপাড়া, হাওড়া।
১০২০ ,, শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, কষ্টম ইনস্পেক্টার, বারাণ, কোটা এষ্টেট, রাজপুতানা।
,, ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায় এম্ বি, এম্ আর সি এস্, ৪ লায়াল রোড, এলাহাবাদ।
,, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বি এ, তাহিরপুর, রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার পাল এল এম এস্, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট,
লুইস্ জুবিলী সানিটেরিয়াম, দার্জ্জিলিং।
" শীতলচন্দ্র রায়, জমিদার, সামটা, যশোহর।
১০২৫ " শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, শ্যামবাজার, বর্দ্ধমান।
" কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, রামগোপালপুর পোঃ, ময়মনসিংহ।
" শ্যামকিশোর মুন্সী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
" শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।
" শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
১০৩০ " শ্যামাচরণ সেন, হেড ক্লার্ক, আফিস অব দি গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে একাউণ্ট,
চট্টগ্রাম।
" শ্যামাধন চট্টোপাধ্যায়, সাতঘর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
" শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বি এ, মাতলী, নাগাবাড়ী, টাঙ্গাইল।
" শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী, গৌরীপুর এষ্টেট, গৌরীপুর, আসাম।
" শ্রীনাথ আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
১০৩৫ " শ্রীনাথ রায়, চীফ্ ম্যানেজার, রাজা বাহাদুরের এষ্টেট, ময়মনসিংহ।
" শ্রীনাথ সিংহ, মধ্য-শ্রীরামপুর, জোয়ানিয়া-ভালুকা পোঃ, নদীয়া।
" শ্রীনাথ সেন, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কামারখানা, পোঃ স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা।
" শ্রীপতিনাথ শর্ম্মা মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, বড়বাজার, বর্দ্ধমান।
" শ্রীবনবিহারী সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর।
১০৪০ " শ্রীমাধব চট্টরাজ বি এ, এডওয়ার্ড করোনেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ,
মুরশিদাবাদ।
" শ্রীরাম মৈত্রেয়, বলিহার রাজ-কাছারী, রাজসাহী।
" শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর বি এল, (ক) স্মলকজ কোর্টের জজ, কাশী।
" ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু, (খ) গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।
১০৪৫ " শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বর্দ্ধমান।
" সতীনাথ সিংহ রায় জমিদার, দেহুড়া, আঝাপুর পোঃ, বর্দ্ধমান।
" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফিস,
সোমড়া পোঃ, হুগলী।
" সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এফ আর এইচ এস্ (লণ্ডন), ম্যানেজার ও
অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, সুরসন্দ, মজঃফরপুর।
" সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "ইন্দ্রালয়", গঙ্গাটিকুরী, বর্দ্ধমান।
১০৫০ " মোহান্ত মহারাজ সতীশচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর, হুগলী।
" সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মোক্তার, নওগাঁ, রাজসাহী।
" সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, (ক) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আরামবাগ, হুগলী।
" সতীশচন্দ্র ঘোষ (খ) ১৭৭ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ক) ধলা, ময়মনসিংহ।
১০৫৫ „ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (খ) মোক্তার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, (গ) রামমোহন রায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ঘ) এল্ এম্ পি, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।
„ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কৃষ্ণনগর।
„ সতীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কে, সি চৌধুরী মহাশয়ের বাটী, হেমনগর, ময়মনসিংহ
১০৬০ „ সতীশচন্দ্র দাস, গৌহাটী স্কুলের শিক্ষক, গৌহাটী, আসাম।
„ সতীশচন্দ্র দেব এম্ এ, (ক) মুর সেণ্ট্রাল কলেজের কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।
„ সতীশচন্দ্র দেব বি এল্, (খ) উকীল, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
„ সতীশচন্দ্র নিয়োগী, জমিদার, আদমদীঘি, বগুড়া।
„ ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, (ক) ১৩ এডমনষ্টোন্ রোড, এলাহাবাদ।
১০৬৫ „ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) তর্কসিদ্ধান্ত লেন, বালী, হাওড়া।
„ রায় সাহেব ডাঃ সতীশচন্দ্র বসু এল্ এম্ এস্, সিনিয়ার সিবিল সার্জ্জন, সি ই কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।
„ সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম।
„ সতীশচন্দ্র বসু চৌধুরী, জমিদার, ডোমরা, আজগড়া, খুলনা।
„ সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ, হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক, দৌলতপুর, খুলনা।
১০৭০ „ সতীশচন্দ্র মুস্তফী রায় চৌধুরী, নায়েব, আহেলকার, কুচবিহার।
„ সতীশচন্দ্র রায় বি এল্, (ক) উকীল, দিনাজপুর।
„ সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, (খ) বন্দ্যোপাধ্যায় এষ্টেটের ম্যানেজার, সাহাজাদপুর, পাবনা।
„ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী (ক) পুলিস সাব ইন্‌স্পেক্টর, ডোমরা, রঙ্গপুর।
„ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী (খ) আট আনি রাজ এষ্টেট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
১০৭৫ „ সতীশচন্দ্র সরকার, জন ডিকিন্‌সন এণ্ড কোং লিমিটেড, পোষ্ট বক্স নং ১৮, রেঙ্গুন।
„ সতীশচন্দ্র সিংহ বি এল্, (ক) উকীল, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ সতীশচন্দ্র সিংহ উকীল, (খ) পুরুলিয়া, মানভূম।
„ রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এল্, চট্টগ্রাম।
„ সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু কাব্যকণ্ঠ, দেমুড়, পুঁটশুরি, বর্দ্ধমান।
১০৮০ „ সত্যকিঙ্কর সাহানা বি এ, গিরিডি।
„ সত্যচরণ বসু বি এল্, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর।
„ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (ক) মুন্সেফ, আমতা, হাওড়া।
„ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, (খ) গুস্তিয়া, বাদু, ২৪ পরগণা।
„ সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।

১০৮৫ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক সি এস্, ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ, কৃষ্ণনগর।
„ সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর।
„ সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
„ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, কুমিল্লা।
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, বেহালা, ২৪ পরগণা।
১০৯০ „ সত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমার্স অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রি, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, সিমলা পাহাড়।
„ সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, সব্ ডেপুটী কলেক্টার, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর।
„ পণ্ডিত সদানন্দ স্মৃতিরত্ন বিদ্যার্ণব, মহাশক্তি শ্রীমতী বিদ্যাবতী আয়ার সরস্বতীর শ্রীমণ্ডপের তত্ত্বাবধায়ক, মথুরাপুর, ২৪ পরগণা।
„ ডাঃ সনৎকুমার বরাট এম্ এ, এল্ এম্ এস্, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, টেম্পল মেডিকাল স্কুল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "হরিভবন", সিমলা ইষ্ট।
১০৯৫ „ সন্তোষকুমার বসু বি এল্, উকীল, বর্দ্ধমান।
„ সন্তোষকুমার মজুমদার বি এস্‌সি, আই এম্ এস্, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
„ সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।
„ সরোজনাথ বাগচী, ২৮ নং বি কোয়ার্টার, টিমারপুর, দিল্লী।
„ সরোজভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটী, যশোহর।
১১০০ „ সরোজিনীনাথ বর্দ্ধন বি এ, এল্ এম্ এস্, ২৮ রেস্‌কোর্স রোড, সিঙ্গাপুর।
„ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
„ সাধুচরণ মণ্ডল বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, জামতাড়া, ই আই আর্।
„ সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর।
„ সারদাগোবিন্দ তালুকদার, চৈত্রকোল, বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।
১১০৫ „ সারদানাথ খান বি এল্, বগুড়া।
„ সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার, ঢাকা।
„ সারদাপ্রসন্ন চৌধুরী বি এ, সেটেলমেণ্ট কাননগো, বরিশাল।
„ সারদাপ্রসন্ন দাস এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, চুঁচুড়া।
„ সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী, হুনথাওয়া, ভায়া ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।
১১১০ „ সারদাপ্রসাদ সরকার এম্ এ, সব-ডিবিশনাল অফিসার, বাঁকা, ভাগলপুর।
„ সারদাপ্রসাদ সেন বি এল্, ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন জজ, ফরিদপুর।
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ, হোম সেক্রেটারী, বর্দ্ধমান-রাজ, বর্দ্ধমান।
„ সিদ্ধেশ্বর হালদার বি এ, ক্যাম্পবেরুয়া, পোঃ মাহাদেবপুর।
„ সীতানাথ অধিকারী এম্ এ, বি এল্, পাবনা।
১১১৫ „ সীতানাথ রায় বর্ম্মা, খাপুরা, আলগোলা, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাগেরহাট, খুলনা।
„ সুকুমার হালদার বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাঁচী।
„ সুধাংশুভূষণ রায় বি এল্, উকীল, ৭৭ কোতোয়ালী রোড, ভাগলপুর।
„ সুধাংশুশেখর বাগচী, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
১১২০ „ সুধীরচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
„ সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, মহারাজের প্যালেস, জয়পুর, রাজপুতানা।
„ সুরেন্দ্রকুমার বসু বি সি ই, ২৮ শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া।
„ ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার সেন (ক) এম্ বি, এল্ আর্ সি পি, এল্ আর্ সি এস্, বর্দ্ধমান।
„ সুরেন্দ্রকুমার সেন (খ) বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
১১২৫ „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, শিঞ্চাইল গ্রাম, হরিপুর, পাবনা।
„ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সব্ রেজিষ্ট্রার, ডোমার, রঙ্গপুর।
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাঁকীপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
১১৩০ „ সুরেন্দ্রনাথ দেব এম্ এ, কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ, "চন্দ্রাবাস," জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ।
„ সুরেন্দ্রনাথ দেব রায়, পোর্ট ব্লেয়ার।
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, ইনাতপুর, বড়তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী।
„ সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি এ, বল্লা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বল্লা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
১১৩৫ „ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (ক) বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, (খ) কেয়ার অব্ টমাস কুক এণ্ড সন্স, লাডগেট সার্কাস, লণ্ডন।
„ সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুপারভাইজার, পি ডব্লু ডি, ভামো, বর্ম্মা।
„ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, জি টি সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া, দেরাদুন, ইউ, পি।
„ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডি জে স্কুল, রাজসাহী।
১১৪০ „ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ক) এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায় (খ) ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল্, এড্ভোকেট, নিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন (ক) এল্ এম্ এস্, "দি মল্," কাণপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন (খ) বি এ, শোলক, বরিশাল (১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট)।
১১৪৫ „ সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, (গ) উকীল, মজঃফরপুর।
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, বক্সার।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, পাবনা কলেজের অধ্যাপক, পাবনা।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, নেহালিয়া এষ্টেট, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
„ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী, জমিদার, নলিন আড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
১১৫০ „ সুরেন্দ্রমোহন মিত্র বি এল্, সাব ডেপুটী কলেক্টার, চট্টগ্রাম।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় বি এল্, উকীল, রাজসাহী।
,, সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কৃষ্ণপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
,, সুরেন্দ্রলাল ঘোষ, সি আই ডি, বিহার ও উড়িষ্যা, মোরাদপুর মেস্, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,, সুরেশকৃষ্ণ বসু, দার্জ্জিলিং।
১১৫৫ ,, সুরেশচন্দ্র চন্দ, ন্যাশন্যাল স্কুলের শিক্ষক, মালদহ।
,, সুরেশচন্দ্র দত্ত এম, এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
,, সুরেশচন্দ্র সরকার এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, লাহিড়িয়া-সরাই, দ্বারবঙ্গ।
,, সুরেশচন্দ্র বসু বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কক্স্‌বাজার, চট্টগ্রাম।
,, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, উকীল, নাটোর।
১১৬০ ,, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কনজারভেটার অব্ ফরেষ্ট, শিলং, আসাম।
,, সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, অধ্যাপক, কুচবিহার।
,, সুশীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিস্ সব ইন্‌স্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
,, সুশীলচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, বারুইপুর।
,, সূর্য্যকুমার গুহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ।
১১৬৫ ,, সূর্য্যকুমার ঘোষাল, কালীপুর, আটীপুর, ২৪ পরগণা।
,, সোমনাথ রায়, সাব-রেজিষ্ট্রার, শ্যামবাজার, হুগলী।
,, সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পানগর, ভাগলপুর।
,, সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, জমিদার, সদরপুর, বড় তরফ, আমলা সদরপুর, নদীয়া এবং ছাতিনা কান্দী, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
,, সৌরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বেহালা, ২৪ পরগণা।
১১৭০ ,, সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, ঝাওয়াকুঠী, ভাগলপুর।
,, সৌরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, একাউণ্টাণ্ট, তেজপুর বালিপাড়া রেলওয়ে ষ্টেসন, তেজপুর, আসাম।
,, হরকিঙ্কর দাস, উকীল, মৌলবি-বাজার, শ্রীহট্ট।
,, হরকিশোর অধিকারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
,, ডাঃ হরকুমার গুহ, গৌরীপুর, আসাম।
১১৭৫ ,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু, জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, হরচন্দ্র দাস, সাপটানার কাছারী, লালমণির হাট, রঙ্গপুর।
,, হরনন্দন পাণ্ডেয় বি এ, অফিসার অব্ দি ডি, জি, অব্ আর্কিওলজি অব্ ইণ্ডিয়া, সিমলা।
,, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনামুখী, বাঁকুড়া।
,, হরিকেশব সান্ন্যাল বি এ, গভর্মেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বিজনোর, ইউ, পি।
১১৮০ ,, হরিচরণ সেনগুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর।
,, হরিদাস গোস্বামী, পোষ্ট-মাষ্টার, ভূপাল, সি, পি।

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, কলিগ্রাম, মালদহ।
" হরিদাস মুখোপাধ্যায়, স্কুল সাব্ ইন্সপেক্টার, বাসিয়া সার্কেল্, বাসিয়া পোঃ, রাঁচী।
" হরিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
১১৮৫ " হরিদাস সাহা এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, রমণা, ঢাকা।
" হরিধন চট্টোপাধ্যায়, নপাড়া, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।
" হরিনাথ ঘোষ বি এল্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মানভুম-শাখার সম্পাদক, পুরুলিয়া।
" হরিদাস ঘোষাল এম্ এ, রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, মহিষাদল, মেদিনীপুর।
" হরিপদ পাঁড়ে এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
১১৯০ " হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বাগটিক্‌রা, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান।
" হরিপদ হালদার, প্রকাশক—"সাহিত্য-সুহৃদ্,' দক্ষিণ-পাকলিয়া, ডায়মণ্ড-হারবার, ২৪ পরগণা।
" হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, নায়েব, রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর এষ্টেট, ভেদারগঞ্জ, ফরিদপুর।
" হরিপ্রসাদ দাস বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার, বড়পেটা, কামরূপ।
" হরিপ্রসাদ মিত্র বি এস্‌সি, খাগড়া, বহরমপুর।
১১৯৫ " হরিপ্রসাদ বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, বোলপুর, বীরভুম।
" হরিশ্চন্দ্র দত্ত, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।
" হরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, (ক) ডেপুটী কালেক্টার, রাজসাহী।
" হরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, (খ) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, মাণিকগঞ্জ।
" হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্ এ, বি এল্, নায়েব, বাহারবন্দ, উলিপুর, রঙ্গপুর।
১২০০ " পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, পাকা টোল, রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, মোগলসরাই।
" হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এস্ সি, এল্ এল্ বি, রাইপুর, সি, পি।
" হারাণচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
১২০৫ " রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়, জমিদার, লক্ষ্মণনাথ পোঃ, বালেশ্বর।
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া।
" হৃদয়বন্ধু মজুমদার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কাকিনারাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর।
" হৃষীকেশ রায় চট্টোপাধ্যায়, এডওয়ার্ড করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউসনের ২য় শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
১২১০ " ডাক্তার হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্ বি, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" হৃষীকেশ সেন, কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টর, বালেশ্বর।
" হেরম্বচন্দ্র ঘটক, দুবাইল সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক, পোঃ গোপালপুর, ময়মনসিংহ।
" হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী, এম্ আর এস্ এ, এফ্ আর এস্ এস্, এক্‌ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, নওগাঁও, আসাম।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, মুঙ্গের।

১২১৫ ,, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ফরিদপুর।

,, হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।

,, হেমচন্দ্র সাণ্যাল এম্ এ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।

,, হেমচন্দ্র সেন, (ক) সেনপাড়া, রঙ্গপুর।

,, হেমচন্দ্র সেন, (খ) আসিষ্টাণ্ট, চীফ্ সেক্রেটারীর ডিপার্টমেণ্ট, বিহার এবং উড়িষ্যা সেক্রেটারিয়েট, রাঁচী।

১২২০ ,, হেমপ্রসন্ন রায় গুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর।

,, হেমন্তকুমার কর, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

,, হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, সাঁতরাগাছী, ব্যাতোড়, হাওড়া।

,, হেমন্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি, বি এ, বসন্তকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পোঃ বিনোদপুর, যশোহর।

,, হেমন্তকুমার হালদার এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ঝিনাইদহ, যশোহর।

১২২৫ ,, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, "দেবনিবাস", ময়মনসিংহ।

,, কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজসাহী।

,, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভদ্রক, বালেশ্বর।

,, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বক্সী, এল্ এম্ এস, সারাঘাট।

,, হেমেন্দ্রমোহন বসু বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল, পার্কার রোড, বর্দ্ধমান।

১২৩০ ,, হেমেন্দ্রমোহন রায় বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিস, রেঙ্গুন।

,, হেমেন্দ্রলাল কানুগির এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মজঃফরপুর।

,, হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, হেমনগর ময়মনসিংহ।

,, মুন্সী হেলালউদ্দীন খান, পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

(তারকা (*) চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল)

আধুনিক সাহিত্য

১ বর্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	রমেশচন্দ্র দত্ত
	৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়	রজনীকান্ত গুপ্ত
	বাঙ্গালা রচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
২ বর্ষ	বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য	রজনীকান্ত গুপ্ত
	আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	বীরেশ্বর পাঁড়ে
	সাহিত্য সমালোচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
	৺ অক্ষয়কুমার দত্ত	রজনীকান্ত গুপ্ত
	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
৩ বর্ষ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	রজনীকান্ত গুপ্ত
	মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি (সমালোচনা)	গোবিন্দলাল দত্ত
৪ বর্ষ	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য	রজনীকান্ত গুপ্ত
৭ বর্ষ	৺ রজনীকান্ত গুপ্ত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১০ বর্ষ	৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৬ বর্ষ	১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ*	অমূল্যচরণ ঘোষ
১৭ বর্ষ	১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ*	অমূল্যচরণ ঘোষ

প্রাচীন-সাহিত্য

১ বর্ষ	প্রাচীন সাহিত্যালোচনা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	কৃত্তিবাস	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	রমেশচন্দ্র দত্ত
২ বর্ষ	রামমোহনের রামায়ণ	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
	মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	জগৎরাম রায়ের রামায়ণ	পাঁচকড়ি ঘোষ
	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন *	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	প্রাচীন কবিসঙ্গীত	রজনীকান্ত গুপ্ত
৩ বর্ষ	ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
	কবি উদ্ধবানন্দ *	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	কবি কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	গৌরীমঙ্গল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৩ বর্ষ দুর্গাপঞ্চরাত্র	যতীন্দ্র সিংহ দেব
অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ *	রসিকচন্দ্র বসু
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত *	নগেন্দ্রনাথ বসু
বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালী *	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল	রসিকচন্দ্র বসু
৪ বর্ষ কবি উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল ও তাহার সমালোচক	মৃণালকান্তি ঘোষ
কৃত্তিবাস পণ্ডিত *	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল *	নগেন্দ্রনাথ বসু
দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ	রসিকচন্দ্র বসু
নরোত্তম ঠাকুর	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
দেহ-কড়চা	ঐ
ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর	রসিকচন্দ্র বসু
রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল *	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঐ ধর্ম্মমঙ্গলের পরিশিষ্ট	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল *	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
৫ বর্ষ চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী (দুই দফা)	নগেন্দ্রনাথ বসু
চণ্ডীদাসের পুথি-সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়	নগেন্দ্রনাথ বসু
দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য *	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়	রমেশচন্দ্র বসু
পাচালিকার ঠাকুরদাস *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ	কালিদাস নাথ
রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাঞ্চালিকা *	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
শীতলামঙ্গল (দেবকীনন্দন ও নিত্যানন্দকৃত) *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
স্ত্রীকবি মাধবী *	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
৬ বর্ষ কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন *	আনন্দনাথ রায়
গোবিন্দচন্দ্রের গীত *	শিবচন্দ্র শীল
ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর *	আনন্দনাথ রায়
পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	নগেন্দ্রনাথ বসু
ভবানীদাস-বিরচিত রামরত্নগীতা	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
শূন্য পণ্ডিত ও কালীখণ্ড	রসিকচন্দ্র বসু
৭ বর্ষ রাজকবি জয়নারায়ণ *	ব্যোমকেশ মুস্তফী

৭ বর্ষ	বিদ্যাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	চম্পককলিকা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	চম্পককলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	কবি লালা জয়নারায়ণ *	আনন্দনাথ রায়
	জগন্নাথবিজয় ও কবি মুকুন্দ *	রসিকচন্দ্র বসু
	ঐ সম্বন্ধে মতামত	নগেন্দ্রনাথ বসু
	কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস *	রাখালদাস কাব্যতীর্থ
৮ বর্ষ	কাশীরাম দাস	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	অর্জ্জুন-সংবাদ (মুকুন্দানন্দ কৃত)	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
৯ বর্ষ	কবিবল্লভের রসকদম্ব *	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
১০ বর্ষ	খনা	যোগেশচন্দ্র রায়
১২ বর্ষ	প্রাচীন মুসলমান কবিগণ	আবদুল করিম
	মাণিক গাঙ্গুলি ও ধর্ম্মমঙ্গল *	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস	ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত
	নারায়ণদেবের পাঁচালি	আবদুল করিম
১৩ বর্ষ	অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ *	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	ধর্ম্মমঙ্গল	দীনেশচন্দ্র সেন
	রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	সুকবি বল্লভাদি রচিত বৃহৎ পদ্মাপুরাণ	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১৪ বর্ষ	কবি জয়কৃষ্ণ দাস	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	দশহরার উৎপত্তি	শিবচন্দ্র শীল
১৫ বর্ষ	ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলি	যোগেশচন্দ্র রায়
	প্রাচীন পদাবলীর পাঠভেদ	সতীশচন্দ্র রায়
	কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ (প্রতিবাদ)	কেদারনাথ মজুমদার
	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচীন কবি	দেবনারায়ণ ঘোষ
১৬ বর্ষ	কালকেতুর চৌতিশা	আবদুল করিম
	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ (১ম প্রবন্ধ)	সতীশচন্দ্র রায়
	শূন্য-পুরাণ	যোগেশচন্দ্র রায়
	শূন্য-পুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
১৮ বর্ষ	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ (গোবিন্দ কবিরাজ)	সতীশচন্দ্র রায়
	পাটপর্য্যটন ও অভিরাম ঠাকুরের শাখা-নির্ণয়	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন *	বসন্তরঞ্জন রায়
১৯ বর্ষ	দীপিকা ছন্দ	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর	উমেশচন্দ্র দে
	সত্যপীরের পাঁচালী *	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
	কবি কালিদাসের মনসামঙ্গল *	ভোলানাথ ব্রহ্মচারী
	শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ	জগন্নাথ দেব
২০ বর্ষ	প্রাচীন বৈদ্যক পুথির বিবরণ	দুর্গানারায়ণ সেন
	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ	সতীশচন্দ্র রায়
	অৰ্দ্ধেশ্বরীব্রত-পাঞ্চালী	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	বাণীকণ্ঠের মোহমোচন	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	দেবজিৎ	কালীকান্ত স্মৃতি-বেদান্ততীর্থ
	শঙ্করকৃত পাষণ্ডমর্দ্দন	শিবচন্দ্র শীল

গ্রাম্য-সাহিত্য

১ বর্ষ	ছেলে-ভুলান ছড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ বর্ষ	ছড়া (সংগ্রহ)	...
	ঐ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর	বসন্তরঞ্জন রায়
	ঐ—সাঁওতাল পরগণা	...
	ঐ—কলিকাতা (মেয়েলি ছড়া)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ বর্ষ	ছড়া	কুঞ্জলাল রায়
	ছড়া	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	রাধিকামঙ্গল (উদ্ধবানন্দকৃত)	...
৮ বর্ষ	সত্যনারায়ণ-কথা	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	রামভদ্রের সত্যদেবসংহিতা	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বিশ্বেশ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালি	ব্রজসুন্দর সান্যাল
৯ বর্ষ	বৃন্দাবনদাসের গোলোকসংহিতা	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	জ্ঞানদাসের নিকুঞ্জসাজান	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (১)	আবদুল করিম
	ব্রতবিবরণ	রামপ্রাণ গুপ্ত
১০ বর্ষ	শরৎকালী	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (২)	আবদুল করিম
১১ বর্ষ	কৃত্তিবাসপ্রণীত রামরাস	নগেন্দ্রনাথ বসু
	মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	ঐ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য

১২ বর্ষ	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাঁধা	আবদুল করিম
	বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা	...
১৩ বর্ষ	গ্রাম্য-গীতি	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
	সূর্য্যের পাঁচালী	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (৩)	আবদুল করিম
	বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১৪ বর্ষ	বরিশালের গ্রাম্যগীতি	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
১৫ বর্ষ	ময়নামতীর গান *	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	কোচবিহারের হেঁয়ালি	প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	একখানি প্রাচীন চৌতিশা	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
১৬ বর্ষ	আম্বের গম্ভীরা	হরিদাস পালিত
১৭ বর্ষ	গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব *	হরিদাস পালিত
	লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতপাঞ্চালী	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	ঐ ভ্রম সংশোধন	আবদুল করিম
১৮ বর্ষ	ত্রিনাথের উপাখ্যান	চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী
	শিবের গাজন *	হরিদাস পালিত
১৯ বর্ষ	মুরশিদাবাদের প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি	দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়
	বাঘাইর বয়াত *	যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক
২০ বর্ষ	শ্রীহট্টের পঁই	দ্বারকানাথ চৌধুরী
	ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ	যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

পুস্তক ও পুথির বিবরণ

১ বর্ষ	মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লং সাহেবের সঙ্কলিত)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	প্রথম প্রবন্ধ—ব্যাকরণ, কোষগ্রন্থ	
২ বর্ষ	দ্বিতীয় প্রবন্ধ—ইতিহাস, জীবনচরিত ও ভূগোল	"
	তৃতীয় প্রবন্ধ—ধর্ম্মনীতি, নীতিকথা	"
	চতুর্থ প্রবন্ধ—কবিতা ও নাটক	"
৩ বর্ষ	বঙ্গীয় সাময়িক-পত্র (তালিকা)	রাজবিহারী দাস
৪ বর্ষ	বঙ্গীয় সংবাদপত্র (তালিকা)	রাজবিহারী দাস
	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১—২১৩)	নগেন্দ্রনাথ বসু
৫ বর্ষ	বাঙ্গালা পুথির বিবরণ (১—১৩)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১—৩৩)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	ঐ (৩৪—৬০)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা—কালানুসারে ইতিবৃত্ত	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৬ বর্ষ	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২১৪—৩৫৯)	নগেন্দ্রনাথ বসু

৬ বর্ষ	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(১—৩৬)	মৃণালকান্তি ঘোষ
	ঐ	(১—১৩)	মৃণালকান্তি ঘোষ
৭ বর্ষ	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(১—১২)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	প্রাচীন পুথির বিবরণ	(১—১৯)	আবদুল করিম
	ঐ	(২০—৩৩)	আবদুল করিম
৮ বর্ষ	প্রাচীন পুথির বিবরণ	(১—৪৪)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	ঐ	(১—৯)	রাজীবলোচন দাস
	ঐ	(১—৮)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	(১—১৮)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	(১—১৪)	শিবচন্দ্র শীল
৯ বর্ষ	ঐ	(১—৫)	অতুলচন্দ্র চৌধুরী
	ঐ	(১—৮৭) (অতিরিক্ত সংখ্যা)	আবদুল করিম
১০ বর্ষ	ঐ	(১—৩০)	চিত্তসুখ সান্যাল
	ঐ	(১—১০)	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	ঐ	(৮৮—৩০৭)	আবদুল করিম
১১ বর্ষ	ঐ	(৩০৮—৪৩৩) (অতিরিক্ত)	আবদুল করিম
১২ বর্ষ	বাঙ্গালা পুথির বিবরণ	(১—৮৪)	হরগোপাল দাস কুণ্ডু
১৮ বর্ষ	প্রাচীন পুথির বিবরণ	(৫০০—৫১৫)	আবদুল করিম
১৮ বর্ষ	দুইখানি অসমীয়া পুথি (কথাভাগবত ও সুকনাম্নি)		গোপালকৃষ্ণ দে

ভাষাতত্ত্ব

২ বর্ষ	বিদ্যাপতি (শব্দসংগ্রহ), প্রথম প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
৩ বর্ষ	ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
	ঐ ঐ তৃতীয় প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
	উড়িয়া ভাষা	মধুসূদন রাও
	মহারাষ্ট্র ভাষা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	শব্দ-রহস্য (শব্দে কবিত্ব)	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
	ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নামের উচ্চারণ-গত প্রস্তাব	সখারাম গণেশ দেউস্কর
৪ বর্ষ	উপসর্গের অর্থবিচার *	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	হরিনামের শব্দতত্ত্ব *	উমেশচন্দ্র বটব্যাল
৫ বর্ষ	উপসর্গের অর্থবিচার (দ্বিতীয় প্রবন্ধ) -	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা*	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
	হরি ও সোম	রসিকলাল ঘোষ
৬ বর্ষ	অলঙ্কার শাস্ত্র *	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	অলঙ্কার শাস্ত্র প্রবন্ধ	নগেন্দ্রনাথ বসু

৭ বর্ষ	বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ভাষাতত্ত্ব	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ বর্ষ	বাঙ্গালা ব্যাকরণ *	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
	শব্দ-সংগ্রহ (প্রায় ৭০০)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
	বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত *	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দ্দু, পারসী ও আরবীশব্দের তালিকা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত*	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	ঐ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বক্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য *	কালিদাস নাথ
৯ বর্ষ	শব্দ-সমালোচনা (১)	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ	সতীশচন্দ্র ঘোষ
১০ বর্ষ	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শব্দ-সমালোচনা (২) (আলোক)	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১১ বর্ষ	দেশী শব্দ	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	পয়ার ছন্দের উৎপত্তি *	রমেশচন্দ্র বসু
১২ বর্ষ	বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	না।	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ময়মনসিংহের গ্রাম্য-ভাষা	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
	রঙ্গপুরের দেশী ভাষা	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
	বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী, পারসী ও ইয়ুরোপীয় শব্দ	নরেশচন্দ্র সিংহ
১৩ বর্ষ	চাক্‌মাদিগের ভাষাতথ্য	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	বাঙ্গালা নামরহস্য (১)*	ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৪ বর্ষ	মালদহের গ্রাম্য শব্দ	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	সন্ধি	শ্রীনাথ সেন
	ধ্বনি-বিচার	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য-শব্দাদি সংগ্রহ	রাজকুমার কাব্যভূষণ
১৫ বর্ষ	রাঢ়ের ভাষা (অতিরিক্ত সংখ্যা)	যোগেশচন্দ্র রায়
	পালি ও বাঙ্গালা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	বাঙ্গালা নামরহস্য (২)*	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	যশোহরের গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালার উপসর্গ*	ব্যোমকেশ মুস্তফী

১৫ বর্ষ	সিলেট নাগরী*	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ
	কোচ ও রাজবংশী-শব্দ-সংগ্রহ	এস্, বসু
	মোসলমান নামতত্ত্ব*	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ
১৬ বর্ষ	ঢাকার গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ	পরমেশপ্রসন্ন রায়
	নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্যশব্দ	দেবেন্দ্রনাথ বসু
	প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান*	শ্রীনাথ সেন
১৭ বর্ষ	বাঙ্গালা বিশেষণ-রহস্য*	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ*	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	বঙ্গীয় গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব	রাজকুমার বেদতীর্থ
	বাঙ্গালা ভাষা (২) (অতিরিক্ত সংখ্যা)	যোগেশচন্দ্র রায়
১৮ বর্ষ	বঙ্গে পর্ত্তুগীজ প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ পদাঙ্ক*	অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
	ব্যাকরণে সন্ধি *	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	মালদহের পল্লীভাষা	হরিদাস পালিত
	কামতাবিহারী ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
	কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	বঙ্গভাষার বর্ণযোজনা ও উচ্চারণ	প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৯ বর্ষ	ভারতবর্ষের বর্ণমালা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	বাঙ্গালা শব্দ, তথা বানান ও লিখন-সমস্যা	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার দুইটি বিশেষত্ব	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	নদীয়া জেলার গ্রাম্য শব্দ	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার কথ্য ও লেখ্য শব্দ	দেবনারায়ণ ঘোষ
	ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার অভিধান	কৃষ্ণনাথ সেন
	বগুড়া জেলার গ্রাম্যশব্দ	সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত
	ঐ	দুর্গানারায়ণ সেন
২০ বর্ষ	বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ	কুঞ্জকিশোর চৌধুরী
	অতীতে ল ও ভবিষ্যতে বপ্রত্যয়	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

১ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ঐ উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-লেখকের বক্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২ বর্ষ	ঐ	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	ঐ	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত

২ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	যোগেশচন্দ্র রায়
	রাসায়নিক পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	জ্যোতিষিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ভৌগোলিক পরিভাষা	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
	পরিভাষা (রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক)	কালিদাস মল্লিক
	রাসায়নিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	ভৌগোলিক পরিভাষা	বলীন্দ্রসিংহ দেব
৪ বর্ষ	ঐ	যোগেশচন্দ্র রায়
৬ বর্ষ	জ্যোতিষিক পরিভাষা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (ব্রেটন সাহেব কৃত Vocabulary of Medical Terms)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ভৌগোলিক পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৭ বর্ষ	ঐ	যোগেশচন্দ্র রায়
১০ বর্ষ	জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
১১ বর্ষ	জীববিজ্ঞান-পরিভাষা	বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
১৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা *	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৪ বর্ষ	জীববিজ্ঞানের পরিভাষা	শশধর রায়
১৫ বর্ষ	খনিজবিদ্যার পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৭ বর্ষ	উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা	একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
	চিকিৎসা-বিদ্যার পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
	জীববিজ্ঞানের পরিভাষা	শশধর রায়
	শরীরবিজ্ঞানপরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বর্ণতত্ত্বের পরিভাষা	শশধর রায়
১৮ বর্ষ	নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় শব্দের পরিভাষা	ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০ বর্ষ	গণিত-পরিভাষা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা	সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

২ বর্ষ	নাগরাক্ষরের উৎপত্তি	নগেন্দ্রনাথ বসু
৩ বর্ষ	মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা	নগেন্দ্রনাথ বসু
৪ বর্ষ	কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন পিত্তল-ফলক *	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ছাতনার ইষ্টকলিপি *	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ বর্ষ	গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন	নগেন্দ্রনাথ বসু

৫ বর্ষ	গৌড়াধিপ মহীপাল দেবের তাম্রশাসন *	নগেন্দ্রনাথ বসু
৬ বর্ষ	একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিলালিপি	নগেন্দ্রনাথ বসু
৭ বর্ষ	জৈন পুরাকাহিনী	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বুদ্ধদেবের জীবনচরিত *	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	শঙ্কর ও শাক্যমুনি *	কালীবর বেদান্তবাগীশ
	বৌদ্ধধর্ম্ম *	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ *	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	কমলাকর ভট্ট	ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য
	রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ *	নিখিলনাথ রায়
	রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে মতামত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৮ বর্ষ	চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ *	প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নবকান্ত কবিভূষণ
	আর একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	লালা উদয়নারায়ণ রায়	দুর্গাদাস রায়
৯ বর্ষ	তমলুক *	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
১০ বর্ষ	ত্রপুষ ও ভল্লিক *	শিবচন্দ্র শীল
	আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র রায় নবকান্ত গুহ কবিভূষণ
	মহারাজ নন্দকুমারের পত্র	নিখিলনাথ রায়
	রাজপুতানার গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১১ বর্ষ	রঘুনাথ শিরোমণি	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি
	রঘুনাথ শিরোমণি বা কাণভট্ট শিরোমণি	পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর
	ঐতিহাসিক সমস্যা—কনোজের আয়ুধরাজবংশ *	নগেন্দ্রনাথ বসু
	ভারতে লিপির উৎপত্তি *	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
	বিদ্যাধর	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	বৌদ্ধ বারাণসী *	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	বোপদেব	অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী
	বৈদিক তত্ত্ব *	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
১৩ বর্ষ	পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	কায়স্থ চাকাদাস, টঙ্কদাস ও ভুবনাকর শর্ম্মা	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১৪ বর্ষ	বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ *	নগেন্দ্রনাথ বসু
	প্রাচীন চম্পা	নরেশচন্দ্র সিংহ
	সিংহনাথ লোকেশ্বর	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ ও মীর্জানগর *	অশ্বিনীকুমার সেন
	মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ বর্ষ	শকাধিকার-কাল ও কণিষ্ক (অতিরিক্ত সংখ্যা)	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	গ্রামদেবতা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৫ বর্ষ	কতিপয় পালরাজের শিলালিপি	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
	সপ্তগ্রাম	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ *	শিবচন্দ্র শীল
	দন্তেশ্বরী	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
	নাদির-উন্-নিকাত্	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
১৫ বর্ষ	শ্রীশঙ্করাচার্য্য (আবির্ভাব-কাল নিরূপণ) *	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১৬ বর্ষ	রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর লিপি	নগেন্দ্রনাথ বসু
	উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	শিবচন্দ্র শীল
	প্রথম কুমার গুপ্তের দুখানি খোদিত লিপি *	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	মধ্যমরাজের তাম্রশাসন *	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ *	সুখবিন্দু সেন গুপ্ত
	সূর্য্যপদে উপানৎ	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
১৭ বর্ষ	ইব্রাহিম আবুবেকর মালিক বৈজুর দরগা	প্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
	কোটালিপাড়ার কূটশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	জ্ঞানদাসের জন্মভূমি	রাখালদাস কাব্যতীর্থ
	তর্পণদীঘির তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	নবাবিষ্কৃত বল্লাল সেনের তাম্রশাসন	তারকচন্দ্র রায়
	বলবর্ম্মার তাম্রশাসন *	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি *	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
	বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট *	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের জীবনচরিত *	লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য
	শ্রীচৈতন্য-পারিষদজন্মস্থান নিরূপণ *	শিবচন্দ্র শীল
১৮ বর্ষ	কৃত্তিবাসের জন্মশক	যোগেশচন্দ্র রায়
	রাণক কুলস্তম্ভের তাম্রশাসন	নগেন্দ্রনাথ বসু
	হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
	রাজা দত্তখাস কে ? *	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ *	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
১৯ বর্ষ	ছিলমাবাদের মেলার কাহিনী *	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী
	সদাশিব *	দ্বারকানাথ চৌধুরী
	গৌহাটীর নূতন তাম্রশাসন	কৈলাসচন্দ্র সিংহ
	ধর্ম্মপালের গড়	কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

১৯ বর্ষ	শূরনগর	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
	প্রাচ্য ও উদীচ্য	হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
	কাশীরামের জন্মস্থান *	নগেন্দ্রনাথ বসু
	তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
	উৎকলদেশীয় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের বর্ণনা এবং তুইটি শক্তিমূর্ত্তির আবিষ্কার	বরদাপ্রসন্ন সোম
২০ বর্ষ	আসাম ভ্রমণ (তৃতীয়)	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	একটি বুদ্ধমূর্ত্তি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও তদ্রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে তুই একটি কথা	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
	উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ	মণীন্দ্রমোহন বসু হরিদাস পালিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	প্রাচীন কামরূপের রাজমালা	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	কৃত্তিবাসের জন্মশক	রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায়
	বঙ্গের চন্দ্র-রাজগণের পূর্ব্বতন রাজপাট ও বংশ সম্বন্ধে মন্তব্য	শিবচন্দ্র শীল

সংস্কৃত সাহিত্য

৫ বর্ষ	ধোয়ী কবির পবন-দূত *	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ভবভূতি *	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৭ বর্ষ	ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ *	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
	বৈদিক সমালোচনা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৯ বর্ষ	কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ *	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
	রামায়ণতত্ত্ব প্রথম ভাগ (স্বতন্ত্র খণ্ড)	অনাথকৃষ্ণ দেব
১১ বর্ষ	রামায়ণতত্ত্ব দ্বিতীয় ভাগ	অনাথকৃষ্ণ দেব
	গোতমের প্রতিভা (স্বতন্ত্র খণ্ড)	গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর
	গোতমের প্রতিভা সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
১৭ বর্ষ	কাতন্ত্র ব্যাকরণ	বনমালী বেদান্ততীর্থ
১৯ বর্ষ	মহাভারতের বঙ্গানুবাদ	বনমালী বেদান্ততীর্থ

বিজ্ঞান

৩ বর্ষ	জোয়ার ভাঁটা	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪ বর্ষ	বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ বর্ষ	উদ্ভিদ্বিদ্যার উপক্রমণিকা	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
১২ বর্ষ	জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় *	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য

১৩ বর্ষ	জয়পুরের জ্যোতির্বিক যন্ত্রালয় *	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১৪ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (১) *	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
১৪ বর্ষ	বঙ্গদেশের ভূমিকম্প ১ম ভাগ *	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৫ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (২) *	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা	হরমোহন মজুমদার
	স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (৩) *	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	বঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার *	চিত্তসুখ সান্যাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	ঘরপূরণ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি *	পঞ্চানন নিয়োগী
	আর্য্যবিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময় *	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৮ বর্ষ	জীবগণের রোম ও কেশের একটি নূতন ব্যবহার*	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৯ বর্ষ	গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র পলিভূমির কর্দ্দম	সুরেশচন্দ্র দত্ত
	যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
	কালমেঘের উপাদান	ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী
২০ বর্ষ	চান্দর	দুর্গানারায়ণ সেন
	ছোট চান্দরের উপক্ষার	সূর্য্যনারায়ণ সেন
	পারদ-শোধন-প্রণালী	মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	গন্ধ-তৈল-পরীক্ষাপ্রণালী	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	সরিফপুরের লৌহমল	সুরেশচন্দ্র দত্ত
	চিনির স্ফুটন হইতে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান	জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত
	গঙ্গোত্রীপথে	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

দর্শন

২০ বর্ষ	তর্কের পরিভাষা	বনমালী বেদান্ততীর্থ
	বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিবিধ

১ বর্ষ	আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়	রজনীকান্ত গুপ্ত
	জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১-২ বর্ষ	সাময়িক প্রসঙ্গ	রজনীকান্ত গুপ্ত
৩ বর্ষ	সাময়িক প্রসঙ্গ	রজনীকান্ত গুপ্ত
৪ বর্ষ	বিবিধ-প্রসঙ্গ	ব্যোমকেশ মুস্তফী

৫ বর্ষ	ইতিহাস-রচনার প্রণালী *	রজনীকান্ত গুপ্ত
৬ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ *	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	গ্রন্থরচনা-সম্বন্ধে প্রস্তাব	রজনীকান্ত গুপ্ত
৭ বর্ষ	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ (অতিরিক্ত) *	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ বর্ষ	দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১২ বর্ষ	পল্লীকথা *	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
১৩ বর্ষ	পুঁড়োজাতির বিবরণ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১৪ বর্ষ	দীপালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্ব	শিবচন্দ্র শীল
	হস্তালিঙ্গন *	শিবচন্দ্র শীল
	রাঢ়ভ্রমণ *	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ	বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত
১৫ বর্ষ	কোচ ও রাজবংশীয় জাতি-তত্ত্ব	এস্. বসু
১৬ বর্ষ	সাঁওতালী গান	ডাঃ সরসীলাল সরকার
	সভাপতির অভিভাষণ *	সারদাচরণ মিত্র
১৭ বর্ষ	আসাম-পর্য্যটন	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	সভাপতির অভিভাষণ *	সারদাচরণ মিত্র
১৮ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ *	সারদাচরণ মিত্র
	আসাম-ভ্রমণ (২য় প্রবন্ধ)	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
১৯ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষন *	সারদাচরণ মিত্র
২০ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ *	সারদাচরণ মিত্র

সহায়ক-সদস্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৪০ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।
মৌলবি „ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, চট্টগ্রাম স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের অফিস, চট্টগ্রাম।
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
পণ্ডিত „ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাতা।
„ বাণীনাথ নন্দী, ১৭ সিক্‌দারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, "প্রসূন"-সম্পাদক, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
„ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।
পণ্ডিত „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মালদহ।
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম্ ই আর এস্, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
„ হেমচন্দ্র ঘোষ, ১১৬ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ অমৃতগোপাল বসু, ৫৮ সিক্‌দারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, "সাধনাকুঞ্জ," ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
মৌলবী „ রওশন আলি চৌধুরী, "কোহিনুর"-সম্পাদক, পাংশা, ফরিদপুর।
„ আনন্দনাথ রায়, উপাসী, নগর, ফরিদপুর।
„ ডাঃ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাত্রসভ্য

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, সঞ্জীবন ঔষধালয়, ১০৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র, ১২২।২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

„ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৭১ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৫ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা, কলিকাতা।

৫ „ সীতেশচন্দ্র সেন বি এ, কালিয়া।

„ তারাপ্রসন্ন বাক্‌চী, মেড়তলা, বর্দ্ধমান।

„ ইন্দুভূষণ নাথ, আড়বালিয়া, ২৪ পরগণা।

„ বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, কলমা, ঢাকা।

„ নিকুঞ্জবিহারী পাল, শালিমপুর, দৌলতপুর, শ্রীযুক্ত ইমানালী পণ্ডিতের বাটী।

১০ „ সুরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাটুই, শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ।

„ অক্ষয়কুমার বসু, ২৪ মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা।

„ রবীন্দ্রকুমার মিত্র ৫০ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ হরিদাস মজুমদার, ১৪৪ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

„ ধীরেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত কামিনীকমল সেন উকীলের বাসা, ময়মনসিংহ।

১৫ „ প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত, ন্যাসনাল কলেজ, মুরারিপুকুর, কলিকাতা।

„ হরলাল দাস গুপ্ত, ৫৬।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ, টি এন্ জুবিলি কলেজের অধ্যাপক, ভাগলপুর।

„ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঢাকা।

২০ „ সীতানাথ কর্ম্মকার বি এ, ২৯ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।

„ ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

„ রাজেন্দ্রকিশোর ধর, গগন চৌধুরী লেন, ময়মনসিংহ।

„ ফণীভূষণ বসু, ৯।১ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কলিকাতা।

„ প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

২৫ „ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ ইন্দ্রনারায়ণ দে বি এল্, ৪ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

„ মহেন্দ্রচন্দ্র দাস, সুজাতপুর, শ্রীহট্ট।

৩০ „ প্রশান্তভূষণ গুপ্ত, আউট্‌সাহী, ঢাকা।

„ জিতেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ-বাড়ী, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ যতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, ১৪ রতন নিয়োগীর লেন, গৌরীবেড়ে কলিকাতা।

„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় বি এ, আউট্‌সাহী, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি এ, যশোদল পোঃ, ময়মনসিংহ।
৩৫ „ সুশীলচন্দ্র দে বি এ, দমদম রোড, কাশীপুর পোঃ।
„ গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী বি এ, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
„ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪ ঠাকুর-কাসল রোড, কলিকাতা।
„ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ৩ রমানাথ মজুমদারের লেন, কলিকাতা।
„ রাখালমোহন সোম, ১ বলদেপাড়া রোড, মাণিকতলা।
৪০ „ সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ৬৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
„ বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৭৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ পুলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৭ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
„ গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পল্লীবাসি-কার্য্যালয়, কালনা, বর্দ্ধমান।
„ মুন্সী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, শান্তিপুর, নদীয়া।
৪৫ „ রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত, সংস্কৃত কলেজ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
„ নির্ম্মলচন্দ্র পাকড়াশী, ২৭ বলদিয়াপাড়া রোড, কলিকাতা।
„ রমেশচন্দ্র দাস দাস, ৩।১ ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন, মাণিকতলা, কলিকাতা।
„ রাজেন্দ্রলাল নাথ, ৬ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা।
৫০ „ নরেন্দ্রনাথ দালাল, ১১ উল্টাডিঙ্গি মেন রোড, কলিকাতা।
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র নাথ, ৬ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা।
„ রাধিকাপ্রসাদ নাথ, ৬৮।৪ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ শশিভূষণ পাল, গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট এবং ৭।৬ রামকান্ত মিস্ত্রির লেন।
„ হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ ঐ
৫৫ „ গোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ ঐ
„ মথুরাচন্দ্র দে ঐ ঐ ঐ
„ সজলকান্ত দাস ঐ ঐ ঐ
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২ কাশীঘোষের লেন, কলিকাতা।
„ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ ঠাকুর মহাশয়ের লেন, উত্তরপাড়া।
৬০ „ সুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত, বাবুর বাড়ী, আউটসাহি, ঢাকা।
„ চন্দ্রশেখর রায়, বি এ, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।
„ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৫০।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য, স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
„ রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭।৮৮ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬৫ „ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, ৮ সৈয়দসালী লেন, কলিকাতা।
„ হীরালাল দাস গুপ্ত বি এ, ১৩।২ বেণেটোলা লেন, কলিকাতা।
„ অপ্রকাশচন্দ্র মাহাতা, ১৫ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা।
„ কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, আড়কান্দী, বেতাংশা, ফরিদপুর।
„ দীননাথ মজুমদার, ২৯ বাদুড়বাগান লেন, কলিকাতা।

৭০ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, ১৭।৩ বদরীদাস টেম্পল্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ যোগেশচন্দ্র বসু, কাঁথি, মেদিনীপুর।
„ শরচ্চন্দ্র দে, জগন্নাথ কলেজ বোর্ডিং, ঢাকা।
„ হরিদাস সরকার, পুরুলিয়া, মানভূম।
„ যামিনীমোহন রায়, বীরকুৎসা, মাবিনগর, রাজসাহী।
৭৫ „ মণীন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রলাল রায়ের বাটী, কৃষ্ণনগর।
„ শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, স্থলবসন্তপুর। (১৯ সরকার লেন, কলিকাতা)।
„ অশ্বিনীকুমার রক্ষিত, এডওয়ার্ড হোষ্টেল, ভাগলপুর।
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, জামালপুর, ময়মনসিংহ।
„ যতীন্দ্রকুমার সেন, ২৮।১৬ অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
৮০ „ সারদাচরণ ঘোষ, এবংগ্রাম, ফতোয়াবাদ, চট্টগ্রাম।
„ শ্যামাচরণ ঘোষ „ „ „
„ রেবতীরমণ সেন গুপ্ত, শিকারপুর, চট্টগ্রাম।
„ হরিপদ সেন গুপ্ত „ „
„ হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী „ „
৮৫ „ শরচ্চন্দ্র দেব বি এ, জোড়াপুকুর লেন, সিমলা, কলিকাতা।
„ সুরেন্দ্রলাল দাস, ৯ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল, কলিকাতা।
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, ৩৬।৬ বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
„ যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, আন্দুল, আন্দুলমৌরী, হাওড়া।
„ বিনয়কৃষ্ণ সেন, দামোদর, খুলনা।
৯০ „ সতীশচন্দ্র দাস, সৈদেরবালী, মাদারীপুর, ফরিদপুর।
„ যতীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, গুণারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
„ নরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, খাঁটুরা ২৪ পরগণা।
„ মোহিনীকান্ত গুপ্ত, "রজনীকুটীর", ২৮।১৬ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
„ মোহিনীমোহন রায়, টানাদীঘি, গেলিয়া, বাঁকুড়া।
৯৫ „ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ৬।২ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
„ নূরুর রহমান্ খান্ ইউসফজী বি এ, চারাস, বালা, রতনগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
„ পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১১।১।১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা।
„ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গোঁসাইদুর্গাপুর, নদীয়া।
„ সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত, সাহসপুর, বরিশাল।
১০০ „ সত্যেন্দ্রকুমার সরকার, ৬৮এ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ উপেন্দ্রনাথ দে, মালীপুর, শ্রীহট্ট।
„ প্রফুল্লকুমার সরকার, ১১০ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর
„ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ বিজনবিহারী সিংহ, ৩৬।৪ বেণেটোলা লেন, কলিকাতা।
১০৫ „ চারুচন্দ্র ঘোষ, ৩৬।৪ বেণেটোলা লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৬ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
,, জ্ঞানাঙ্কুর আতর্থী, ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, যতীন্দ্রলোচন মিত্র, নিউব্যারাক্, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ।
,, রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৫ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট।
১১০ ,, যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, পল্লিপুরী, চরখাই, শ্রীহট্ট।
,, দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
,, হলধর ভট্টাচার্য্য, মাধুলী বাগ্দেবী টোল, ভাঙ্গাবাজার, শ্রীহট্ট।
,, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১১৮।১ মস্জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট।
,, ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, ৫৯ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
১১৫ ,, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ মণ্ডল ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া।
,, পূর্ণচন্দ্র রায়, পঞ্চবটী কানন, মাণিকতলা।
,, নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত রায়, কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল, ময়মনসিংহ।
,, নবকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ১৪৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
,, অভিলাষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাতরা, চাটমোহর।
১২০ ,, তারানাথ রায়, রাজসাহী।
,, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, ৬ সরকারবাগান, কাশীপুর।
,, রমণীকান্ত নাগ, ৩২।৬ বিডন ষ্ট্রীট।
,, পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, সিংপাড়া, কোলা, ঢাকা।
,, চামেলিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯এ হোগলকুড়িয়া লেন।
১২৫ ,, ফণীন্দ্রনাথ বসু, ৩৬ চক্রবেড়িয়া রোড।
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড।
,, শ্যামাকান্ত দাস, পরাণপুর, মালদহ।
,, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ৫৯ বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
,, নীরোদবিহারী মল্লিক, ২ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
১৩০ ,, যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার বি এস্ সি, ১৩ শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
,, গোপালচন্দ্র নন্দী, জারাগ্রাম, হুগলী।
,, হৃদয়ভূষণ মজুমদার, ৮২ বলরাম দের ষ্ট্রীট।
,, বিভূতিভূষণ ঘোষ মৌলিক বি এ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।
,, শচীন্দ্রভূষণ দাসগুপ্ত, সংস্কৃত কলেজ, কাব্য, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

১৩২২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্

রাজারাও „ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

মাননীয় ডাক্তার „ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, সি আই ই

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ

১৩২২ বঙ্গাব্দের পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
২। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
৩। „ যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এ (অক্সন)
৪। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
৫। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি
৭। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্
৮। „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

১৩২২ বঙ্গাব্দের পুস্তকালয়-সমিতি

১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ
২। „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
৩। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৪। „ বাণীনাথ নন্দী
৫। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি
৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
৭। „ চারুচন্দ্র বসু
৮। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, (এটর্ণি)
৯। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১০। „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
১১। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, (গ্রন্থাধ্যক্ষ)

১৩২০। ১৩২১। ১৩২২ বঙ্গাব্দের জন্য গ্রন্থ প্রকাশার্থ পরামর্শ-সমিতি

(ক) প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমিতি—

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(২) " ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(৩) " নগেন্দ্রনাথ বসু
(৪) " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫) " মৃণালকান্তি ঘোষ

(খ) দর্শন-সমিতি—

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(২) ডাঃ " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
(৩) " ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
(৪) " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(৫) " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

(গ) গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি—

(১) শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু
(২) " " প্রফুল্লচন্দ্র রায়
(৩) " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(৪) " সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫) " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

(ঘ) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব-সমিতি—

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(২) " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
(৩) " নগেন্দ্রনাথ বসু
(৪) " যদুনাথ সরকার
(৫) " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

একবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই একবিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লর্ড কারমাইকেলের পরিষদে আগমন

আলোচ্য বৎসরে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা লোকপ্রিয় লর্ড কারমাইকেলের পরিষৎ মন্দির পরিদর্শনার্থ আগমন এক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সকলেই অবগত আছেন যে, গত তিন বৎসর হইল, বাঙ্গালার রাজসরকার সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সাহায্য-কল্পে বাৎসরিক ১২০০৲ টাকা দান করিতেছেন ও দুই শত খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ক্রয় করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, এই সাহায্যের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রই রাজসরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। এই সাহায্য প্রদান লর্ড কারমাইকেলের সময়েই হইয়াছে। লর্ড কারমাইকেল নিজেও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে মনোযোগী এবং বোধ হয়, প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগবশতই নানাপ্রকার কার্য্যের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও গত ১৯শে মাঘ, শুক্রবার (অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকার সময়) তিনি পরিষৎ মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ও কতিপয় হিতৈষী সদস্য এই উপলক্ষ্যে পরিষদে একত্রিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক শিক্ষাসচিব মাননীয় মিঃ লায়ন, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ মোনাহান, আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সোয়ান প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া পরিষৎ দেখিতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিষৎ মন্দির যথোচিত ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল ও পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্য-সম্ভার, প্রাচীন পুথি, পুস্তক প্রভৃতি সমাগত ব্যক্তিগণকে দেখান হইয়াছিল। এই সমস্ত দেখা শেষ হইলে পর দ্বিতল হলের মধ্যে এক ক্ষুদ্র বৈঠকের অধিবেশন হয়। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ও পরিষৎ-পত্রিকার এক প্রস্থ লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে উপহার প্রদান করেন ও সমাগত সজ্জনবর্গকে সম্বোধন করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

অতঃপর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্যেই সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। লর্ড কারমাইকেল ও প্রাদেশিক শিক্ষা-সচিব মাননীয় মিঃ লায়ন সাহিত্য-পরিষদের পরিদর্শন পুস্তকে পরিষদের কার্য্য সম্বন্ধে যে অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গবর্ণর বাহাদুরের অভিমত

I was delighted at being asked to visit the building of the Bangiya Sahitya-Parisad of which I had heard much praise. What I saw proved to me that praise I heard was very well deserved. The Library is good and the Museum very interesting. I think the society is to be congratulated on the work it is doing. I am grateful for the books which the members have presented to me, and am looking forward to again visiting the Museum and seeing the collections at sometime when I can stay longer in the building. If I can anytime help the society, I shall be glad to do my best, for I think the society is helping Bengal.

(Sd.) CARMICHÆL,
Governor of Bengal.
2nd. February, 1915.

মাননীয় মিঃ পি, সি, লায়ন মহোদয়ের অভিমত

I am glad to have had an opportunity of visiting the home of the Bangiya-Sahitya-Parisad. I am informed on high authority that its literary work is of the best quality and has earned for the society a notable reputation in European countries. At the present time such work is of very special value to the Bengalee language and to Bengal.

(Sd.) P. C. Lyon.
5·2·15

(এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল)

লালগোলার রাজা

পরিষদের সদস্যগণের নিকটে লালগোলার স্বনামধন্য বদান্যপ্রবর রাজা বাহাদুরের সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে লালগোলার রাজা বাহাদুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবার উপযুক্ত। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি রাজা বাহাদুরের স্নেহের অবধি নাই। রাজা বাহাদুরের কৃপা না হইলে পরিষদের এই দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইত না, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত পরিষৎ এত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন না, সাহিত্য ও সাহিত্যিকদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকিলে, এত দিনে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক-সংগ্রহ এক স্থানে রাখা সম্ভবপর হইত না। পরিষদের চিত্রশালা এবং গ্রন্থশালাও রাজা বাহাদুরের স্নেহ-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আলোচ্য বৎসরে রাজা বাহাদুরের পরিষদের প্রতি স্নেহের এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের অনেকগুলি নূতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রাজা বাহাদুরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এখানে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের পরিচয় সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। সকলেই অবগত

আছেন যে, রাজা বাহাদুর পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ১২৫০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। গত ১৬ই শ্রাবণ, ১৩২১, ইং ১।৮।১৪ তারিখে রাজা বাহাদুর পত্রদ্বারা পরিষৎকে জানান যে, তাঁহার প্রস্তাবিত কতিপয় সর্ত্ত (যাহার বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল) অনুসারে তিনি পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ১২৫০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ২২শে শ্রাবণ ১৩২১ তারিখের অধিবেশনে রাজা বাহাদুরের প্রস্তাবিত সমস্ত সর্ত্তই গ্রহণ করেন ও পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিবার জন্য পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় লালগোলাতে প্রেরিত হন। ইহাঁরা যথাসময়ে লালগোলাতে উপস্থিত হইলে রাজা বাহাদুর ইহাঁদের হস্তে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত ১২৫০০৲ টাকা ও আরও ৫০০৲ টাকা, মোট ১৩০০০৲ তের হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ সমর্পণ করেন।

লালগোলার রাজা বাহাদুরের সহিত পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক যখন দেখা করেন, তখন সম্পাদক রাজা বাহাদুরের নিকট বেদান্ত-দর্শন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ভাষ্য এবং প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি বঙ্গানুবাদ সহ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, সেইগুলি উপযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনূদিত করাইয়া প্রকাশ করিবার জন্য ব্যয়-ভার গ্রহণ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। রাজা বাহাদুরের বদান্যতা এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এত অধিক যে, সম্পাদকের ঐ অনুরোধ শুনিবামাত্র তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া ঐ সকল গ্রন্থপ্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেন। তদবধি পরিষৎ ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কার্য্যটি অতীব দুরূহ; সুতরাং পরিষৎ এখনও ঐ কাজে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, বলা যায় না। ভরসা আছে যে, শীঘ্রই উহার একটি সুবন্দোবস্ত করিতে পারা যাইবে। রাজা বাহাদুরের এই বদান্যতার কথা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালই উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং উহা চিরদিনই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা উদ্দীপিত করিবে। আমরা আশা করি যে, রাজা বাহাদুরের এই মহৎ দৃষ্টান্ত দেশীয় মাতৃভাষানুরাগী ধনি-সম্প্রদায়ের চিত্তাকর্ষণ করিবে এবং আমাদের মাতৃভাষা যাহাতে অদূরে নানা উপচারে ভূষিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইবে। রাজা বাহাদুরের উদারতা এবং বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এই প্রকার মুক্তহস্ততার জন্য পরিষৎ যে কি ভাবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, তাহার নিমিত্ত যথোচিত ভাষা সংযোজিত করা সম্ভবপর নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রাজা বাহাদুরের নিকট নানা প্রকারে এবং অসংখ্য ভাবে ঋণী। তিনি প্রতি বৎসরই নূতন নূতন বদান্যতার দ্বারা এবং নানা কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া পরিষৎকে যে ভাবে ঋণজালে আবদ্ধ করিতেছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তবে তাঁহার অভিষ্ট কার্য্যগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলে, রাজা বাহাদুর অবশ্যই তৃপ্তি লাভ করিবেন এবং দিন দিন আরও নূতন নূতন কাজে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি যাহাতে

সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহা সর্ব্বতোভাবে করা। পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রের নিকট এই বিষয়ে সাহায্য এবং সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি।

সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের নাম অবিদিত নাই। ইহাঁর প্রণীত সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম এক অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। রাজা বাহাদুর নিজ ব্যয়ে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতেছেন ও প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত প্রথম ভাগের মূল্য ১৫৲ টাকা। রাজা বাহাদুর এই প্রথম ভাগের ৯০০ শত খণ্ড পুস্তক পরিষৎকে দান করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি (গত ২৩শে ভাদ্র তারিখে) আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত রাজা বাহাদুরের এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। (রাজা বাহাদুরের দান সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল)।

বান্ধব

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে কেহ পরিষদের বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই যে দিন পরিষৎ নিজ মন্দিরে প্রবেশ করেন, সেই দিন মহিষাদলের রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর ও নাড়াজোলের রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর প্রত্যেকে পরিষদের স্থায়ী তহবিলে পাঁচ সহস্র টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দান অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, ইহাঁরা অচিরে স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন ও বান্ধবশ্রেণীভুক্ত হইয়া পরিষৎকে গৌরবান্বিত ও মাতৃভাষার অনুশীলনে প্রোৎসাহিত করিবেন। বঙ্গদেশে ধনশালী সহৃদয় ব্যক্তির অভাব নাই এবং এই সমস্ত ধনশালী মহানুভব ব্যক্তিদিগকে বান্ধবপদ গ্রহণ করিবার জন্য পরিষৎ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

সদস্য

গত বৎসরের আরম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল ;—

বিশিষ্ট	... ...		১২
আজীবন	... ...		৫
অধ্যাপক	... ...		৪
সহায়ক	... ...		১৫
সাধারণ	... ...		১৯৯২
	কলিকাতা ...	৮২৮	
	মফস্বল ...	১১৬৪	
		১৯৯২	২০২৮

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতাবাসী ৮২৮ জন সাধারণ সদস্যমধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৩ জন সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন ও এক জন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ৫৩ জন কলিকাতাবাসী পরিষদের সাধারণ-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে মফস্বলের সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা ১১৬৪ ছিল, তন্মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৫ জন সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন ও ৯৮ জন মফস্বলবাসী পরিষদের সাধারণ-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী সদস্যমধ্যে ১৭ জন মফস্বলে চলিয়া গিয়াছেন এবং মফস্বলবাসী ২৬ জন

কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতার সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা ৮৭৮ এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ১২৩৩ দাঁড়াইয়াছিল এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২১১১ হইয়াছিল।

আজীবন-সদস্য

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কোনও নূতন আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

বিশিষ্ট-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারিয়া পরিষৎ নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে সাহিত্য-সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে পরিষৎ নানা উপায়ে সম্মানিত করিতে পারেন এবং এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রধান। রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিদ্যা ও মনীষা সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অনাবশ্যক। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত। এই মাতৃপূজার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইহার উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জন্য তিনি দেশীয় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশেষতঃ তিনি অদ্যাপি অসুস্থ শরীরে পরিষদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার নিকট যথোপযুক্ত ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অসম্ভব। আলোচ্য বর্ষের শেষে বিশিষ্ট-সদস্যের সংখ্যা ১৩ জন ছিল।

অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বৎসরে নূতন কেহই অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। অধ্যাপক-সদস্য-গণের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মাধ্বভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য মাধ্বভাষ্য এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহ আলোচনায় নিযুক্ত আছেন এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় শ্রীভাষ্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, অন্যান্য অধ্যাপক-সদস্যগণও এই ভাবে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত রত্নরাশি উদ্ধার করিয়া তাহা মাতৃভাষার আবরণে বঙ্গবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবেন।

মৌলবী-সদস্য

যেরূপ সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার লুক্কায়িত রহিয়াছে, আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু-সাহিত্যের মধ্যেও সেইরূপ অনেক রত্নরাজি নিবদ্ধ আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ ১২শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ৭ শত বৎসরের বাঙ্গালার, এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস আরবী, পার্শী সাহিত্যিক-গণের সাহায্য ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইতেই পারে না। এই সমস্ত কারণে আলোচ্য বৎসরে মৌলবী-সদস্য নামক নূতন এক সদস্য-শ্রেণী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়া নিজ দেশের

ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির সবিশেষ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মৌলবী-সদস্যের নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল। আলোচ্য বৎসরে কেহই মৌলবী সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

মৌলবী-সদস্যের নিয়মাবলী

১১। মোক্তাব ও মাদ্রাসার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী,—কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১২। মৌলবী-সদস্যের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে না।

গত বৎসরেও কার্য্যবিবরণীতে মুসলমান সদস্যের ন্যূনতা বিষয়ে উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। পরিষদের সদস্য-সংখ্যার মধ্যে মুসলমান-সদস্যের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ইহা যে অত্যন্ত দুঃখের ও আক্ষেপের বিষয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে আমরা আমাদের সহৃদয় মাতৃভাষানুরাগী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঈশ্বরেচ্ছায় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে কৃতী লেখকের অভাব নাই। বঙ্গভাষার উন্নতিতে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সমান স্বার্থ ও অধিকার। শিক্ষিত মুসলমানগণ কেন যে পরিষৎকে তাঁহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা এই মাতৃভাষার মন্দিরে সম্মিলিত হইয়া মাতৃপূজায় যথাযথ সহায়তা করুন। ভরসা করি, আগামী বৎসর এই আক্ষেপোক্তি আর করিতে হইবে না। পরিষদে যাহাতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রতি প্রত্যেক সদস্যেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সহায়ক-সদস্য

এই বর্ষের প্রারম্ভে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ১৫ জন ছিল। আলোচ্য বর্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি অনেক দিন হইল, বিশেষ দক্ষতার সহিত আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য আছে। শ্রীজীব গোস্বামি-রচিত সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্ব-সংবাদিনী নামক গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অন্যান্য সহায়ক-সদস্যগণ নানা উপায়ে পরিষদের হিতজনক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে অন্যতম সহায়ক-সদস্য অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষের শেষে সহায়ক সদস্য-সংখ্যা ১৫ জন ছিল। আশা করা যায়, সহায়ক-সদস্যগণ যথাসাধ্য পরিষৎকে সহায়তা করিয়া ইহার মুখোজ্জ্বল করিবেন।

এইরূপে বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ হয়,—

বিশিষ্ট সদস্য	...	...	১৩
আজীবন	...	...	৫
অধ্যাপক	...	...	৪
সহায়ক	...	...	১৫
সাধারণ	...	...	২১১১
কলিকাতা	...	৮৭৮	
মফস্বল	...	১২৩৩	
		২১১১	২১৪৮

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে দেখা যায় যে, পরিষদের সদস্য-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা যে পরিষদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পরিষদের সদস্য-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বটে, কিন্তু পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সদস্য-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে শিক্ষিতগণের যতগুলি সঙ্ঘ আছে, তাহাদের কোনটির বার্ষিক চাঁদা পরিষদের চাঁদার মত অল্প নহে। দিনান্তে একটি মাত্র পয়সা মাতৃপূজার মন্দিরের জন্য পরিষদের ভিক্ষা। পক্ষান্তরে এই ভিক্ষার ফলস্বরূপ সদস্যগণ যাহা পাইবেন, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। বৎসর বৎসর প্রকাশিত চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্তি ব্যতীত পরিষদের প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থ বিনামূল্যে ও কোন কোন গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প মূল্যে পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক সদস্যেরই আছে। এই প্রকার অর্দ্ধমূল্যে গ্রন্থ পাওয়ার অধিকার সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা, সকল সদস্যের গোচরে আনয়ন করা এখানে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, গ্রন্থ মুদ্রণের যে ব্যয় হইবে, সেই ব্যয় অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক মূল্য দিলেই, প্রত্যেক সদস্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য বৎসরে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থখানি ৫০ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতে চারিখানি হাফটোন চিত্র আছে। সদস্যগণের পক্ষে এই গ্রন্থের মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র স্থির করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গভাষার সেবার বিমল আনন্দ উপভোগ ব্যতীত আরও নানা উপায়ে পরিষদের সদস্যগণ লাভবান্ হইতে পারেন। এই সমস্ত কারণে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, লেখাপড়া করেন, তাঁহাদের সকলকেই সদস্যরূপে পাইবার আশা করা পরিষদের পক্ষে কিছুই দুরাশা নহে। আমরা আশা করি, পরিষদের সদস্য-সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে ও ক্রমশঃ উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব দূরীভূত হইবে। দেশবাসী সকলকেই মাতৃপূজার মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইবার জন্য আমরা সসম্মানে এবং সাদরে সকলকে আহ্বান করিতেছি।

মৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২ জন সদস্য পরলোকগমন করিয়াছেন ইহাঁদের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ও বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন এবং ইহাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

(১) ৺ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়,—আমাদের দেশস্থ যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশ লাভ করিয়াছেন, ডাঃ অঘোরনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ইনি অনেক দিন সুনিপুণতার সহিত হায়দ্রাবাদে শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি ১৩২০ সালে পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যের সহিত ইহাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। যাহাতে দেশীয় ভাষাতে উচ্চ শিক্ষার প্রচলন হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা তিনি তাঁহার জীবনের শেষ বয়সের মুখ্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরিষদের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

(২) ৺অনন্তকুমার দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল্,—ইনি গত ১৩২০ সালে পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। এই অল্প সময় মধ্যে তিনি পরিষদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। পরিষৎ এই বন্ধুর মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

(৩) ৺অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ,—অনাথ বাবু পরিষদের একজন প্রাচীন বন্ধু। গত ১৩০৫ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা মেট্রপলিটন কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতেন ও পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন ও তিনি অনেকগুলি পরিভাষা নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরিষৎ এই সদস্যের অকাল-মৃত্যুতে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত।

(৪) ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন,—বর্দ্ধমান দেমুড়নিবাসী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নাম সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহে। তিনি গত ১৩১৬ সালে পরিষদের বিশেষ সদস্য, তৎপরে ইহার সহায়ক-সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুথি ও মূর্ত্তি সংগ্রহ দ্বারা পরিষদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠের জন্য ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রাজসাহীর "হিন্দুরঞ্জিকা" ও "রাজসাহী-সংবাদ" পত্রে তাঁহার পদ্য ও গদ্য অনেক রচনা বাহির হইয়াছিল। তাঁহার রচিত পত্রাষ্টক কাব্য, সুভদ্রাহরণ কাব্য, বঙ্গরত্ন, শ্রীনিত্যানন্দ নাটক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ, অনেক গান ও কবিতা আছে। তাঁহারই পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের শেষের তিনটি অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়া কালনায় "পল্লীবাসী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ এই প্রাচীন সাহিত্যিকের মৃত্যুতে একজন প্রকৃত কর্ম্মী বন্ধু হারাইয়াছেন।

(৫) ৺অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্ এ,—ইনি পরিষদের একজন বহু পুরাতন সদস্য ছিলেন। গত ১৩০৩ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। ইনি ঢাকা কলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি গণিতের অনেক পুস্তক

লিখিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব হইল। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

(৬) ৺ তারাপ্রসন্ন মিত্র—বেঙ্গলী পত্রের কর্ম্মাধ্যক্ষ তারাপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের নাম সকলেরই পরিচিত। তিনি গত ১৩১৭ সালে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। ইনি পরিষদের হিতসাধনে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে সাহায্য করিতেন। ইহাঁর অকাল-মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত।

(৭) ৺ ধন্নূলাল আগরওয়ালা বি এ, এটর্ণি,—ইনি সাহিত্য-পরিষদের অতি প্রাচীন সদস্য এবং বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। বিদেশী হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় ইহাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল ও নিজে বাঙ্গালায় নাটকাদি লিখিতেন। ধন্নূবাবু জৈন ছিলেন, স্বধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল ও জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গালায় ভাষান্তর করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধন্নূবাবুর অকাল-মৃত্যুতে পরিষদের একজন বিশেষ বন্ধুর অভাব হইয়াছে। ১৩০৮ সালে ইনি সদস্য হইয়াছিলেন।

৮। ৺ নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্,—চট্টগ্রামের এই প্রাচীন সাহিত্যিক ও সুকবি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত ছিলেন না। তিনি মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রঘুবংশের পদ্যানুবাদ সর্ব্বজনবিদিত। তিনি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ের অনুবাদ করিয়া, মাঘের শিশুপালবধ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি মেঘদূতেরও কতক অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করিতেন ও তৎপ্রণীত Geography of Ancient India প্রসিদ্ধ পুস্তক। তিনি পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ পরিষদে এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ১৩১৪ সালে ইনি সদস্য-পদ গ্রহণ করেন।

৯। ৺ নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—ইনি পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন। গত ১৩১৮ সালে ইনি সদস্য-পদ গ্রহণ করেন।

১০। ৺ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল—ইনি ১৩১৫ সালে পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। ইহাঁর অকাল-মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

১১। ৺ প্রিয়নাথ ঘোষ এম্ এ,—প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় কুচবিহার-রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। ইনি পরিষদের একজন প্রাচীন বন্ধু ও সদস্য ছিলেন। ইহাঁরই চেষ্টায় স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর পরিষদের আজীবন-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর অকাল-মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ১৩০১ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন।

১২। ৺ বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়,—এই সদস্য পরিষদের কার্য্যে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। ইনি গত ১৩১৮ সালে পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

১৩। ৺ বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল,—ইনি হুগলীর উকীল ছিলেন। ব
মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন বলিয়া বিষ্ণু বাবু বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের নিকট বিশে
পরিচিত ছিলেন। অধুনালুপ্ত "পূর্ণিমা" নামক অতি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সহি
ইনি বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচী
"নবজীবনে" ইহাঁর রচনা বাহির হইত। সেই সময় হইতেই ইনি সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠ
লাভ করেন। চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনে বিষ্ণু বাবু একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। ইহাঁর
অকালমৃত্যু হইয়াছে। ১৩১৬ সালে ইনি পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

১৪। ৺ মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী—গত ১৩১৭ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। পরিষদের মাসিক অধিবেশন ও অন্যান্য কার্য্যে ইনি উৎসাহ সহকারে যোগদান
করিতেন।

১৫। ৺ মধুসূদন রায় বি এল্—ইনি দিনাজপুরের একজন উৎসাহী উকীল ছিলেন
ও দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট থাকিতেন। ১৩১৭ সালে ইনি পরিষদের
সদস্য-পদ গ্রহণ করেন।

১৬। ৺ মহেন্দ্রলাল দাস বি এল্—চট্টগ্রামের এই সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ
দুঃখিত। চট্টগ্রামের বিগত সাহিত্য-সম্মিলনে ইনি বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া-
ছিলেন। স্থানীয় শাখা-পরিষদের অধিবেশনে ইনি প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। গত ১৩১৯ সালে
ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৭। ৺ যামিনীকান্ত বসু বি এল্—১৩১৭ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। ইনি পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন।

১৮। ৺ শম্ভুচন্দ্র রায়—গত ১৩২০ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯। ৺ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—ইনি সাহিত্য-পরিষদের একজন অতি পুরাতন
সদস্য। ১৩০৬ সালে ইনি ইহার সদস্য হন। তাহার পর ১৩০৯ সাল হইতে তিনি প্রতি
বৎসর ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়া আসিতেছিলেন। এ বৎসরেও তিনি
নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে তাঁহার উৎসাহ এবং আগ্রহ
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনগুলিতে তিনি প্রায়ই উপস্থিত
থাকিতেন ও উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সম্মিলনগুলিতেও তিনি
বিশেষ উৎসাহ সহকারে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতেন। নানা কারণে
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন
না। শৈলেশ বাবু সুলেখক ছিলেন; তাঁহার লিখিত ছোট ছোট উপন্যাস গ্রন্থ বাঙ্গালীর
বিশেষ আদরের পাঠ্য। গল্প রচনায় তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"
যখন পূর্ব্বে একবার ৺সঞ্জীবচন্দ্রের হাত হইতে ডুবিয়া যায়, তখন ইহাঁরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার সম্পাদন-ভার লইয়া কিছু দিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া-
ছিলেন। কিছু দিন পরে যখন বঙ্গদর্শন সত্য সত্যই লুপ্ত হইয়া গেল, তখন হইতে কিছু দিন
পর্য্যন্ত সাহিত্য-সংসারে তাহার অভাব অনুভূত হইতেছিল। ১৩১৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে

এ দেশে মাসিক পত্র প্রচারের কিছু আতিশয্য ঘটিয়াছে। এই সময়ে ৺ শৈলেশ বাবুর মনে "বঙ্গদর্শনে"র পুনঃ প্রকাশের কথা উঠে। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে ১৩০৮ সাল হইতে "বঙ্গদর্শনে"র নব পর্য্যায় প্রকাশ আরম্ভ করেন। তদবধি বেশ দক্ষতার সহিত বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। ৺ শৈলেশচন্দ্র এই সুদীর্ঘ সাহিত্য-সেবার মধ্যে দেশহিতকর আর একটি বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেটি তাঁহার জমীদারী কলেজ। শৈলেশচন্দ্র স্বয়ং জমীদারী কার্য্যের সকল বিভাগে কার্য্য করিয়া বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের এষ্টেটে তিনি জমীদারীর সকল বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া শেষে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুইটি সুবৃহৎ জমীদারের সেরেস্তায় কাজ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান কালের কেবল কলেজের উচ্চশিক্ষায়-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা অথবা পল্লীগ্রামের মাইনার, ছাত্রবৃত্তি বা ইউ পি স্কুলের ছাত্রগণ দ্বারা জমীদারীর কোন কার্য্যই চলিতে পারে না। সে কালের কিতাবতী বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপযোগী যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহা এখন দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, পাটোয়ার, সুমারনবীশ, আমিন, মুহুরী, কারকুন প্রভৃতির কার্য্য শিখাইবার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিবেচনায় ৺শৈলেশচন্দ্র বহু জমিদারীর ম্যানেজারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতায় একটি জমিদারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সুখের বিষয়, এই অল্প দিনের শিক্ষায় এখানকার শিক্ষিত কয়েকজন ছাত্র কয়েকজন প্রসিদ্ধ জমিদারের সেরেস্তায় চাকুরী লাভ করিয়াছেন। ৺শৈলেশচন্দ্র ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটের সম্মানকর পদ ত্যাগ করিয়া নিজে এই কলেজের শিক্ষকতা করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুঃস্থ সাহিত্য-সেবিগণকে মধ্যে মধ্যে যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিতেন। এইরূপে শৈলেশচন্দ্র সাহিত্যের ও সমাজের কল্যাণে নানাবিধ কার্য্য করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন। ৪৮ বৎসর বয়সে গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

২০। ৺শ্যামলকৃষ্ণ বসাক এল, এম, এস,—১৩১৩ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন।

২১। ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১৩১৮ সালে ইনি সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের জন্য প্রাচীন মুদ্রা ও পুস্তক উপহার দিয়া পরিষদের কার্য্যে ইনি সাহায্য করিতেন ও সাহিত্য-সম্মিলনগুলিতে প্রায় যোগদান করিতেন। ইনি ময়মনসিংহের নবগ্রাম সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

২২। ৺ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়—দিনাজপুরের এই প্রাচীন সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। ১৩০৭ সালে ইনি পরিষদের সদস্য হন ও তদবধি পরিষদের প্রতি ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ইনি দিনাজপুর রাজবংশের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

২৩। ৺ ডাঃ হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্,—১৩১৬ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। পরিষদের, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বঙ্গভাষায় ইনি চিকিৎসা-শাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

২৪। ৺ রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ— গত ১৩১৪ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি কান্দী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তৎপরে তিনি দিনাজপুরের মহারাজের এষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব-ভার লইয়াছিলেন। তিনি নানা দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রণী থাকিতেন।

সাহিত্য-পরিষদের পূর্ব্বোক্ত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েক জন প্রথিতনামা সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁদের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

১। ৺ কিশোরীমোহন রায় পাবনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা হইবার জন্য যে সাহিত্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে, কিশোরী বাবু তাহার সভাপতি ছিলেন। তিনি পাবনার "সুরাজ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কয়েকখানি পুস্তক রহিয়াছে।

২। ৺ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ—ইনি একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিশাস্ত্র-সম্পর্কীয় প্রায় ৭৫ খানি গ্রন্থ ইনি লিখিয়া গিয়াছেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা সভা-সমিতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

৩। ৺ কৈলাশচন্দ্র সিংহ—ইনি একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন এবং ইংরাজি ও বাঙ্গালায় তাঁহার অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার লাইব্রেরীর ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে একজন বন্ধু হারাইয়াছেন।

৪। ৺ সার তারকনাথ পালিত—সার তারকনাথ পালিতের নাম ভারতবর্ষে সকলেই চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবেন। তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে যে অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার স্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

৫। ৺ দেবীদাস করণ—ইনি মেদিনীপুরের "মেদিনী-বান্ধব" পত্রিকার সম্পাদকরূপে বহু কাল বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছেন।

৬। ৺ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল—ইনি সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। যাবজ্জীবন কোন না কোনরূপে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছেন। পাঠশালার পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে ইহাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। নৃসিংহ বাবুর পরিমিতি, জমীদারী, মহাজনী, বাজার হিসাব প্রভৃতি নানা বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাহিত্য-সভা স্থাপিত হইবার পর হইতে ইনি সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং বহু বৎসর ঐ পত্রিকা পরিচালন করেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার প্রচুর প্রতিষ্ঠা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য-পদে ইনি বহু বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৭। ৺ মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন—ঢাকা সারস্বত-সমাজের অগ্রণী মহামহোপাধ্যায়

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গের পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি যেমন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জন্ত সারস্বত সমাজের উন্নতি-চেষ্টা করিতেন, তেমনি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতেন। বার্দ্ধক্য সত্বেও তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে কয়েক বার উপস্থিত হইয়া সারগর্ভ উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন।

৮। ৺ রায় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর—তাড়াসের রায় বনমালী রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে বৃন্দাবনে বাস করিতেন ও বৃন্দাবনে ছাপাখানা করিয়া স্বব্যয়ে বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ ইহাঁর মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

৯। ৺ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন—স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম বঙ্গদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজ চিরদিন ভক্তিসহকারে স্মরণ রাখিবেন। শেষ জীবন তিনি কাশীতে অতিবাহিত করেন এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০। ৺ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়—ইনি স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ ভাগ উড়িষ্যা দেশে থাকিতেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার লিখিত "পুলিশ ও লোকরক্ষা" এবং "৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী" অনেকেই পাঠ করিয়াছেন।

১১। ৺ রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম কেবল বাঙ্গালায় বা ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতেই তিনি ঐ জন্য সম্মানকর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহে ও আলোচনায়, বাদসাহী আমলের সঙ্গীতের আলোচনায়, শাস্ত্রোক্ত বাদ্যযন্ত্রসমূহের সংগ্রহে ও নির্ম্মাণে, সঙ্গীতের শিক্ষাদানে রাজা বাহাদুর যেরূপ যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা না করিলে বোধ হয়, এ দেশ হইতে সঙ্গীত-বিদ্যার লোপ হইত। রাজা বাহাদুর তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষার গুরু ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে ইংরাজীর অনুকরণে স্বরলিপি রচনার উপায় উদ্ভাবন করেন। শাস্ত্রোক্ত অনেক কথার পরিভাষিক শব্দ রচনা করেন এবং একতানবাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়ে তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নানাবিধ তন্ত্রযন্ত্র বাজাইবার তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। নাট্যশাস্ত্রেও ইহাঁর অধিকার ছিল। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র আলোচনায় এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি কলাপ ব্যাকরণের অনুকরণে সঙ্গীত-শাস্ত্রের সূত্র-সকল রচনা করিয়া "গান্ধর্ব্ব-কলাপব্যাকরণং" নামে একখানি সঙ্গীত-বিদ্যায় অভিনব ব্যাকরণ রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের প্রণীত "মণিমালা" পাঠে

দেখা যায় যে, তিনি দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যের সহিতও সুপরিচিত ছিলেন। রাজা বাহাদুর বহু বিদ্যায় পণ্ডিত, সদালাপী, অমায়িক ও আচারবান্ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে কেবল সাহিত্য-পরিষদের নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের ক্ষতি হইল, বলিতে হইবে।

বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্য-বিবরণ ও ১৩২১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও যথারীতি গৃহীত হয়। অতঃপর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরের পরিষদের বান্ধব-পদ গ্রহণ, রঙ্গপুর তাজহাটের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুরের আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ ও বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিশিষ্ট-সদস্যপদে নির্ব্বাচন-সংবাদ সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলে পর সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন-কার্য্য শেষ হয়।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের ১২শ নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলে পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন (এই অভিভাষণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার একবিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)। অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নির্ব্বাচিত হন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচনের ফল বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে বিজ্ঞাপিত অন্যান্য কার্য্য শেষ হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আলোচ্য বর্ষেও সভাপতি মহাশয় অন্যান্য নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যেরূপভাবে পরিষদের সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। তাঁহার স্নেহবারিসিঞ্চনে যে এই পরিষৎ-বৃক্ষ অচিরে এক মহামহীরুহে পরিণত হইতে পারিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গত বর্ষের ন্যায় এই বর্ষেও সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে আলোচনা-সভার কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছিল।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদির তালিকা

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩রা শ্রাবণ

১। বাঙ্গালা প্রত্যয়—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল।

২। বাঙ্গালায় নেতিবাচকের প্রয়োগ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, এম আর এ এস্।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৩১শে শ্রাবণ

৩। ১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

৪। দয়ারাম দাস ও সারদাচরিত্র—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৫শে ভাদ্র

৫। দেওপানি গোসানী—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৯শে কার্ত্তিক

৬। রঙ্গপুরের ভাষার ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২০ অগ্রহায়ণ

৭। ধর্ম্মপূজাবিধি—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। সুবর্ণবিহার স্তূপ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৫ই পৌষ

৯। দশাবতার মূর্ত্তিযুক্ত তাম্রফলক—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৯ই ফাল্গুন

এই দিন মাননীয় গোখলে মহোদয় পরলোক গমন করায় তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই অধিবেশনের কার্য্য বন্ধ রাখা হয়।

স্থগিত সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১৪ই চৈত্র

১০। ভাষার উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, এম আর এ এস্।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৪ই চৈত্র

১১। লক্ষৌ সহরের নামের উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

১২। উদ্ভিদে গৌণ-কোষ বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এসসি, এল এম এস্।

১৩। একখানি সত্যপীরের পাঁচালী—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

নবম মাসিক অধিবেশন—২৬শে বৈশাখ, ১৩২২

১৪। শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

দশম মাসিক অধিবেশন—২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

১৫। গুপ্ত-বলভী-সংবৎ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

এই সমস্ত অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির তালিকা

বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১। একটি পদ্মপাণি বৌদ্ধমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু মহাশয়দ্বয় প্রদত্ত।

২। ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরে গালার রংয়ে সোনার অক্ষরে লেখা একখানি পুথির পাতা—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় প্রদত্ত।

৩। শিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয়—শিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪। তেঙ্কুর গ্রন্থমালা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ প্রদত্ত।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৫। বাঁশে লেখা ঠিকুজী—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৬। ভবনগর রাজ্যে প্রাপ্ত একখণ্ড প্রস্তর— শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

৭। মহারাজ-গীলায় অবস্থিত গুহামন্দিরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৮। "লঘুকালচক্রটীকা বিমলপ্রভা" (হরিবর্ম্মা দেবের রাজত্বকালে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত।

৯। নিম্নলিখিত প্রাচীন তাম্রমুদ্রা ১১টি—শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি ও শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয়দ্বয় প্রদত্ত।

(ক) কার্ষাপণ

(খ) ঐ ১ পৃষ্ঠে হস্তী, অপর পৃষ্ঠে বোধিবৃক্ষ, সুমেরু ও মিশরদেশীয় ক্রস্।

(গ) ঐ প্রথম পৃষ্ঠ পূর্ব্বোক্তরূপ, অপর পৃষ্ঠ অস্পষ্ট।

(ঘ) ঐ সুমেরু ও হস্তী উভয় পৃষ্ঠে।

(ঙ) ঐ সুমেরু, বোধিবৃক্ষ ও কুশময় ব্রাহ্মণ, অপর পৃষ্ঠে হস্তী ও স্বস্তিক।

(চ) ঐ হস্তী, মিশরদেশীয় ক্রস্ (Crux Asanta), Symbol of Life ব্রাহ্মী "ম" Tourine Lyon type.

(ছ) জৌনপুরের শার্কীবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম সাহের তাম্রমুদ্রা, ৮৪৩ হিঃ।

(জ) ঐ ঐ মহমুদসাহের তাম্রমুদ্রা তিনটি (রাজ্যকাল ১৪৪০-১৪৫৮।

(ঝ) খিলজীবংশীয় আলাউদ্দিন মহম্মদ সাহের তাম্রমুদ্রা, সুরিত্রাণ শ্রীঅলাবদীন।

(ঞ) বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের নামাঙ্কিত লক্ষ্ণৌয়ের নবাব উজীরবংশের তাম্র-মুদ্রা, রাজ্যাঙ্ক ২৬। ১২৩৩ হিজরী।

১০। হরিদাস ঠাকুরের পাটের চিত্র—শ্রীযুক্ত মনীগোপাল মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

১১। বৈদিক যজ্ঞীয় উপকরণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এইগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

১২। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাকৃতিক ভূগোল সংক্রান্ত মানচিত্র—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৩। অষ্টভুজ গণেশমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত।

১৪। বিষ্ণুমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত।

১৫। কেস্থুর পুথি (১২ খানি)—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত।

নবম মাসিক অধিবেশন

১৬। বিষ্ণুপুরের তাস—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৭। বরাহমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী।

১৮। হর-গৌরীমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী এম্ ডি।

১৯। অট্টহাসের চামুণ্ডামূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

২০। কূর্ম্মমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

২১। বিষ্ণুমূর্ত্তি— ঐ ঐ

২২। ঐ শ্রীযুক্ত ডাঃ উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ ডি।

২৩। ঐ শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

২৪। ঐ শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায়।

২৫। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের সুবর্ণমুদ্রা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৬। বরাহমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ মজুমদার।

২৭। ঐ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক প্রভৃতি।

২৮। হস্তিমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত প্রাণগোবিন্দ দাস বিশ্বাস।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৬ই শ্রাবণ

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় (টেকচাঁদ ঠাকুর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আলোচ্য বৎসরে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় "বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য অনেক মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া মৃত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং তাঁহার

স্মৃতির উদ্দেশ্যে বহু সম্মান প্রদর্শন করেন। সাহিত্যিকের শতবার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান বোধ হয়, এই প্রথম।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৯ই ফাল্গুন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর মহোদয়ের পরলোকগমনে এই অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাস্থবির গুণালঙ্কার ভিক্ষু, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয়গণ এই অধিবেশনের কার্য্যে যোগদান করেন। অতঃপর এই অধিবেশনে অন্যান্য কয়েকটি কার্য্য সম্পাদনের পর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে জাপানী শ্রীযুক্ত রিথাও কিমুরা মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাতে একটি বক্তৃতা করেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিজে তাঁহাকে একটি সুবর্ণপদক উপহার প্রদান করেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

এই অধিবেশনে স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ব্যয়ে অঙ্কিত ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি এই অধিবেশনে স্বর্গীয় কবির গুণগান করেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

পরিষদের নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রওশন আলী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৯টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে।

প্রতি বর্ষের ন্যায় এ বৎসরেও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নানারূপ কার্য্য আলোচনার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্যমধ্যে মৌলবী-সদস্য সম্বন্ধে নিয়মাবলী গঠন, শাখা-পরিষৎ সম্বন্ধে নিয়মাবলী গঠন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দান ও পরীক্ষা গ্রহণের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা, পরিষদের যে সমস্ত গ্রন্থাদি মুদ্রিত হয়, তাহাদের মুদ্রণের ব্যয় প্রভৃতি নির্দ্ধারণ জন্য শাখা-সমিতি গঠন, হালসিবাগান রোড ও হোগলকুড়িয়া গলিকে "সাহিত্য-পরিষৎ-রোড" নামে নামান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করা, স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য ন্যাসরক্ষক নিয়োগ, ক্যাম্বেল স্কুলে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষাদান পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য রাজ-সরকারের নিকট আবেদন প্রেরণ প্রভৃতি কার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিষদের নানাবিধ কার্য্য পরিচালন জন্য গত বর্ষে যে সকল শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সদাশয় ও পরিষদের প্রতি স্নেহশীল ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সেই সমস্ত শাখা-সমিতির কার্য্যে সহায়তা করাতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় নির্ব্বাচিত হন। প্রবোধ বাবু দুই বৎসর বিশেষ উৎসাহ ও অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপর মুখ্যতঃ গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশের ভার ছিল। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পরিষদের প্রতি ব্যোমকেশ বাবুর যে অনুরাগ আছে সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপর চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান, সভা-সমিতি আহ্বান ও কার্য্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। তিনি পরিষদের কার্য্য যে ভাবে আন্তরিক যত্ন সহকারে এবং দক্ষতার সহিত করেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্বকার কার্য্যবিবরণীতে সবিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা পরিষদের আভ্যন্তরীন অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, পরিষদের কাজে তিনি কি প্রকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তিনি পরিষদের কাজে যে প্রকার উৎসাহ ও মনোযোগ করেন, তাহা আদর্শ-

স্থানীয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, তিনি পরিষদের একজন প্রধানতম সহায়ক ও পরিচালক। তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুতেই পরিশোধ হইবার নহে। পরিষদের বর্তমান কার্য্য-সৌষ্ঠব অনেকটা শ্রীযুক্ত হেম বাবুরই ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফল।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও পরিষদের আয়-ব্যয় ও হিসাবাদি কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল এবং পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও দুর্গানারায়ণ বাবু অত্যন্ত সতর্কতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত তাঁহার প্রতি ন্যস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বর্তমান বৎসরেও অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের উপর পরিষদের পুথিশালার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ও চিত্রশালার কার্য্য-সম্পাদনে চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়কে সাহায্য করিবার ভার ন্যস্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের উপর প্রধানতঃ পরিষদের সাধারণ সভাগুলির অধিবেশনের তত্ত্বাবধানের ভার ও নূতন সদস্য সংগ্রহের ভার ন্যস্ত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে শারীরিক অসুস্থতা হেতু শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সহকারী সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় নিযুক্ত হন। বিগত তিন বৎসর শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং এই তিন বৎসর তিনি যেরূপ সতর্কতার সহিত পরিষদের আয় ও ব্যয়ের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি, তিনি অচিরে সুস্থ হইয়া পরিষদের কার্য্যে যোগদান করুন। দুর্গানারায়ণ বাবুর পদত্যাগের পরে সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে কার্য্য-বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয় ও মৃণাল বাবুর উপর আয়-ব্যয়-পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু আয়-ব্যয়-বিভাগের কাজ অতি সুন্দরভাবে পরিদর্শন করিতেছেন এবং হিসাবাদির কাজ অনেক যাহা জটিল ছিল, তাহা সুন্দররূপে সমাধা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু যে প্রকার অকাতরে পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কাজ তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে পরিষদের অনেক উন্নতি-লাভের আশা আছে। পরিষৎ ঐ সকল কারণে তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। বর্ষশেষে পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মুদ্রণের ভার শ্রীযুক্ত বাণী বাবুর উপর ন্যস্ত হয়। বাণী বাবু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি বয়সে প্রাচীন হইলেও যেরূপ নবীনের উৎসাহের সহিত স্বীয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম লেখকের পদ উঠাইয়া দেওয়াতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ মনোযোগ ও উৎসাহের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অনেক সময়ও পরিশ্রম করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুত করার জন্য,

পুস্তকালয়ের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য, পুস্তকালয়ের লেখককে সাহায্য করিবার জন্য ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য অস্থায়িভাবে লোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

পরিষৎ মন্দির

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির ১৩১৫ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরে এই মন্দিরের কোন প্রকার সংস্কার হইয়াছিল না। আলোচ্য বর্ষে মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের এই মন্দিরে শুভাগমনের সময় ১০৩৭৮/০ টাকা ব্যয়ে মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এই বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের শোভা ও গৌরব বর্দ্ধনার্থ স্বর্গীয় হরিনাথ বিদ্যারত্ন ও স্বর্গীয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বর্গীয় হরিনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তৈলচিত্র তদীয় পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের নিকট হইতে ও স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্র কবিবরের স্মৃতিরক্ষা-সমিতির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত চিত্র প্রস্তুতের ব্যয় স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। পরিষদের সংগৃহীত মূর্ত্তি প্রভৃতি ভাল করিয়া রক্ষার জন্য মন্দিরের দ্বিতলে কয়েকখানি কাঠের র‍্যাক ও ইষ্টকের বেদী প্রস্তুত করা হইয়াছে। অর্থাভাবে পরিষৎ মন্দিরের যে সমস্ত অভাবের কথা গত তিন বৎসর সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত অভাবের কোনও বিশেষ প্রতিবিধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যাহাতে পরিষদের এই সমস্ত অভাব দূরীভূত হইতে পারে, সেই জন্য পরিষদের সদস্যগণের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গত পাঁচ বৎসর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এই অধ্যক্ষতা গ্রহণ করার পূর্ব্বে পরিষদের গ্রন্থাগারে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব ছিল এবং তিনি ৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাগার সুসজ্জিত, গ্রন্থাগারের পুস্তকের তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য পরিষৎ অসিত বাবুর নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির পরামর্শানুসারে প্রবোধ বাবু অতিশয় দক্ষতার সহিত গ্রন্থাধ্যক্ষের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের তালিকা-প্রস্তুত কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। উপন্যাস, উপাখ্যান ও উপকথা এবং নাটক ও প্রহসন—এই সমস্ত বিষয়ান্তর্গত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুত শেষ হইয়াছে ও ইহার মুদ্রণ অতি সত্বরেই আরম্ভ হইবে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি গ্রন্থাগারের সাহায্য ৪৫০৲ হইতে বাড়াইয়া ৫২৫৲ করিয়া দিয়াছেন। এই সাহায্য জন্য মিউনিসিপালিটির নিকট পরিষৎ বিশেষরূপে

কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরিষদের গ্রন্থাগারের অভাবের তুলনায় এই সাহায্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আশা করেন যে, অচিরে এই সাহায্যের পরিমাণ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইবে। পরিষদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংখ্যা ৩২৪৭৮ হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের হিতৈষিগণ পরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তক ও প্রাচীন পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সমস্ত উপহারদাতৃগণের মধ্যে মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিষদে আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্র মধ্যে ৬ খানি দৈনিক, ৫৫ খানি সাপ্তাহিক, ৫খানি পাক্ষিক, ১০৯ খানি মাসিক ও ২ খানি ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণকে পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের পাঠাগার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয়ের পুথিশালার ভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল ও তাঁহার পরামর্শ-মত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষদের এই বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পরিষদের অনেক হিতৈষী বন্ধু অনেক প্রাচীন পুথি উপহার দিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাখাল বাবু ১২ খানি কেঙ্গুর গ্রন্থ পরিষদের পুথিশালাতে উপহার দিয়াছেন। এই বারখানি গ্রন্থের মূল্য ৬০০৲ টাকা। এই দানের জন্য রাখাল বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ১৩২০ বঙ্গাব্দের শেষভাগে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের পুথিশালাতে এক প্রস্থ টেঙ্গুর গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন। সমস্ত কেঙ্গুর গ্রন্থ ১০৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ। পরিষৎ আশা করেন যে, অনতিবিলম্বে সদস্যগণের বদান্যতায় কেঙ্গুরের অপর খণ্ডগুলি পরিষদের পুথিশালাতে উপহারস্বরূপ পাওয়া যাইবে। এই টেঙ্গুর ও কেঙ্গুরে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও অন্যান্য তত্ত্ব নিহিত আছে, সেগুলি উদ্ধার করার জন্য পরিষৎ প্রধানতঃ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে মোট ২৭১ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং ২৮৪ খানি পুথি ক্রীত হইয়াছে ও বিশৃঙ্খল পত্রাদি মিলাইয়া ৩০০ খানি পুথি উদ্ধার করা হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে ২৫৩৫ খানি পুথি ছিল। আলোচ্য বৎসরের শেষে এইরূপে মোট ৩০৯০ খানি পুথি হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা পুথির সংখ্যা ২০৩৫, সংস্কৃত ৮০০, আসামীয়া ৫, ওড়িয়া ১, হিন্দী ১, পারসী ১২ খানি ও তিব্বতীয় ২৩৭ খানি। আলোচ্য বৎসরে নূতন কোনও পুথি তালিকাভুক্ত হয় নাই, তবে ৩৫০ খানি পুথি তালিকাভুক্ত

হইবার উপযুক্ত হইয়া আছে। ৩৬৯ খানিতে পুথির নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্র-সংখ্যাদিযুক্ত বীজক দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী

গত বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে জানান হইয়াছিল যে, রেজেষ্টারীকৃত দলিল দ্বারা লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর বন্ধকী পত্র (Mortgage Deed) পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উক্ত দলিলের বলে এই লাইব্রেরী পরিষদের নিকট বন্ধক আছে। আশা করা যায় যে, অচিরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকগুলিতে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার জন্মিবে, ঐ সমস্ত পুস্তক পরিষৎ মন্দিরে চির দিনের জন্য রক্ষিত হইবে এবং তাঁহার পুস্তকগুলি পরিষৎ পাইয়া এবং রক্ষা করিয়া চির-গৌরবান্বিত হইবে।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সহায়তায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় চিত্রশালার কার্য্যাদি সুপরিচালিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পরিষদের হিতৈষী অনেক সদস্য ও বন্ধুর নিকট হইতে চিত্রশালার জন্য উপহার পাওয়া গিয়াছে ও তদ্ব্যতীত লালগোলার রাজা বাহাদুরের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় দিনাজপুর ও মালদহ জেলার নানা স্থান হইতে পরিষদের জন্য মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় বীরভূম ও মুরশিদাবাদ জেলা হইতে মূর্ত্তি সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন ও তিনি কয়েকটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পরিষদের যে সমস্ত হিতৈষী মুদ্রা, মূর্ত্তি প্রভৃতি দান দ্বারা পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে ঋণী। এই সমস্ত দাতার মধ্যে লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক মহাশয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। (পরিশিষ্টে চিত্রশালার কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য)

ছাত্র-সভা

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তে ছাত্র-সভার কার্য্য-ভার ন্যস্ত ছিল। এই সভার কার্য্যবিবরণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে ছয়টি পুরস্কারের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। মোট ২৮টি প্রবন্ধ হস্তগত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি প্রবন্ধ পুরস্কার-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

৺বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়গণ প্রবন্ধপরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় পরিষদের হস্তে দুইটি স্বর্ণপদক পুরস্কার অর্পণ করিয়াছেন এবং ৮টি পুরস্কারের বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পরিভাষা

আলোচ্য বর্ষে ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সঙ্কলিত গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক পরিভাষা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে নানা বিষয় সম্বন্ধীয় পরিভাষা প্রস্তুত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া অনেক ছোট ছোট সমিতি গত বর্ষে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে এই সমস্ত শাখা-সমিতির আশানুযায়ী কার্য্য হয় নাই।

নবীনচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি

বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত জি, কে, মাত্রে মহাশয়কে কবিবরের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রস্তুতের ভার দেওয়া হইয়াছে।

কাশীরাম দাস স্মৃতি-সমিতি

স্থির হইয়াছে যে, কেশে পুকুর সংস্কার করিতে হইবে ও কাশীরাম যেখানে বসিয়া পুথি লিখিতেন, সেইখানে একটি দালান নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই জন্য ৩০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

চন্দ্রকান্ত স্মৃতি-সমিতি

রাজসাহী জোয়াড়ীনিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয়ের ব্যয়ে প্রস্তুত স্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। শীঘ্রই এই তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি

স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ব্যয়ে প্রস্তুত কবিবরের তৈলচিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবিবরের বাসস্থান সেনহাটীতে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজন চলিতেছে।

এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্করের একখানি ব্রোমাইড প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইয়াছে এবং কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র অতি সত্বরেই পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছে যে, রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শৈলেশচন্দ্র

মজুমদার, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের স্মৃতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পত্রিকা-প্রকাশে সাহায্য করেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সদস্যগণের নিকট হইতে প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য পরিষৎ উক্ত পরিচালন-সমিতির সদস্যগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার ২১শ ভাগের তিন সংখ্যা ও ১৩২২ সনের প্রথম সপ্তাহেই উক্ত ভাগের চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইয়াছে। নানা কারণে চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। পরিষৎ তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। ১৩২২ বঙ্গাব্দ হইতে জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন—এই চারি মাসে যাহাতে যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই চারি সংখ্যা পত্রিকাতে সভাপতি মহাশয়ের তিনটি অভিভাষণ ও ২৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের তিনটি অভিভাষণের মধ্যে একটি বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল ও অপর দুইটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতি ও সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে যথাক্রমে পঠিত হইয়াছিল। এই ২৯টি প্রবন্ধ বিষয়ভেদে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত হইতে পারে ;—

প্রাচীন সাহিত্য ...	৪
সাধারণ-সাহিত্য ...	১
ভাষাতত্ত্ব ...	৩
গ্রাম্য সাহিত্য ...	২
ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব...	৫
বিজ্ঞান	১৩
দর্শন	১
	২৯

পরিষৎ-পত্রিকায় এইরূপ যে সকল মৌলিক গবেষণার বিষয় প্রকাশ হয়, তাহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই স্থলে ২১শ ভাগ পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটির সার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "নিমানন্দ দাসের পদরসসার" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় পাবনা জেলার অন্তর্গত পাতিয়াবেড়া—অধুনা ডোমরানিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত ২৭ শত পদপূর্ণ নিমানন্দ দাসের সঙ্কলিত পদরসসারের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আদর্শ পুথিখানি শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, কিন্তু গৃহদাহে উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১২৭১ সালে এই পুথি নকল করান হইয়াছিল। পদরসসার যে পদকল্পতরুরই একখানি পরিবর্ত্তিত সংস্করণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহার শ্রেণীবিভাগ পদকল্পতরু হইতে বিভিন্ন। নিমানন্দ দাস ১৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন হইতে পারেন না এবং এই সঙ্কলিত গ্রন্থে ২০ জন অজ্ঞাতপূর্ব্ব কবির ভণিতাযুক্ত পদাবলী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে নিমানন্দ দাস নিজেই একজন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের অনেক উৎকৃষ্ট পদাবলীও এই পদরসসারে পাওয়া গিয়াছে। এই বিরাট সংগ্রহে নিমানন্দ দাসের যে ১৪৬টি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে কবিকে "পদকল্পতরু"-গ্রন্থকার বৈষ্ণবদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। নিমানন্দ খাঁটি বাঙ্গালাতেই অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদ-রস-সারে তুক, ছুট ও গদ্য পদ— এই ত্রিবিধ নূতন শ্রেণীর পদ পাওয়া গিয়াছে।

(খ) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় একখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব খণ্ডিত পুথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই পুথিখানির বয়স ১৫০ বৎসরের অধিক হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই দেখা যায় না এবং এই জন্মলীলার কবিকে সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস কবি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করাই সঙ্গত।

(গ) সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পুথি খোঁজা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বে কি ভাবে পুথি রক্ষিত হইত ও কি ভাবে অনেক পুথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ১৮৬৮খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদনের পুত্র রাধাকৃষ্ণ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র পুথি রক্ষার জন্য লর্ড লরেন্সকে এক পত্র দেন। লর্ড লরেন্স সেই পত্র ভিন্ন ভিন্ন গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সেই সকল গভর্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুথি রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। বাঙ্গালায় প্রায় ১১০০০ হাজার পুথি, যুক্ত প্রদেশে ৮০০০, বোম্বায়ে ৮০০০ এবং মান্দ্রাজে ১৪০০০ হাজার পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর, মালবার, নেপাল, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে অনেক পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার বিবরণ ও তালিকা ছাপা হইতেছে। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্তর হইলে বাঙ্গালা, বেহার, আসাম, উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল এবং তিনি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খোঁজার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর

ধর্ম্মমঙ্গল এই ভাবে সর্ব্বপ্রথমে সংগৃহীত হয় ও ২৫ বৎসরে বাঙ্গালা দেশে অনেক বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এই সমস্ত পুথি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, (১) বাঙ্গালা দেশে আজিও বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীয়ন্ত আছে এবং (২) মুসলমান-আক্রমণের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার একটি প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল ও সেই সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছিল। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায়, মন ও চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।

(খ) "ধর্ম্ম-পূজাবিধি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরঘুনন্দন-প্রণীত ধর্ম্ম-পূজাবিধি নামক পুথির বিবরণ দিয়াছেন। লেখক মহাশয় বলেন যে, রঘুনন্দন যে কখনও ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি লিখিবেন, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। বোধ হয় যে, ধর্ম্মপূজাকে হিন্দুধর্ম্মের ভিতর লইয়া যাইবার জন্যই রঘুনন্দনের নাম দেওয়া হইয়াছে এবং বোধ হয় যে, রঘুনন্দনের অনেক পরে যখন লোকে তাঁহাকে শাস্ত্রকার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তখনই এই পুথি প্রণীত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন যে, কেহ কেহ ধর্ম্মপূজাকে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ বলিয়া মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মপূজা শিবেরই পূজা। কিন্তু এই পুথি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের ধারণা ভুল। কারণ, ধর্ম্মপূজাতে অনেক আবরণ-দেবতার পূজা করিতে হয় ও শিব সেই আবরণ-দেবতার একজন মাত্র। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর কখনই শিব হইতে পারেন না।

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, অস্তিত্ববান্ বস্তুর উপলব্ধির পর মনুষ্য বৈপরীত্য দ্বারা অস্তিত্ববিহীন বস্তুর উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই অস্তিত্ববিহীন বস্তুর জ্ঞাপনের জন্য ভাষা নেতিবাচকের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং নেতিবাচক শব্দটিকে সময়বিশেষে বিপরীতার্থ-বোধক বলা যাইতে পারে। আর্য্যভাষাসমূহে বিশেষ্য বা বিশেষণের বৈপরীত্য বা অভাব-প্রকাশসূচক নঞর্থ উপসর্গসমূহ এই সমস্ত বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সমস্ত উপসর্গ আর্য্যভাষাসমূহে গুণবাচক শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ আর্য্যভাষাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইংরাজি ও পারস্য ভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। প্রাচীন বঙ্গভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইত। ভারতীয় অনেক ভাষায় বর্ত্তমান কালেও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। কেবল বঙ্গভাষা, মরাঠী ভাষা ও কাশ্মীরী ভাষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ এই তিন ভাষায় নেতিবাচকের অনুবস্থান হইয়া থাকে এবং উড়িয়া, আসামী ও গুজরাটী ভাষায় নেতিবাচক অব্যয় কখনও ক্রিয়া-পদের পূর্ব্বে ও কখনও ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় স্থানে স্থানে পরবর্ত্তী নকারের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশ বা পদের

অন্বয় হইয়া থাকে এবং লেখক অনুমান করেন যে, সংস্কৃত দর্শনের ভাষার প্রভাবে বঙ্গ-ভাষার ক্রিয়াপদ ও নেতিবাচক অব্যয়ের পরস্পর স্থান-বিনিময় ঘটিয়াছে। মরাঠী, বাঙ্গালা ও কাশ্মীরী ভাষা সংস্কৃত-সম্পদে বিশেষরূপে সম্পন্ন এবং বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়দর্শন ও নবদ্বীপের প্রভাব এক কালে অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। নবদ্বীপের ভাষা বহু কাল বঙ্গদেশের ভাষার আদর্শরূপে পরিগণিত ছিল এবং নবদ্বীপ-প্রভাব যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে আচ্ছন্ন করে, সেই সময় হইতে বাঙ্গালা গদ্যে নেতিবাচকের অন্বয়স্থান হয়।

(খ) "বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার শব্দ-বিভক্তির নানা রূপে প্রাকৃত ভাষার যে সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই এবং দ্বিবচন স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ আছে। সুতরাং বাঙ্গালায় দ্বিবচনের পরিবর্ত্তে যে বহুবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রাকৃতেরই অনুসরণে। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তিও নাই বলিলেই চলে। কেবল একবচনে তাদর্থে বিকল্পে চতুর্থীর প্রয়োগ হয় এবং বাঙ্গালাতেও তাদর্থে কখন কখনও চতুর্থীর প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু প্রাকৃতের ন্যায় সাধারণতঃ চতুর্থী বিভক্তির স্থলে অন্য বিভক্তির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতে পুংলিঙ্গের, ক্লীবলিঙ্গের ও কর্ত্তৃকারকের প্রথমার একবচন স্থলে এ-কার প্রযুক্ত হয় এবং প্রাকৃতের উক্তরূপ এ-কার ও বাঙ্গালা প্রথমার একবচনের বিভক্তি এ-কার পরস্পর বিভিন্ন। কর্ত্তৃকারকে এ-কার ব্যতীত ই-কার ও উ-কারের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাও প্রাকৃতের অনুকরণে হইয়াছে। সম্বোধনের একবচনে আকারান্ত শব্দসমূহের রূপ প্রাকৃত ও বাঙ্গালায় প্রায়ই সংস্কৃতের মত অকারান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতে ও বাঙ্গালায় উ-কারান্ত রূপও দেখা যায় এবং অবজ্ঞা বুঝাইলে এইরূপ প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে।

(গ) "ভাষার উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ভাষার ক্রম-বিকাশের কতিপয় স্তরের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভাষার ক্রম-বিকাশের প্রথম স্তরে অব্যয় পদ বা বাক্য ছিল। দ্বিতীয় স্তরে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদ্ভব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তৃতীয় স্তরে স্বেচ্ছাকৃত শব্দ সৃষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্থ স্তরে সমাসের উদ্ভব হইয়াছে এবং অতঃপর একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন; স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, গুণবাচক ও ভাববাচক শব্দের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।

গ্রাম্য সাহিত্য

(ক) "মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ মহাশয় মানভূমে প্রচলিত বাক্যাবলী, তাহার অর্থ ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বিবিধ ভাষায় ও বিভিন্ন রীতির চাপে পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা মানভূম জেলায় কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়িয়াছে। মানভূমে ভাষার কোমলতার দিকে লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই। মানভূমে প্রচলিত বাঙ্গালা

ভাষায় অনেক বিশেষত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ subjunctive mood এর অতীত কাল ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়াপদে এক প্রকার নূতন রূপ গ্রহণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(খ) "ঠাকুর-মা'র ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের পূজার কথা অবিকল ঠাকুর-মা'র ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রমণীদিগের মধ্যে এই পূজার প্রচলন আছে এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে যে কোন বৃহস্পতি ও রবিবারে এই পূজা করিতে হয়। লেখক মহাশয় বলেন যে, কুলীনদের বহুবিবাহে বাধা দিবার জন্য এই পূজার প্রচলন হইয়াছিল।

ইতিহাস

(ক) "কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু মহাশয়ের গৃহে প্রাপ্ত একটি খোদিত লিপিযুক্ত চতুষ্কোণ শিলাখণ্ডের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিলাখণ্ড এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কোশাম গ্রামে একটি কুটীরের মৃণ্ময় প্রাচীরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই কোশাম গ্রাম প্রাচীন কৌশাম্বী। এই আর্য্যপট্টের খোদিত লিপি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অতীত যুগে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে কৌশাম্বী-রাজ শিবমিত্রের দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে বলদাস স্থবিরের অনুরোধে শিবনন্দীর শিষ্য দেবপাল নামক জনৈক জৈন অর্হদ্‌গণের পূজার জন্য এই আর্য্যপট্ট স্থাপিত করিয়াছিলেন। কৌশাম্বী-রাজ শিবমিত্র ভারতের ইতিহাসে নূতন নাম এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মথুরা ব্যতীত ভারতের অপর কোনও স্থানে এইরূপ আর্য্যপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

(খ) "একখানি খোদিত তাম্রফলক" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ রঙ্গপুর নাওডাঙ্গানিবাসী স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে প্রাপ্ত প্রায় সমচতুষ্কোণ এক তাম্রফলকের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই তাম্রফলকখানি যে প্রথমে কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহা ঠিক যে, ফলকখানি বহু দিন অযত্নে ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল। তাম্রফলকখানির এক পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্ম খোদিত আছে এবং প্রতিদলে যথাক্রমে মৎস্যাদি দশাবতার-মূর্ত্তি অঙ্কিত। ফলকখানির অপর পৃষ্ঠে নয়টি প্রকোষ্ঠ। ইহার মধ্যপ্রকোষ্ঠে বাসুদেব-মূর্ত্তি, তাহার পার্শ্বে দুই প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মী ও সরস্বতী-মূর্ত্তি। উপরের প্রকোষ্ঠে কমলাত্মিকা-মূর্ত্তি ও নিম্নের প্রকোষ্ঠে গরুড়ের মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং চারি কোণের চারিটি প্রকোষ্ঠ এক একটি পঞ্চদল পদ্মে পরিশোভিত। অর্চ্চনাকালে জলধারা-বর্ষণে এবং ভূগর্ভে প্রোথিত থাকার জন্য মূর্ত্তিটি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা না করিলে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্য বুঝিতে পারা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে এমন সুন্দর ধাতুমূর্ত্তি অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রপট্টখানি খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ

শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। রাখাল বাবু বলেন যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই জাতীয় মূর্ত্তিকে শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তি নাম প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই নামকরণের বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই জাতীয় প্রস্তর-মূর্ত্তিকে দশাবতার-প্রস্তরমূর্ত্তি নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই নামকরণেও আপত্তি আছে। কি উদ্দেশ্যে যে এইরূপ ফলক নির্ম্মিত হইত, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। রাখাল বাবু বলেন যে, অল্প পরিসরের মধ্যে সানুচর চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি এবং দশাবতারের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তির সৃষ্টি হইলেও হইতে পারে।

(গ) "সুবর্ণবিহারের স্তূপ" নামক প্রবন্ধে ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় কৃষ্ণনগরের নিকট অবস্থিত সুবর্ণবিহার পল্লীস্থ একটি স্তূপের বিবরণ প্রকাশ করেন। এই স্তূপ "মে(ই)দের বনের ঢিপি" নামে পরিচিত। এই ঢিপির বেষ্টনী প্রায় ৪৮০ হাত, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ হাত, প্রস্থ প্রায় ১২৫ হাত ও খাড়াই প্রায় ১০ হাত। সুবর্ণ রাজার সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া লেখক মহাশয় বলেন যে, খনন ব্যতীত এই স্তূপের ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করা দুরূহ।

(ঘ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির সম্বোধনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং যেগুলিকে অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গৌরবের কথা বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, সেইগুলি এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাঙ্গালার গৌরব;—(১) হস্তি-চিকিৎসা, (২) নানা ধর্ম্মমত, (৩) রেসম, (৪) বাকলের কাপড়, (৫) থিয়েটার, (৬) নৌকা ও জাহাজ, (৭) বৌদ্ধ শীলভদ্র, (৮) বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব, (৯) নাথপন্থ, (১০) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, (১১) জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র, (১২) লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ, (১৩) ভাস্করের কাজ, (১৪) বাঙ্গালায় সংস্কৃত, (১৫) বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন; (১৬) ন্যায়শাস্ত্র, (১৭) চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর, (১৮) তান্ত্রিকগণ, (১৯) বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, (২০) কায়স্থ ও রাজা।

(ঙ) "হিন্দুর মুখে আরঙ্গজেবের কথা" নামক প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, আরঙ্গজেবের রাজত্ব সম্বন্ধে মুসলমানদের দিক্ হইতে যত সংবাদ পাওয়া যায়, সে সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা করিলে হিন্দুর দিক্ হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াও আরঙ্গজেবের একটা ইতিহাস লেখা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, ত্রিপুরা, কুচবিহার, কুমায়ুন-গাড়োয়াল, রাজপুতানা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র দেশ, কাথিবার, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে এবং যত দিন হিন্দুদের তরফ হইতে মুসলমানদিগের ইতিহাস লেখা না হয়, তত দিন ঐ ইতিহাস পুরাও হইবে না, ঠিকও হইবে না।

সাধারণ সাহিত্য

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা ভাষার গতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের কোথায় কি গুণ আছে, কোথায় কি অভাব আছে, সেগুলির উল্লেখ করিয়া কোন্ মন্দ জিনিষ ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাল জিনিষ আরও ভাল করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গালা যখন একটা ভাষার মধ্যে দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখা দরকার। বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহা লিখিব, তাহাই বাঙ্গালা, ইহা বলিলে চলিবে না। ভাষাকে সোজা পথে চালাইতে হইবে। বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ, মিষ্ট ও সরল করিতে হইবে। যখন নূতন কথা গড়িতে হইবে, তখন সোজা বাঙ্গালায়, সোজা কথায় নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত, নহিলে কতকগুলা দাঁত-ভাঙ্গা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ারী করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না।

বিজ্ঞান

(ক) "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের লিখিত গণিত ও জ্যোতিষবিষয়ক পরিভাষা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) "পবন-চক্র" নামক প্রবন্ধে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় বহমান পবনে যে শক্তি থাকে, তাহা সংগ্রহের জন্য যে কয়েক প্রকার পবন-চক্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লেখক মহাশয় বলেন যে, পবন আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি আরাতা, মর্কটচক্র, ষড়্‌বাহুযুক্ত কুলালীয় চক্র, শকুন্তচক্র ও রূপান্তরিত নাগরচক্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে কোনটির দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত চক্র প্রস্তুত করিতে গিয়া তিনি পবনচক্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(গ) "ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কতিপয় পর্য্যবেক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির প্রণালীগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—

(১) স্ফাটিকগুচ্ছ দ্বারা সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ।

(২) অপরিণত অপূর্ণাঙ্গ স্ফাটিকের পূর্ণত্বের চেষ্টায় উদ্ভূত ক্রমাঙ্কণ।

(ঘ) "আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বি এ, এস সি ডি, এফ আর এস্ ই মহাশয় বলেন যে, যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হিন্দুরাই প্রথমে আলোক সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে ন্যায়সূত্রের অনেক দিন পূর্ব্বে আলোকতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল এবং বোধ হয়, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, কি পঞ্চম অব্দে আলোক সম্বন্ধে গ্রীস্ ও ভারতবর্ষে একই প্রকারের মত প্রবর্ত্তিত ছিল। তবে কোন্ জাতি অপর জাতির নিকট ঋণী, তাহা আলোচ্য বিষয়।

(ঙ) "আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ" নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমরা সাধারণতঃ আলোকের যে পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহা ব্যাবর্ত্তনের একটি বিশেষ উদাহরণস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে।

(চ) "পিণ্ডারীর পথে তাম্রমল" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস সি মহাশয় কয়েকটি তাম্রমলের পরীক্ষার ফল প্রদান করিয়াছেন ও তিনি বলেন যে, এই তাম্রমলগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এইগুলি লৌহ ও গন্ধকময়। তাম্রের আকর হইতে তাম্র প্রস্তুতের বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রণালীর পর পর অবস্থা এইগুলিতে বর্ত্তমান আছে। লৌহ, গন্ধক, তাম্র ও অম্লজান—এই কয়টির বিশেষ রাসায়নিক গুণের উপর এই প্রণালী চলিতেছে। হিমালয়পর্ব্বতবাসীরা যে মোটামুটি এই রাসায়নিক গুণের বিষয় অবগত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ছ) "নূতন উপায়ে যুক্ত লবণ গঠন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত এম্ এসসি মহাশয় তাঁহার নিজের প্রস্তুত কতিপয় যুক্ত লবণের উল্লেখ করিয়াছেন।

(জ) "চিকিৎসা-শাস্ত্রোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার একটি সহজ যন্ত্র" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্ মহাশয় স্বীয় উদ্ভাবিত সাধারণ গৃহস্থোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার একটি সুলভ যন্ত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(ঝ) "খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার" নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্ এ মহাশয় টাইটেনিয়াম ক্ষার পরিমাণ নিরূপণের এক সহজ প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, এই উপায় অবলম্বন করিলে ইলমেনাইট বিশ্লেষণকার্য্য তিন ঘণ্টায় সম্পূর্ণ হইতে পারে। ইলমেনাইট ব্যবহার করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী আছে। লেখক মহাশয় যে দুই প্রণালীতে ভাল ফল পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, আগ্রাতে বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত শ্রীযুক্ত বি, এ, তাহের মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যে চামড়ার কারখানা আছে, সেখানে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত পদার্থগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে।

(ঞ) "ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর নেত্রিক অম্লের ক্রিয়া" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত বি এস্‌সি, এফ্ সি এস্ মহাশয় এই প্রক্রিয়াতে প্রাপ্ত পদার্থের প্রাথমিক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পদার্থটি তৈলবৎ

খন্ড। ইহাতে এক প্রকার অতিশয় তীব্র গন্ধ আছে। ইহার বাষ্প চক্ষে লাগিলে চক্ষু দিয়া জল নির্গত হয়। ইহা জলে মিশে না, কিন্তু সুরাসার, ইথর, ক্লোরোফরম, বেনজিন ও কারবন-দ্বিসল্‌ফিদে অতি সত্বর গলিয়া যায়। ইহার সাঙ্কেতিক নাম CCL_2 No.₃.

(ট) "রামতুলসীর তৈল" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী এম এস্ সি মহাশয় বলেন যে, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা রামতুলসীর গাছ হইতে অল্প আয়াসেই তৈল পাওয়া গিয়াছে। গাছের সর্ব্বত্রই তৈল পাওয়া যায়, তবে বীজে তৈলের পরিমাণ অধিক। এই প্রবন্ধে উক্ত তৈলে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ঠ) "জ্যোতিষিক মানযন্ত্র" নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় তাঁহার উদ্ভাবিত জ্যোতিষিক যন্ত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লেখক আশা করেন যে, এই যন্ত্র দ্বারা নিম্নলিখিত পরিমাণগুলি সাধিত হইতে পারিবে ;—

১। ভৌগোলিক যাম্যোত্তর-রেখা বা ভূমধ্য-রেখা (Geographical meridian)
২। অক্ষাংশ (Terrestrial latitude)
৩। অপবৃত্তাংশ বা দেশান্তর (Terrestrial longitude)
৪। দিগংশ (Azimuth)
৫। উন্নতি বা উন্নতাংশ (Altitude)
৬। বিষুবাংশ (Right ascention)
৭। ক্রান্তি বা ক্রান্ত্যংশ (Declination)
৮। শর (Celestial latitude)
৯। রাশ্যংশ বা ভুক্ত (Celestial longitude)
১০। চৌম্বক ক্ষেপ (Magnetic declination)
১১। চৌম্বক নতি (Magnetic inclination)

(ড) "উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ (karyokineses) শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক প্রবন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্ এস্ মহাশয় উদ্ভিদ্‌জগতে গৌণকোষ বিদারণে নাভির গঠনে যে ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেগুলি পরীক্ষা করিবার একটি খুব সহজসাধ্য ও সুসিদ্ধ নূতন প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, কোষ-বিদারণ সকল সময়ে হয় না। বিলাতে কোষ-বিদারণ প্রাতঃকালে ঘটিয়া থাকে। লেখক মহাশয় বলেন যে, তিনি পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছেন যে, অন্ততঃ কলিকাতায় রাত্রি ৩টার সময় অধিকাংশ কোষেই নাভির নানারূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। রাত্রি ৩টার পূর্ব্বে কোন কোষই এই অবস্থায় দৃষ্ট হয় না এবং চারিটার সময় কোষগুলির নাভি স্থিরাবস্থাতেই থাকে।

দর্শন

(ক) "বৌদ্ধ-ন্যায়" নামক ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৌদ্ধদিগের ন্যায়শাস্ত্রের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ তেপিটক বা ত্রিপিটকে ন্যায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৫ অব্দে মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দসমূহ বিদ্বৎ-সমাজে প্রচলিত ছিল এবং প্রায় একই সময়ে রচিত মিলিন্দপঞ্‌হ নামক গ্রন্থে ও এই সময়ে রচিত মহাযান-গ্রন্থেও ন্যায়ের উল্লেখ আছে। যদিও প্রাচীন বৌদ্ধ পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নৈয়ায়িকের নাম কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বিবরণ এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে ;—

১। মৈত্রেয়
২। আর্য্য অসঙ্গ
৩। বসুবন্ধু
৪। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ
৫। শঙ্কর স্বামী
৬। ধর্ম্মপাল
৭। আচার্য্য শীলভদ্র
৮। আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় গভর্মেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲, লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে ৮০০৲ ও কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৫০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং এই বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে।

১। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত। গত বৎসর এই গ্রন্থের মূল-ভাগ মুদ্রিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ইহার ভূমিকা এবং দুরূহ শব্দের অর্থাদি মুদ্রিত হইয়াছে ও পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

২। শ্রীভাষ্য—(৪র্থ খণ্ড)। লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

৩। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে ;—

১। শব্দকোষ (৪র্থ খণ্ড)—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয়

সঙ্কলিত। এই খণ্ডে 'ম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার পরিশিষ্ট, উপসংহার ও ভূমিকাদি লেখা হইতেছে।

২। তীর্থভ্রমণ—খানাকুল কৃষ্ণনগরের ৺ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়-লিখিত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার মূলাংশ ছাপা হইয়াছে এবং পরিশিষ্ট ও ভূমিকা ছাপা হইতেছে।

৩। তীর্থমঙ্গল—কবিরাজ বিজয়চন্দ্র বিশারদ কর্তৃক রচিত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহারও মূলাংশ ছাপা হইয়াছে, পরিশিষ্ট প্রভৃতি ছাপা হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে ;—

১। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গত বৎসর ইহার মূলাংশ ছাপা হইয়াছিল। এ বৎসর টীকা, টিপ্পনী ও পরিশিষ্টাংশের ছাপা চলিতেছে।

২। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বটতলার ছাপা পদকল্পতরু ব্যতীত পদকল্পতরুর যে সকল সংস্করণ ছিল, সেগুলি সবই এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় পদকল্পতরুর ন্যায় আরও কয়েকখানি নূতন পদাবলী-সংগ্রহ-গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সতীশ বাবু তাঁহার সংগৃহীত পদাবলীর নূতন গ্রন্থ নিমানন্দ দাসের পদরস-সারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই নব-সংগৃহীত পদাবলী-গ্রন্থে পদকল্পতরু-ধৃত পদাবলী ভিন্ন প্রাচীন পদকর্ত্তাদের বহু নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে এবং অনেক অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তার বহু নূতন পদও ইহাতে আছে। এই সমস্ত নূতন পদ-সংযোগে সতীশ বাবু সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পদকল্পতরুর সম্পাদনের ভার পাইয়াছেন। ইহার ১ম ও ২য় পল্লবের অধিকাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৩। লেখমালানুক্রমণী—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক সম্পাদিত। ধাতুফলকে, মূর্ত্তির পাদপীঠে, শরীর-নিধানের গাত্রে এবং প্রস্তরগাত্রে যে সকল প্রাচীন লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অশোকের লিপি ভিন্ন গুপ্ত-সম্রাট্‌দের সময় পর্য্যন্ত যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অর্থাৎ প্রত্যেক লিপি কবে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোথায় আছে এবং এ পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কে কোথায় আলোচনা করিয়াছেন এবং লিপি হইতে কোন্ বিষয়ে কি জানা গিয়াছে, তাহার যথাযথ বিবরণ দেওয়া হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার ১০ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আগামী বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে ;—

১। উদ্ভিদবিদ্যা—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ সি এস্ মহাশয়-বিরচিত।

২। জীব-বিদ্যা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি মহাশয়-প্রণীত।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-সম্পাদিত "মুদ্রিত বাঙ্গালা

পুস্তকের তালিকা" ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়-সম্পাদিত "অনিলপুরাণে"র মুদ্রণ-কার্য্য নানা কারণে অগ্রসর হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন ও ফরাসী পণ্ডিত গিজোর "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তদনুসারে কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার আলোচ্য বর্ষে কিছু দিন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে ছিল। পরে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বাণী বাবুর অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যপটুতা গুণে এই বিভাগের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বৎসরে সর্ব্ব রকমে সাহিত্য-পরিষদের ৩৯৫৬৪৶/১১ (পাই) টাকা আয় হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ১২১২৯॥৶৩ টাকা ছিল। অতএব আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট জমা ৫১৬৯৩৸৴২ (পাই) টাকা। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় হইয়াছে ২৭৭৮৩॥১ (পাই)। ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ২৩৯১০।৴৩ পাই। ইহার বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আর ১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পরিষদের সদস্যগণের নিকট ১৭৫২৮॥০ টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে। যে ২৩৯১০।৴৩ পাই উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত প্রদত্ত বিভিন্ন তহবিলের টাকা এবং পরিষদের স্থায়ী তহবিলের টাকা।

শাখা-পরিষৎ

গত বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে জানান হইয়াছিল যে, শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী সংস্কার হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের নিয়মাবলীর সংস্কার শেষ হইয়াছে ও নূতন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সমস্ত নূতন নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে মূলের সহিত শাখার সম্বন্ধ আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইবে। আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, মানভূম ও মৌরাটে নূতন তিনটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। শাখা-পরিষদের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

রমেশ-ভবন

কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর রমেশ-ভবনের জন্য যে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার দলিল লিখিত হইয়াছে ও এই দলিল মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পক্ষ হইতেই রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে এবং এই দলিলের যাঁহারা ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পক্ষে রেজিষ্টারী হইয়াছে। আশা আছে যে, আগামী সপ্তাহেই বাকী অপর তিন্ জন ন্যাস-রক্ষকের পক্ষ হইতে দলিল রেজিষ্টারী হইয়া যাইবে। আশা আছে যে, অতি সত্বরই এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে ইষ্টারের ছুটীতে ২০শে চৈত্র তারিখে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ সভাপতির ও সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়গণ যথাক্রমে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবার সম্মিলনে যত প্রতিনিধি সম্মিলিত হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে সম্মিলনের কোনও অধিবেশনে তত প্রতিনিধি উপস্থিত হন নাই। বলা বাহুল্য যে, অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত বর্দ্ধমানের রাজ-সংসারের উপযোগীই হইয়াছিল। সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের ন্যায় অষ্টম অধিবেশনেও একই সময়ে চারি বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইয়াছিল ও ইহাতে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এবার সম্মিলনে যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধের লেখকগণ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অনুপস্থিত অনেক লেখকের প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছিল। সম্মিলনের কার্য্যের উপর দেশের শ্রদ্ধা যে ভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, যদি ইষ্টারের ছুটীতেই সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তাহা হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন ভিন্ন সম্মিলনের কার্য্য সুপরিচালিত করিবার আর কোনও উপায় নাই। এবার সম্মিলনে আলোকচিত্রের সাহায্যে সাধারণোপযোগী বক্তৃতারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৎসর যশোহরে ও তৎপরবর্ত্তী বৎসর বাঁকীপুরে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত নূতন কয়েকটি নিয়ম সংযোজিত হইয়াছে। সম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সম্মিলনে গৃহীত নূতন নিয়ম

১। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রই যোগ দিতে পারিবেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন,—

(ক) প্রতিনিধিবর্গ—বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

(খ) নিমন্ত্রিত—অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ।

(গ) সাহিত্যানুরাগী—সাহিত্যানুরাগী যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন।

(ঘ) সাধারণ দর্শকবৃন্দ।

২। বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ২৲ টাকা হিসাবে অভ্যর্থনা-সমিতিতে চাঁদা দিতে হইবে। যাঁহারা এই চাঁদা দিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন,—

(ক) সম্মিলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবাদি বিচারকালে মতামত প্রদান।

(খ) সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ এক খণ্ড বিনা-মূল্যে প্রাপ্তি।

৩। সাধারণ দর্শকদিগের নিকট কোনরূপ টিকিট্ বেচিয়া প্রবেশিকা লওয়া হইবে কি না এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হইবে, তাহা যে বৎসর যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সে বৎসর সেই স্থানের অভ্যর্থনা-সমিতি স্থির করিয়া দিবেন।

৪। যে সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কোন সভাসমিতির প্রতিনিধি-রূপে সম্মিলনে আসিবেন না অথবা যাঁহারা অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, তাঁহারা প্রতিনিধিগণের পূর্ব্বোক্ত দুই অধিকার পাইবেন না, কিন্তু সম্মিলনে বা তাহার কোন শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়া হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান পক্ষে তাঁহাদের কোন বাধা থাকিবে না।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে রাজসাহীতে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন করিবেন, এই সংবাদ গত পত্রিকায় সদস্যগণকে জানান হইয়াছিল। তদনুসারে আলোচ্য বৎসরের ৫ই ভাদ্র শনিবার শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। এই সান্ধ্য-সম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

উপসংহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যে প্রকার বিস্তৃত এবং দিন দিন ক্রমশঃই উহার পরিসর যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তদনুরূপ কার্য্যকারী লোকের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়াতে, পরিষদের সম্পাদককে প্রতি বৎসরই আক্ষেপোক্তি করিতে হয়; এই বৎসরেও ঐ প্রকার আক্ষেপোক্তি করিয়া এই কার্য্য-বিবরণের উপসংহার করিতে হইতেছে। সংস্কৃত ভাষা এবং পাশ্চাত্য-দেশীয় ভাষা, বিশেষতঃ ইংরাজি ভাষা প্রভৃতিতে যে সকল রত্নরাজি রহিয়াছে, তাহার কিছু কিছু ভাবান্তরিত হইয়া আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতেও অধিকতর চেষ্টা এবং অধিকতর অধ্যবসায় প্রয়োজন। নিপুণভাবে ঐ সকল কার্য্য করার জন্য মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবকের একান্ত অভাব না হইলেও কার্য্যানুরূপ সেবকের সংখ্যা যে আছে এবং কার্য্যের গুরুত্বের অনুরূপ

সেবকের যে বিধান হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। অন্য দিকে আরবী ও পারস্যভাষা হইতে রত্নরাজি সংগ্রহের বিশেষ কোন ব্যবস্থা যে হইয়াছে, তাহা বলাই চলে না। এই জন্য আমরা মুসলমান কৃতবিদ্য এবং মাতৃভাষানুরাগী ভ্রাতাদিগের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন তৎপর হইয়া মাতৃভাষার সেবায় এই দিকের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েন এবং বঙ্গভাষা-ভাষীদিগকে তাঁহাদের প্রাচীন সাহিত্য এবং ইতিহাসের অমূল্য রত্নরাজি হইতে বঞ্চিত না থাকিতে হয়, তাহার সুব্যবস্থা করেন। আমি আশা করি যে, আগামী বারের সম্পাদককে এই কাহিনী কাতরোক্তির সহিত প্রকাশ করিতে হইবে না। তিনি যেন এই সকল বিষয়ের কার্য্য অগ্রসর হওয়ার কথা উল্লেখ করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারেন এবং পরিষদের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, এ দেশ-বাসী সমুদায় শিক্ষিত মুসলমান-ভ্রাতাগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

গত বৎসরে সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধি এবং বঙ্গভাষা উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার বিধান-কল্পে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য আমরা সমুদয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। স্বীয় স্বীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচার না হইলে এবং উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষায় প্রচলিত হওয়ার ব্যবস্থা না থাকিলে উচ্চশিক্ষা কেন, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারই হইতে পারে না। এই কথা এ দেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। পরিষৎ এই সম্বন্ধে যে গুরুতর কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সকলের সাহায্য এবং আন্তরিক যত্ন ভিন্ন সফল হইবার নহে। আসুন, আমরা সকলে দৃঢ়ভাবে গবর্ণমেণ্টকে জানাই যে, প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তারের এই পথ ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় পথ নাই। আমরা যদি প্রকৃতই নিজেরা এই পথই প্রকৃত পথ বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আসুন, সকলে একত্র হইয়া যাহাতে এই পথ দেশবাসী সকলের পক্ষে সুগম হয়, তাহার ব্যবস্থা করি এবং সেই কথা মহামান্য গবর্মেণ্টকে জানাই। তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের প্রজাবৎসল রাজা এবং তাঁহার প্রতিনিধিবর্গেরা আমাদের এই পথে সহায়তা করিবেন ভিন্ন বাধা উপস্থিত করিবেন না। ইহা একান্তই আমাদের নিজেদের অধ্যবসায় এবং যত্নসাধ্য, সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা কেহই যেন ইহার জন্য উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতে ত্রুটি না করি। পরিষৎ মাতৃভাষাভক্ত এবং মাতৃভাষা-সেবানুরাগী-মাত্রেরই মিলন-স্থান। এখানে সকলেরই সমান অধিকার; আমরা সকলে তাহা বুঝিয়া যেন মাতৃভাষা-সেবাপরায়ণ হইয়া নিজেদের সেবানিষ্ঠতার সার্থকতা সম্পাদন করি এবং দেশের শিক্ষাবিস্তার-সম্বন্ধে যাহার যেটুকু সাধ্য, তদনুরূপ সহায়তা করি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
বঙ্গাব্দ ১৩২২, ৯ই শ্রাবণ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষৎসমূহের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

রঙ্গপুর-শাখা

১৩২১ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা ১৩২১ বঙ্গাব্দে নবম বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর শাখা-সভার সদস্যসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল ;—আজীবন-সদস্য ২, বিশিষ্ট সদস্য ৬, অধ্যাপক-সদস্য ৪, সহায়ক-সদস্য ১২, ছাত্র-সদস্য ৬৫, একুন ৮৯, শাখা-সভার অধিকারপ্রাপ্ত সাধারণ-সদস্য ২২৬, উভয় সভার অধিকারপ্রাপ্ত ১২৫, একুন ৪৪৪।

আলোচ্য বর্ষে বাহারবন্দের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি এস আই বাহাদুর এককালীন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে দান করায় আজীবন-সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ তারিখে বুধ বারে এই সভার নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক মহাশয়দ্বয় এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে আটটি মাত্র মাসিক সাধারণ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি অধিবেশন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির অভাবে স্থগিত রাখিতে হয়। এই সকল অধিবেশনে ৮টি মাত্র প্রবন্ধ পঠিত ও পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক ৩, চরিতাখ্যানবিষয়ক ২, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যালোচনামূলক ২ এবং স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক সাময়িক একটি প্রবন্ধ ছিল।

অধিবেশনের তারিখ ও প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শকের নাম
ম অধিবেশন, ৬ই আষাঢ় ১৩২১, শনিবার।	"শঙ্কর দেব" শ্রীউমেশচন্দ্র দে।	রঙ্গপুর ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক উপহৃত,— (১) কষ্টিপ্রস্তরে নির্ম্মিত বিষ্ণু। (২) ঐ মনসা। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত,— (৩) গ্রীসদেশীয় রৌপ্যমুদ্রা ১টি। (৪) শত বর্ষের প্রাচীন তুলিকায় অঙ্কিত বৌদ্ধ চিত্রপট। (৫) মৎস্যাবতার-খোদিত ইষ্টক।
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ৩১ শ্রাবণ, ১৩২১, রবিবার।	"সত্যনারায়ণ" শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল, "রাঙ্গামাটী বা কর্ণসুবর্ণ" শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।	ছাত্র-সদস্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক উপহৃত প্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ১লা আশ্বিন, ১৩২১, রবিবার।	নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিতে এই অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।	

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শকের নাম
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন. ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩২১, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৪, রবিবার।	"সচিত্র রত্নপালের তাম্রশাসন"— অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, তত্ত্বসরস্বতী, এম্-এ।	দোলমঞ্চের বরাহ-মূর্ত্তিখোদিত ইষ্টক— সম্পাদক।
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ১৯শে পৌষ, ১৩২১, ৩রা জানুয়ারী, ১৯১৫, রবিবার।	"স্ত্রী শিক্ষা,"— রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবীশ।	
৬ষ্ঠ অধিবেশন, ২৪শে মাঘ, ১৩২১, ৭ই ফেব্রুয়ারী. ১৯১৫, রবিবার।	"বঙ্গের স্মৃতিচর্চ্চা"— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।	স্বর্গীয় তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত ১৭খানি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি।
৭ম অধিবেশন, ১৪ চৈত্র, ১৩২১, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯১৫, রবিবার।	"পীর, সত্যপীর, পীরবরহক, বড়পীর,"— খান্ তস্‌লিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি এল্, সাদুল্যাপুর থানার সব্‌ইন্‌স্পেক্টর মুন্সী মেহের-বক্‌স্ মহাশয়ের সংগৃহীত ১১৯০ সালের রঙ্গপুর বর্দ্ধনপুরীর ঐতিহাসিক ঘটনামূলক সমসাময়িক কবি কৃষ্ণ হরিদাস রচিত প্রাচীন কবিতা—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।	দিনাজপুর ঘুঘুডাঙ্গায় প্রাপ্ত প্রাচীন শিব-মন্দিরের কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড,— শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রাচীন ৪টি রৌপ্য মুদ্রা ও দুইটি তাম্র-মুদ্রা,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী জমিদার। মাহিগঞ্জের সব্‌ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত হস্তলিখিত প্রাচীন ১০ খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মোট নয়টি অধিবেশন হইয়াছে।

ধাপ মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবী মহোদয়ার অর্থানুকূল্যে দুর্গাপ্রসাদ ঘটক-বিরচিত "তোটক ও ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে" রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী" এ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই সভার অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এই গ্রন্থের এক ভূমিকা রচনা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান সচিব মহোদয় সভার অনুসন্ধিৎসু সদস্যগণের পাঠার্থ বিনা মূল্যে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে প্রকাশিত কার্য্যবিবরণী প্রদানের আদেশ করিয়া সভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সভার উদ্যমশীল গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয়ের চেষ্টায় আলোচ্য বর্ষে সভার গ্রন্থাগারে বিনা মূল্যে ৬২ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সভার গ্রন্থাগারে ৪০ খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি উপহৃত হইয়াছে।

সভার চিত্রশালায় আলোচ্য বর্ষে যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয় চিত্রশালায় রক্ষার জন্য ৪টি পুরাতন রৌপ্য-মুদ্রা ও দুইটি তাম্রমুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর গ্রীসদেশীয় একটি রৌপ্যমুদ্রা ও দেশীয় চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি বৌদ্ধ চিত্রপট প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মোনাহান কার্টার আই সি এস্ বাহাদুর এবং বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত বিট্‌সন্ বেল আই সি এস্ বাহাদুর, সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্ মহোদয় সহ সভার চিত্রশালায় শুভাগমন করেন। চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি দর্শনপূর্ব্বক তাঁহারা প্রীত হইয়া অনুকূল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে এই সভাসংসৃষ্ট চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন, নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশনকালে ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বুধবারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় কর্ত্তৃক এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গের সুধীসমাজের অগ্রণী এই সভার বিশিষ্ট-সদস্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের "কবিসম্রাট্" উপাধি-প্রাপ্তিতে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন—রাজসাহী অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে এই সভা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধি-বেশন "সবুজ পত্র"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, বার-এট্-ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে রাজসাহী নগরে বিগত ১৬।১৭ ফাল্গুন দোল পূজাবকাশে সম্পন্ন হইয়াছে। নাটোরাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে সভার মোট আয় ১১৯৭৷।৵৩ পাই এবং গত বর্ষের উদ্বৃত্ত তহবিল ৪৫৭৷৵৹ আনা, মোট ৫৭৬৮৷৵৩ পাই ছিল। তন্মধ্যে সভার সর্ব্বপ্রকারের ব্যয় ২৫৬১৴৩ পাই বাদে অবশিষ্ট ৩২০৭৷৵৹ আনা মাত্র আছে। স্থায়ী ধনভাণ্ডারে রক্ষিত ৩০০০৲ টাকা বাদে সভার বিবিধ তহবিলে ২০৭৷৵ আনা মাত্র উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মুরশিদাবাদ-শাখা

১৩২০-২১ সালের কার্য্য-বিবরণ।

এই শাখা-পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র বহরমপুর। বহরমপুরেই জেলা কোর্টের অবস্থিতি, একটি বড় কলেজ ও তিনটি উচ্চশ্রেণীর স্কুল, মধ্য শ্রেণীর তিনটি বিদ্যালয়, দুইটি নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রাবাস-সমুদায়ে প্রায় এক সহস্র ছাত্রের বাস। বহরমপুর এইরূপে উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্বরূপ হইলেও এমন বড় সহরে সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা নিয়মিতরূপে চলে না, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। ইহার সভ্যদিগকে কোন চাঁদা দিতে হয় না। স্থায়ী সভাপতি মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি এস আই মহোদয়ের ব্যয়ে সভাধিবেশনের বিবিধ কার্য্যাদি সংসাধিত হয়। এখন সভ্যসংখ্যা ১১২ জন।

যত দিন সভ্যদিগের নিকট চাঁদা আদায় হইত, তত দিন শাখা-পরিষদের মুখপত্র "উপাসনা" বিনা মূল্যে সকলকে দেওয়া হইত। সমালোচ্য বৎসরে ছয়টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ	লেখক
১। অদ্বৈতমঙ্গল ...	... শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস এম্ এ।
২। জাতীয় জীবন ও জাতীয় মৃত্যু	... " যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ।
৩। সাঙ্খ্যদর্শন ...	... " গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এম এ, বি এল।
৪। জননায়ক বা লোকশিক্ষক	... " রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
৫। অনুকরণে বিপত্তি ...	... " রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
৬। কাব্য ও ইতিহাস ...	... " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

... শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভাগলপুর-শাখা

আলোচ্য বর্ষের শেষে শাখা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৫০ জন। পুস্তক-সংখ্যা ৩৭৯। এই বৎসরে পাঁচটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল; তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণদ্বারা পঠিত হয়।

১।	কবি কালিদাস রায়ের পর্ণপুট ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ।
২।	রামায়ণের শিক্ষা	,, চারুচন্দ্র বসু এম্ এ।
৩।	রাষ্ট্রীয় সমাজ-শাসন	,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এম্ এ।
৪।	চন্দ্রের উৎপত্তি	,, শিশিরকুমার বসু এম্ এস সি।
৫।	ব্যাধি ও জীবাণু	,, শিশিরকুমার বসু এম্ এস সি।

গত বৎসর সহরে প্লেগ হওয়াতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া উঠে নাই। পরে একটি বিশেষ অধিবেশনে পূর্ব্ব বৎসরের নির্ব্বাচিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া আলোচ্য বৎসরের জন্য উক্ত সমিতি গঠিত করা হয়।

শাখা-পরিষদের পুস্তকাগার সংরক্ষণ ও পুস্তক বিতরণের জন্য কার্য্য পূর্ব্বে স্থানীয় ছাত্র-সভ্যগণের দ্বারাই চলিত। কিন্তু কিছু কাল হইতে তাহার আর সুবিধা না হওয়াতে মাসিক বেতন দিয়া একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে।

এই বৎসর বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হরলাল গুপ্ত এম্ এ মহোদয়গণ প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শাখা-পরিষদের ছাত্র-বিভাগের কার্য্য আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু এম্ এ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে চলিয়াছিল।

ভাগলপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণ শাখা-পরিষৎকে ইন্‌ষ্টিটিউট-গৃহে স্থান দিয়া এবং অধিবেশনের সকলরূপ ব্যবস্থা ও সুবিধা করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের মোট আয়—৬৮৲, মোট ব্যয়—৬২৷৵৫, উৎবৃত্ত ৫৶১৫।

ভাগলপুর,
অগ্রহায়ণ, ১৩২২

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চট্টগ্রাম-শাখা

বিগত ১৯শে বৈশাখ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় স্থানীয় মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চট্টলের প্রথিতনামা বাগ্মী ও সাহিত্যানুরাগী রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পরিষদের অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সাতটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছে। যথা;—'পার্থের পরার্থপরতা,' 'শরীর যজ্ঞ,' 'সমর্পণ,' 'সত্য,' 'ধূমকেতু,' 'বঙ্গভাষার কারক-বিভক্তি,' 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম,' 'দধিসেবনের উপকারিতা' এবং 'পাশ্চাত্যদেশে দধি'। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের তত্ত্বাবধানে মহাকবি ৺নবীনচন্দ্রের স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সম্বর্দ্ধনার্থ সম্প্রতি পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মোট সদস্য-সংখ্যা ১৬৬। আলোচ্য বর্ষের আয় ১৩০/০, ব্যয় ১২৪০/১০, এক্ষণে ৫৮৵/১০ গচ্ছিত আছে।

পরিষৎ মন্দির

স্থানীয় 'পাব্লিক লাইব্রেরী'-গৃহে শাখা-পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য মাসিক ১॥০ টাকা ভাড়া দিতে হয়।

শাখার হিতকামী সদস্য ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমোদাকুমার বিশ্বাস মহাশয় অনেকগুলি প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া আমাদের পরিষদে দান করিয়াছেন।

গত বৎসর কেবল চট্টগ্রামের সাহিত্যিকগণের মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ-পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, আপনারা সকলে অবগত আছেন। তাহাতে পুস্তকসংখ্যা ১৫০ হইয়াছিল। এ বৎসর চট্টগ্রামের বর্ত্তমান সাহিত্যসেবি-প্রণীত আরও ২০ খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের কলিকাতা-প্রবাসী ব্যবসায়ি-গণের যত্নে ও অর্থানুকূল্যে কলিকাতা মহানগরীতে যে "চট্টলপ্রসূন লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উক্ত লাইব্রেরীর পরিচালকগণ চারিটি সুন্দর আলমিরা এবং একখানা বৃহদাকার রিডিং টেবিল সহ তাঁহাদের সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তক আমাদের পরিষৎকে দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

পরিষদের সভাপতি ৺নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকরের অকাল-মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক, দেবচরিত্র কবিগুণাকরের

অকালমৃত্যুতে চট্টগ্রামের—চট্টগ্রামের কেন, সমগ্র বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কি না, জানি না। কবিগুণাকরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ চট্টগ্রাম 'টাউন হল'-প্রাঙ্গণে পরিষদের এক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চট্টলে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত তদীয় একখানা প্রতিকৃতি স্থানীয় পাব্লিক লাইব্রেরী-গৃহে মহাকবি ৺নবীনচন্দ্র সেনের বাম পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহোদয় কবিগুণাকরের বিশেষ স্থায়ী স্মৃতিরক্ষাকল্পে দেবপাহাড়ের শীর্ষদেশে ধ্যানমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

সাহিত্য-সম্মিলন

এ বারে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন, মৌলবী আবদুল করিম প্রমুখ ১২ জন পরিষদের সদস্য উক্ত সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের বিশেষত্ব

চট্টগ্রাম প্রকৃতি মাতার লীলা-নিকেতন। এই স্থান সাহিত্য-সাধনের অত্যন্ত অনুকূল। কর্ণফুলী নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত "জৈষ্ঠী সাহিত্য-সমিতি"র সংবাদ গত বর্ষে আপনাদিগকে দিয়াছিলাম। সেই সাহিত্য-সমিতি পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার এই সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক। অদ্য আপনাদের কাছে টেরীবাজার "সাধনা-সমিতি"র সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী, শিক্ষক এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ওয়াদ্দাদার, অভিভাবক মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে স্কুল ও কলেজের উৎসাহী ছাত্রগণ এই সমিতি পরিচালনা করিতেছেন। "সাধনা" নামক একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা এই সমিতির সদস্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

অল্প দিন হইল, আমাদের পরিষদের এক অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

গৌহাটী-শাখা

৬ষ্ঠ বর্ষের কার্য্যবিবরণী।

আলোচ্য বর্ষে গৌহাটী শাখা-পরিষদের ৬ষ্ঠ বর্ষ শেষ হইল। বিগত বৎসরে শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ সম্পাদক ছিলেন।

এই বর্ষে মোট ১০টি অধিবেশন হয়; তন্মধ্যে ৮টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ। এই ৮টি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি নিম্নলিখিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল;—

মাস	প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধ-লেখকের নাম
১। শ্রাবণ	সমন্বয়রহস্য	শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ।
	সমসাময়িক পাশ্চাত্য-দর্শন	" সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ।
	নবীনচন্দ্র-রৈবতক	" আনন্দকিশোর দাস এম্ এ।
	রং-বেরং	" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। ভাদ্র	কবিতা	" দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
	শক্তি-পরিচয়	" সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।
	ধূমকেতু ও উল্কাবৃষ্টি	" হর্ষনাথ সেন এম্ এ।
	বৃত্তমঞ্জরী	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর আচার্য্য কবিরত্ন।
৩। কার্ত্তি	কবিতা	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
	অণু ও পরমাণু	" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
	রাষ্ট্রের উৎপত্তি	" ভুবনমোহন সেন এম্ এ।
৪। অগ্রহা	ধর্ম্মসংগ্রহ	" বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ।
	পৌরাণিক কামরূপের জড়তত্ত্ব-প্রসঙ্গ	" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
	ভারতে রৌপ্যমুদ্রা	" সতীশচন্দ্র দাস বি এ।
৫। পৌষ	আসামে শ্রীচৈতন্য	" হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী।
	আচার্য্য দণ্ডী ও তাঁহার দশকুমারচরিত	পণ্ডিত " কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।
	মহাকবি ভাস—স্বপ্নবাসবদত্ত	" হেমচন্দ্র রায় এম্ এ।
৬। মাঘ	কবিতা	" দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
	কবিকঙ্কণের কাব্য ও কবিত্ব	" সারদাচরণ গাঙ্গুলী বি এ।
	আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস	" বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ।
৭। ফাল্গুন	মহাকর্ষণ	" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
	অষ্টম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ	" বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ।
	ফোটো টেলিগ্রাফি	" তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
৮। চৈত্র	কবিতা	" দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
	তাড়িৎ বার্ত্তা	" সিদ্ধেশ্বর ঘোষ।
	অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ	" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

প্রথম বিশেষ অধিবেশনে কোচবিহার হইতে আগত মৌলবি আমানতুল্লা চৌধুরী মহাশয় "কামতাপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্থানীয় "কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি" ও গৌহাটী শাখা-পরিষৎ মিলিত হইয়া এই অধিবেশনটির আয়োজন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয় প্রাচীন ভারতে লৌহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে একটি বক্তৃতা করেন।

অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গৌহাটী শাখার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং অষ্টম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ মহাশয় সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া রাজসাহীতে গিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে তহবিলে মোট ৩২৵০ ছিল। তন্মধ্যে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া বর্ষশেষে পরিষদের তহবিলে মোট ২৪৲ আছে।

ঢাকার "প্রতিভা" পত্রিকা এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা গৌহাটী শাখা-পরিষৎ নিয়মিতরূপে পাইয়াছেন।

গৌহাটী, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।	শ্রীভুবনমোহন সেন সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বরিশাল-শাখা

চতুর্থ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, বি এল—সভাপতি।

দেবকুমার রায় চৌধুরী—সম্পাদক।

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল-শাখা চতুর্থ বর্ষ শেষ করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এখনও শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই।

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের তালিকা।

অধিবেশন	তারিখ	প্রবন্ধ	লেখক
প্রথম	২৮শে ভাদ্র ১৩২১	"লিখন-বিদ্যা"	শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহা বি এল।
দ্বিতীয়	২১শে কার্ত্তিক	"যুগলরূপ"	„ পরেশনাথ সেন বি এ।
তৃতীয়	৪ঠা পৌষ	"বঙ্গসাহিত্যে ভূদেব"	„ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল।

অধিবেশন	তারিখ	প্রবন্ধ	লেখক
চতুর্থ	২৫শে পৌষ	"নীল-পূজা" (২য় খণ্ড)	শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন।
পঞ্চম	২৫শে বৈশাখ ১৩২২	"ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গ"	" বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড।
		"গীতাঞ্জলি"	" জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল।
ষষ্ঠ	৪ঠা আষাঢ়	"পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পাঠশালা"	" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী।
সপ্তম	১১ই আষাঢ়	"বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি"	শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ।
অষ্টম	১৯শে আষাঢ়	"ধর্ম্মের অভিজ্ঞতা"	" যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
		"ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গ" (২য় খণ্ড)	" বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড।
নবম	১৫ই শ্রাবণ	"বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি"	" ভূপালকুমার দত্ত এম এ।
বার্ষিক	১৫ই আশ্বিন	"স্বার্থ ও পরার্থপরতার উৎপত্তি ও বিকাশ"	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল।

গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে এখন পর্য্যন্ত ৩১০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্পাদক মহাশয়ের আনুমানিক ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের এক খণ্ড ভূমি ব্যতীত আরও দুই সহস্রাধিক টাকার প্রতিশ্রুতি আছে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বর্দ্ধমান-শাখা

দ্বিতীয় বার্ষিক সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ।

বর্দ্ধমান পরিষৎ-শাখার বয়স আজ দুই বৎসর পূর্ণ হইল। আলোচ্য বর্ষে আমরা দুইটি সুবৃহৎ ব্যাপারের গুরুভার স্কন্ধে লইয়াছিলাম। একটি রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা, অপরটি অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন। আমাদের সমস্ত উদ্যম এই সম্মিলনের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। আমাদের এই পরিষৎ-শাখাই জনসাধারণের সভা আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন এবং পরিষৎ-শাখার প্রায় সমস্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে সম্মিলনের জন্য সারা বৎসর খাটিয়াছিলেন। সুতরাং প্রথম সাংবৎসরিক অধিবেশন ব্যতীত পরিষৎ-শাখার চারিটির অধিক অধিবেশন হয় নাই।

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, ১ম সাংবৎসরিক	"সাহিত্যের অর্থ ও পরিষদের কর্ত্তব্য"	শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল্।

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
১ম মাসিক, ১০ই শ্রাবণ,	৮ রামদাস বাবুর জীবনী	শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরী।
	সে কালের বাঙ্গালীর বেশভূষা	শ্রীরাখালরাজ রায়।
	বর্দ্ধমানের পুরাতত্ত্ব	শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ।
২য় মাসিক, ১লা আশ্বিন,	সাধক কবি কমলাকান্ত	শ্রীকালিদাস সন্ন্যাসী।
৩য় মাসিক, ২০শে অগ্রহায়ণ,	সেনপাহাড়ী ভ্রমণ	শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ।
	প্রাণচন্দ্রের হরিহরমঙ্গল	শ্রীরাখালরাজ রায়।
৪র্থ মাসিক, ২৯শে বৈশাখ, ১৩২২,	কবির খাদ্য	শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—সভাপতি।
,, দেবেন্দ্রনাথ সরকার—সম্পাদক।

বর্ষারম্ভে সভ্যসংখ্যা ১০২ জন ছিল। বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা ১৩৪ জন দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েক জন অধ্যাপক ও সহায়ক-সদস্য আছেন।

গত বৎসরের চাঁদা হইতে আয় ৯৩৲ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রদত্ত স্থায়ী ভাণ্ডারে দান ৯০৲, একুনে জমা ১৮৩৲। ৫২৸/১০ ব্যয় বাদে ১৩০৶/১০ উদ্বৃত্ত আছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কালনা-শাখা

সন ১৩২১ সাল।

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—কালনা-শাখা ১৩২১ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩০ জন সাধারণ সভ্য ও ১১ জন অধ্যাপক সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা ১৫৪ জন ছিল।

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের ৮টি মাসিক ও ৪টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। কালনার সুসজ্জিত "ক্লাব" কক্ষে পরিষদের সকল অধিবেশনই নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশন

অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ	লেখক
১ম মাসিক, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ	১। প্রত্নতত্ত্ব ও স্মৃতিরক্ষা	শ্রীহেমন্তকুমার সরকার
২য় ,, , ২৮শে আষাঢ়	২। গাঙ্গুর নদীর তীরে প্রাপ্ত মহেশ্বর-মূর্ত্তির বিবরণ	শ্রীস্বামী কেশবানন্দ
	৩। মেয়েলি শাস্ত্র	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	৪। নবদ্বীপ-সমাজের অধঃপতন	পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর স্মৃতিচূড়ামণি
৩য় ,, , ১৭ই শ্রাবণ	৫। আমাদের ভাষা	শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা
	৬। সহজ-সাধন (ক)	শ্রীহরিলাল মোহান্ত
	৭। হিন্দু স্বাস্থ্যতত্ত্ব	কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার কবিরত্ন
৪র্থ ,, , ৬ই ভাদ্র	৮। বঙ্গভাষায় শব্দ সঙ্কলনসংক্রান্ত প্রস্তাব	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ
৫ম ,, , ২২শে কার্ত্তিক	৯। সহজ-সাধন (খ)	শ্রীহরিলাল মোহান্ত
৬ষ্ঠ ,, , ৬ই অগ্রহায়ণ	১০। পীর অজগয়রের অদ্ভুত কাহিনী	শ্রীস্বামী কেশবানন্দ
	১১। সহজ-সাধন (গ)	শ্রীহরিলাল মোহান্ত
	১২। কাল্নায় বাণীপূজা	শ্রীসত্যকিঙ্কর কুণ্ডু কাব্যকণ্ঠ
৭ম ,, , ২৭শে অগ্রহায়ণ	১৩। জীবাত্মার বিবাহ	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮ম ,, , ২৮শে পৌষ	১৪। শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীবসন্তকুমার বসু মল্লিক- এম্ এ, বি এল
	১৫। কবি ও কবিত্ব	পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর কাব্য-স্মৃতি-চূড়ামণি
১ম বার্ষিক, ১৫ই ফাল্গুন	১৬। বঙ্গসাহিত্যে যাত্রার স্থান	ডাঃ শ্রীতারাপদ সাহিত্যরত্নাকর এল এম্ এস
	১৭। ম্যালেরিয়ানাশক বৃক্ষ	ঐ
	১৮। অভিনন্দনপ্রশস্তি	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভুপাদ শ্রীহরিশ্চন্দ্র গোস্বামী ভাগবতরত্ন পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ পণ্ডিত শ্রীদেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ
	বক্তৃতা—	বক্তা—
৫ম মাসিক অধিবেশন —২২শে কার্ত্তিক,	উপবাস সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয়	ডাঃ রেভাঃ শ্রীআর্নেষ্ট বৃন্ময় এম্ এ, এম্ ডি।

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

৭ই ফাল্গুন, শনিবার, শাখা-পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সভার সৌভাগ্যবশতঃ মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্‌তব্ বাহাদুর, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ছাত্র-সভা

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার কার্য্য খুবই সন্তোষজনক। ছাত্রসভার নিয়মিত অধিবেশনে ছাত্রসভ্যগণ ৩২টি কবিতা ও ৬২টি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

আমাদের অন্যতম বন্ধু ও সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থের যত্নে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ "কালিদাস-সমিতি"র সহিত কালনা-শাখা-পরিষৎ একযোগে কার্য্য করিবেন, স্থির হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

শাখা-পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন;—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বিএল্, শ্রীযুক্ত শ্রীপতি হুই বি এল্, শ্রীযুক্ত শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মালিক, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায়, কাব্যবিনোদ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত ভবতারণ সাংখ্যতন্ত্ররত্ন, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, সবডিবিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কালনা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে আয় হইয়াছিল সর্ব্বসমেত ৫০৸৶০ টাকা, ব্যয় হইয়াছিল বিবিধ প্রকারে মোট ২৭।/৫, বর্ষ শেষে ২৩।/১৫ টাকা তহবীলে মৌজুত আছে।

কালনা,
২৮শে কার্ত্তিক,
সন ১৩২২ সাল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

দিল্লী-শাখা

প্রথম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লীস্থ শাখা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৮ই মাঘ তারিখে (শ্রীশ্রী৺ সরস্বতী পূজার দিন) প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথম বৎসর অতিক্রম করিয়া একণে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রথম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

শাখা-পরিষদের বান্ধব, সদস্য, হিতকামী, মূল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও সাধারণের অবগতির জন্য উপস্থাপিত হইল।

বিশেষ উৎসাহের বার্ত্তা এই যে, পরিষৎ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও সুহৃৎ স্বনামধন্য মাননীয় শ্রীমন্মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে টি, সি আই ই, কে সি এস আই বাহাদুর দিল্লীতে উপস্থিত থাকিয়া শাখা-পরিষদে শুভাগমন পূর্ব্বক সভার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আপনার স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতায় এই নবীন পরিষদের উন্নতিকল্পে এককালীন ১০০৲ টাকা দান করেন ও শাখা-পরিষদের নিয়ম অনুসারে মহারাজা বাহাদুর ইহাঁর বান্ধবরূপে বৃত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ ও সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা মহোদয় পরিষদের নিয়মানুসারে বিশিষ্ট সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের শেষে শাখা-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ছিল ১২৫ এবং আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ১৩টি অধিবেশন হইয়াছিল।

দিল্লীতে নব রাজধানী স্থাপনের পর সরকারী ছাপাখানা ও মহামান্য কণ্ট্রোলার জেনারেলের দপ্তরে নিযুক্ত ভদ্র মহোদয়গণ দিল্লীতে আগমন করিয়া বৎসরাধিক কাল হইতে একটি গ্রন্থাগারের অভাব বড়ই অনুভব করিতেছিলেন। স্থানীয় এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে পরিষদের পরিচালকবর্গ ইহার অন্তর্গত একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন।

দিল্লী অঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ বা পুঁথি পাওয়া যায় না। দিল্লীর প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় লিখিত সদ্‌গ্রন্থ-সমূহ দুষ্প্রাপ্য নহে। এতদুদ্দেশ্যে পরিষৎ একটি স্থানীয় অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করিয়া এই সমস্ত মহামূল্য গ্রন্থাদির উদ্ধার ও অনুবাদের চেষ্টা করিতেছেন। ভরসা করা যায় যে, আগামী বর্ষে পরিষৎ এইরূপ দুই একখানি নষ্ট গ্রন্থের উদ্ধার ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রধানতঃ অর্থাভাবে দিল্লী শাখা হইতে পত্রিকা প্রকাশের কোনরূপ অনুষ্ঠান এখনও সম্ভবপর হয় নাই।

দ্বাপর যুগ হইতে ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতেতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ দিল্লী নগরী প্রত্নতত্ত্বের লীলাস্থল। কিন্তু এই সম্বন্ধীয় উপাদানসমূহের সংগ্রহ ও সুবিধা গ্রহণের এতদঞ্চলে অন্তরায় অনেক। কিন্তু এত অভাব ও অসুবিধার মধ্যেও পরিষৎ অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বাকচী মহাশয়কে পাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। সরোজ বাবু এই এক বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে দিল্লী নগরী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানের পুরাতন অট্টালিকা ও মসজিদ্ প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহে ও প্রাচীন

হিন্দি গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলাফল তিনি ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে শাখা-পরিষৎকে উপহার দিতেছেন। বাকচী মহাশয়ের মৌলিক আবিষ্কারের মধ্যে "ইন্দ্রপ্রস্থের পাষাণপ্রাকার" ও "ভীম-পদচিহ্ন" প্রধান। শেষোক্ত আবিষ্কারটির রক্ষা সংবিধান করিয়া স্থানীয় মহামান্য চীফ কমিশনার মহোদয় ও পণ্ডিত বাঁকে রায় মহোদয় হিন্দুগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আয় মোট ৪৬৮।৵০ এবং ব্যয় হইয়াছিল মোট ৩৪৪।১৫।

বিগতপূর্ব্ব গুডফ্রাইডের ছুটিতে কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিল্লী শাখার প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মচারিবৃন্দ স্ব স্ব কার্য্যভার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া এই শিশু শাখা-পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সুদূর প্রবাসে নানা অপ্রকৃষ্ট আয়োজন ও অসুবিধার মধ্যে পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ এক বৎসরকাল যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার ফলাফল বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, এতদ্দেশে পরিষদের জন্ম নিরর্থক হইবে না।

সন ১৩২০-২১ সালে পঠিত প্রবন্ধাদির তালিকা

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল ;—

বিষয়	লেখক	পাঠের তারিখ
১। দিল্লীর দুইটি মুসলমান সাধক (কুতব সাহ ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া)	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়	৩রা ফাল্গুন ১৩২০
২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কিয়দংশ পাঠ	,, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
৩। সাহিত্যে দুঃখবাদ	,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭ই ফাল্গুন
৪। চণ্ডীদাস	,, শম্ভুচন্দ্র দত্ত	ঐ
৫। কৃষ্ণকান্তের উইল (সমালোচনা)	,, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১লা চৈত্র
৬। ইন্দ্রপ্রস্থের পাষাণ-প্রাচীর	,, সরোজনাথ বাকচী	ঐ
৭। প্রাচীন ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব অধ্যায়	,, নির্ম্মলচন্দ্র সান্ন্যাল	১৪ই চৈত্র
৮। দিল্লীর পথে	,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬ই বৈশাখ ১৩২১
৯। ইন্দ্রপ্রস্থ সম্বন্ধে নানা কথা	,, সরোজনাথ বাকচি	ঐ
১০। ঈশ্বর (পদ্য)	,, ভোলানাথ দাস	৩রা জ্যৈষ্ঠ
১১। বাঙ্গালায় 'রবি'	,, যতীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ	ঐ

	বিষয়	লেখক	পাঠের তারিখ
১২।	রাজস্থানের একাংশ ভ্রমণ	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সান্ন্যাল	১৭ই জ্যৈষ্ঠ
১৩।	হিমালয়ের পাদৈকদেশে ভ্রমণ	,, সরোজনাথ বাকৃচি	৩১শে জ্যৈষ্ঠ
১৪।	আগরায় এক দিন	,, যতীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ	১৪ই আষাঢ়
১৫।	ইংরাজ সাধুর উপাখ্যান	,, সরোজনাথ বাকৃচী	২৮শে আষাঢ়
১৬।	জয়পুর ও পুষ্কর-ভ্রমণ	,, ত্রৈলোক্যনাথ পাল	১৩ই শ্রাবণ
১৭।	ছুইখানি পত্র	,, যতীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ	১৫ই কার্ত্তিক
১৮।	নাটক ও নাট্যশালার উৎপত্তি	,, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫ই অগ্রহায়ণ
১৯।	দিল্লীর প্রাচীন তত্ত্ব (প্রথম প্রস্তাব)	,, সরোজনাথ বাকৃচী	২০শে অগ্রহায়ণ
২০।	ভক্তিতত্ত্ব	,, শম্ভুচন্দ্র দত্ত	৫ই পৌষ
২১।	গ্রন্থ ও পাঠক	,, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৬শে পৌষ

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

চিত্রশালার কার্য্য-বিবরণ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় ১৮টি মুদ্রা, দশাবতার মূর্ত্তিযুক্ত একখানি তাম্রফলক, ১৮টি প্রস্তরমূর্ত্তি, টইলা নামক বাদ্যযন্ত্র, বাঁশে লেখা ঠিকুজী, সামুদ্রিক ঝিনুক, বিষ্ণুপুরের তাস ও কয়েকখানি আলোকচিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় পাণ্ডু গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা এবং অট্টহাস নামক পীঠস্থান হইতে প্রাপ্ত চামুণ্ডা বা মহানন্দার মূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পরিষদের চিত্রশালায় উক্ত মুদ্রাগুলি ও প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

নিম্নে মুদ্রা ও মূর্ত্তি প্রভৃতির তালিকা দেওয়া হইল ;—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় বি এল	১। বর্দ্ধমান পাণ্ডুগ্রাম হইতে প্রাপ্ত বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের স্বুবর্ণ মুদ্রা।
শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী F.R.H.S.	২। নেপালের পয়সা।
শ্রীপ্রফুল্লচাঁদ বসু	৩। রামচন্দ্রী মোহর (?)
ডাক্তার শ্রীহীরালাল সরকার ও শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২টি তাম্রমুদ্রা	৪—১০। প্রাচীন ছাঁচে ঢালাই কার্ষাপণ। ১১—১৩। জৈনপুরের শার্কীবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম শাহ। ১৪। খিলজীবংশীয় আলাউদ্দীন্ মহম্মদ শাহ।

	১৫। বাদশাহ ২য় শাহ আলমের নামাঙ্কিত লক্ষ্ণৌর নবাব উজীরবংশের মুদ্রা।
শ্রীচিত্তসুখ সাম্যাল	১৬। কার্ষাপণ।
শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	১৭-১৮। প্রাচীন মুদ্রা।

প্রস্তরমূর্ত্তি

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	১। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি।
শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়	২। ঐ (দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত)
ডাক্তার শ্রীউমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩। ঐ (দেবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত)
শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪। ঐ
শ্রীকামিনীনাথ রায়	৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি (বর্দ্ধমান, কুসুমগ্রাম হইতে প্রাপ্ত)
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	৬। „ (বড়বেলুন হইতে প্রাপ্ত)
	৭। কূর্ম্মমূর্ত্তি („ হইতে প্রাপ্ত)
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮। ভগ্ন হরগৌরী (শ্বেতপ্রস্তরের, হরিদ্বার হইতে ঐ)
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	৯। প্রস্তরমূর্ত্তির খণ্ড (দিনাজপুর বল্লা হইতে প্রাপ্ত)
	১০। বিষ্ণুমূর্ত্তির উর্দ্ধদেশ ঐ
	১১। নর্ত্তনশীল গণেশ ঐ
	১২। প্রস্তরমূর্ত্তির মস্তক ঐ
ডাক্তার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী	১৩। হরগৌরীমূর্ত্তি ঐ
শ্রীরাখালরাজ রায় ও শ্রীশিবদাস তেওয়ারী	১৪। বরাহমূর্ত্তি ঐ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	১৫। চামুণ্ডা বা মহানন্দামূর্ত্তি (অট্টহাস হইতে প্রাপ্ত)

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত কুমার রমেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট হইতে ৩০৲ টাকা দিয়া পরিষৎ অতি সুন্দর ও ক্ষুদ্রকায় ১টি বুদ্ধ ও ২টি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি ক্রয় করিয়াছেন।

বিবিধ

শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী	১। Rock crystal
	২। সামুদ্রিক ঝিনুক
শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী	৩। বাঁশে লেখা ঠিকুজী
শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	৪। দশাবতারমূর্ত্তিযুক্ত তাম্রপট্ট
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	৫। হরিদাস ঠাকুরের পাটের ফটো
শ্রীভূধরচন্দ্র দাস বি এল	৬। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের ফটো
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	৭। টুইলা বাদ্যযন্ত্র (বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৮। বিষ্ণুপুরের তাস।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
চিত্রশালাধ্যক্ষ।

পুথিশালার কার্য্যবিবরণ

১৩২১ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ২৫৩৫ ছিল। তৎপরে হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ২৭১ খানি পুথি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। টেঙ্গুর (বৌদ্ধ-শাস্ত্র) গ্রন্থমালার ২২৫ খণ্ড শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত উপহার। উহাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় রচিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য বহু প্রাচীন গ্রন্থের তিব্বতীয় তরজমা আছে। মূল্য ৩৫০০৲ টাকা। ক্রীত পুথি ২৮৪। উহার ১২ খানি দুর্লভ কেঙ্গুর (বুদ্ধ-বচন) গ্রন্থমালার অন্তর্গত পুরাতন হস্তলিখিত পুথি। শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬০০৲ টাকায় ঐ লাটটি খরিদ করিয়া দিয়াছেন। পরিষদের সংগ্রহ মধ্যে এই তিব্বতীয় টেঙ্গুর ও কেঙ্গুর গ্রন্থের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১১ খানি পুঁথি উপহার দিয়াছেন। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৩০৯০ হইয়াছে।

বাঙ্গালা পুথি		২০৩৪
সংস্কৃত	,,	৮০০
অসমীয়া	,,	৫
ওড়িয়া	,,	১
হিন্দী	,,	১
পার্শী	,,	১২
তিব্বতীয়	,,	২৩৭
		৩০৯০

বিচ্ছিন্ন পাতা মিলাইয়া তিন শত পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। তিন শত উনসত্তর-খানিতে পুথির নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাদিযুক্ত বীজক দেওয়া হইয়াছে। সাড়ে তিন শত পুথি তালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির তালিকা যথাসম্ভব দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত পুথির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। প্রার্থনা-বিলাস—রামচন্দ্র দাস বিরচিত। রামচন্দ্রকৃত 'প্রার্থনাবিলাস'এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

২। তন্তুবায়কুলপঞ্জিকা।

৩। মহাভারত—সভাপর্ব্ব—রাম সরস্বতী-বিরচিত (প্রাচীন অসমীয়া)।

৪। ভাগবত—অনন্ত কন্দলি-বিরচিত। (প্রাচীন অসমীয়া)।

৫। কালিকামঙ্গল—হরিচন্দ্র বসু-বিরচিত। গ্রন্থকার নূতন।

৬। শীতলামঙ্গল—রামেশ্বর ঘোষ-রচিত। গ্রন্থকার নূতন।

৭। সত্যনারায়ণের পুথি—কবিবল্লভ-কৃত।

৮। সারসত্যকারিকা—নরোত্তম দাস-রচিত। সহজ মতের গ্রন্থ।

৯। উপাসনানির্ণয়—জীব গোস্বামীর রচিত।
১০। অষ্টোত্তরষষ্টি পদাবলী—চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত।
১১। নৌকাখণ্ড—রুদ্রেশ কবি-বিরচিত। গ্রন্থকার নূতন।
১২। ব্যবহারপ্রদীপ। (নীতিশাস্ত্র)
১৩। বৈষ্ণব রসচরিত্র—ভারত পণ্ডিত-রচিত।
১৪। মুক্তাচরিত্র—স্বরূপ ভূপতি-বিরচিত। গ্রন্থকার নূতন।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের একবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে গ্রন্থাগারে এ যাবৎ সংগৃহীত সর্ব্বশুদ্ধ সকল ভাষার ৩১,৮৫৬ খানি পুস্তক ছিল। ১৩২১ বঙ্গাব্দে ৩৬৬ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৬খানি ক্রীত এবং ৩৬০ খানি উপহারপ্রাপ্ত এবং ৩৮৭ খানি ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ৫৩ খানি ক্রীত ও ৩৩৪ খানি উপহারপ্রাপ্ত এবং ৫২ খানি সংস্কৃত পুস্তকের মধ্যে ৩ খানি ক্রীত এবং ৪৯ খানি উপহারপ্রাপ্ত এবং অন্যান্য ভাষায় মুদ্রিত ১২ খানি পুস্তক ও ৫ খানি পুস্তিকা উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এ বৎসর চৈত্র-শেষে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২৪৭৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৬,৬১৩ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, অবশিষ্ট ইংরাজী, সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি। এক্ষণে ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত সংগৃহীত যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তকের রচয়িতার নামের বিষয়ানুসারিণী তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। উপন্যাস, উপাখ্যান, উপকথা, নাটক ও প্রহসন—এই কয় বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে; অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকগুলিরও তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর প্রদত্ত বাঙ্গালা পুস্তকগুলিরও বিষয়-সূচী প্রস্তুত হইতেছে।

এক্ষণে এই পুস্তকগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া আলমারীতে রাখিতে হইবে। স্থানাভাব-বশতঃ পুস্তকগুলি বর্ত্তমানে বাহিরে রক্ষিত আছে। আশা করি, আলমারী সংগ্রহবিষয়ে পরিষদের সদস্যগণ ও হিতৈষিবর্গ কিছু কিছু সাহায্য দানে বিরত থাকিবেন না। তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

এ বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী গ্রন্থাগারের সাহায্য ৪৫০৲ টাকা বাড়াইয়া ৫২৫৲ টাকা করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উন্নতিকল্পে মিউনিসিপ্যালিটীর এই দান জন্য তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বারেও পরিষদের হিতৈষিগণ পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রিকা উপহার দিয়াছেন। এই সমস্ত উপহারদাতৃগণের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর, ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের পাঠাগারে বসিয়া সর্ব্বসাধারণে যাহাতে পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতে পারেন, তজ্জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিষৎপাঠাগারের বিশেষত্ব এই যে, সকল জেলারই বাঙ্গালা সংবাদপত্র এখানে দেখিতে পাইবেন এবং সব কাগজগুলিই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সকল পত্রিকা বিনিময়ে দিতেছেন, তাঁহারা পরিষদের ধন্তবাদার্হ। বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে ৬ খানি দৈনিক, ৫৫ খানি সাপ্তাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক, ১০৮ খানি মাসিক, একখানি দ্বৈমাসিক, ২ খানি ত্রৈমাসিক। ইহাদের তালিকা পরিশেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

এ বৎসরে পরিষদের সদস্যগণ গ্রন্থাগার হইতে প্রায় ১৩০০ পুস্তক পাঠ করিতে লইয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন মফঃস্বলের সদস্যও নিজে ডাক-ব্যয় বহন করিয়া পুস্তক লইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক ;—

(১) The Amrita Bazar Patrika
(২) The Bengalee
(৩) The Herald
(৪) The Indian Mirror
(৫) বাঙ্গালী
(৬) দৈনিক বসুমতী

সাপ্তাহিক ;—

(১) The Calcutta Spectator
(২) The Hindoo Patriot
(৩) The Indian Empire
(৪) The Express
(৫) The Indian Trade Journal
(৬) The Mussalman
(৭) The Reis and Rayyet
(৮) The Telegraph
(৯) The Unity and Minister
(১০) The World and the New Dispensation.
(১১) আনন্দ-বাজার পত্রিকা
(১২) এডুকেশন গেজেট
(১৩) কাশীপুর-নিবাসী
(১৪) খুলনাবাসী
(১৫) গৌড়দূত
(১৬) ২৪পরগণা-বার্ত্তাবহ
(১৭) চারুমিহির
(১৮) চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
(১৯) জাগরণ
(২০) ঢাকাপ্রকাশ
(২১) ত্রিপুরা-হিতৈষী

সাপ্তাহিক ;—

(২২) দর্শক
(২৩) নীহার
(২৪) নোয়াখালি-সম্মিলনী
(২৫) পল্লীবার্ত্তা
(২৬) পল্লীবাসী
(২৭) পুরুলিয়া-দর্পণ
(২৮) প্রসূন
(২৯) বঙ্গবাসী
(৩০) বঙ্গরত্ন
(৩১) বরিশাল-হিতৈষী
(৩২) বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
(৩৩) বসুমতী
(৩৪) বাঁকুড়া-দর্পণ
(৩৫) বার্ত্তাবহ
(৩৬) বিশ্ববার্ত্তা
(৩৭) বীরভূমবার্ত্তা
(৩৮) বীরভূমবাসী
(৩৯) মালদহ-সমাচার
(৪০) মুরশিদাবাদ-হিতৈষী
(৪১) মেদিনীপুর-হিতৈষী
(৪২) মোসলেম-হিতৈষী
(৪৩) মোহাম্মদী
(৪৪) যশোহর
(৪৫) রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ
(৪৬) রত্নাকর
(৪৭) শিক্ষা-সমাচার
(৪৮) সঞ্জীবনী
(৪৯) সদ্ধর্ম্ম-প্রচারক (হিন্দী)
(৫০) সময়
(৫১) সুরমা
(৫২) সুরাজ
(৫৩) হিতবাদী
(৫৪) হিন্দু-রঞ্জিকা
(৫৫) প্রবাহিণী

পাক্ষিক ;—

(১) The Collegian
(২) ধর্ম্মতত্ত্ব
(৩) প্রান্তবাসী
(৪) শ্রীরামপুর
(৫) সম্মিলনী

মাসিক পত্রিকা ;—

(১) Calcutta University Magazine
(২) The Dawn
(৩) Health and Happiness
(৪) The Hindu Review
(৫) Industry
(৬) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal
(৭) The Review
(৮) Rajshahi College Magazine
(৯) Vedanta Kesari
(১০) অর্ঘ্য
(১১) অর্চ্চনা
(১২) অবসর
(১৩) অলৌকিক রহস্য
(১৪) আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী
(১৫) আর্য্য-গৌরব
(১৬) আর্য্য-প্রভা (সংস্কৃত)
(১৭) আর্য্যাবর্ত্ত
(১৮) আলোচনা
(১৯) ইন্দু (হিন্দী)

মাসিক পত্রিকা ;—

(২০) উচ্ছ্বাস
(২১) উৎসব
(২২) উদ্বোধন
(২৩) উপাসনা
(২৪) কর্ম্মকার-বন্ধু
(২৫) কাজের লোক
(২৬) কাদম্বরী (সংস্কৃত)
(২৭) কায়স্থ-পত্রিকা
(২৮) কুশদহ
(২৯) কৃষক
(৩০) কৃষিসম্পদ্
(৩১) কোহিনূর
(৩২) গল্প-লহরী
(৩৩) গৃহস্থ
(৩৪) চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান
(৩৫) চিকিৎসা-প্রকাশ
(৩৬) ছাত্র-সুহৃদ্
(৩৭) জগজ্জ্যোতিঃ
(৩৮) জন্মভূমি
(৩৯) জাহ্নবী
(৪০) ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনী
(৪১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
(৪২) তত্ত্ব-মঞ্জরী
(৪৩) তাম্বূলী-সমাজ
(৪৪) তিলি-বান্ধব
(৪৫) তোষিণী
(৪৬) দেবালয
(৪৭) ধর্ম্ম-প্রচারক
(৪৮) নন্দিনী
(৪৯) নব্য-ভারত
(৫০) নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
(৫১) নাট্যমন্দির
(৫২) পন্থা
(৫৩) প্রজাপতি
(৫৪) প্রতিভা
(৫৫) প্রবাসী
(৫৬) প্রীতি
(৫৭) বঙ্গদর্শন
(৫৮) বসুধা
(৫৯) বামাবোধিনী পত্রিকা
(৬০) বাঁহী (আসামী)
(৬১) বিজয়া
(৬২) বিদ্যোদয় (সংস্কৃত)
(৬৩) বীরভূমি
(৬৪) ব্যবসা ও বাণিজ্য
(৬৫) ব্যবসায়ী
(৬৬) ব্রহ্মবাদী
(৬৭) ব্রহ্মবিদ্যা
(৬৮) ব্রাহ্মণ-সমাজ
(৬৯) বালক
(৭০) ভারতবর্ষ
(৭১)* ভারত-মহিলা
(৭২) ভারতী
(৭৩) ভিষক্‌দর্পণ
(৭৪) মহাজন-বন্ধু
(৭৫) মহিলা
(৭৬) মানসী
(৭৭) মাহিষ্য-বান্ধব
(৭৮) মাহিষ্য-মহিলা
(৭৯) মাহিষ্য-সমাজ
(৮০) যুবক
(৮১) যোগিসখা
(৮২) যোগিসম্মিলনী পত্রিকা
(৮৩) লক্ষ্মী (হিন্দী)

মাসিক পত্রিকা ;—

(৮৪) শাশ্বতী
(৮৫) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
(৮৬) শিল্প ও সাহিত্য
(৮৭) শিশু
(৮৮) সমাজ
(৮৯) সংসার-সুহৃদ্
(৯০) সম্মিলনী
(৯১) সরস্বতী (হিন্দী)
(৯২) সংস্কৃত-রত্নাকর (সংস্কৃত)
(৯৩) সাধক
(৯৪) সাহিত্য
(৯৫) সাহিত্য-সংবাদ
(৯৬) সাহিত্য-সংহিতা
(৯৭) সুধী
(৯৮) সুপ্রভাত
(৯৯) সুরভী
(১০০) সুহৃদ্
(১০১) সেবক
(১০২) সোপান
(১০৩) সৌরভ
(১০৪) স্বাস্থ্য-সমাচার
(১০৫) হাকিম
(১০৬) হিন্দু-পত্রিকা
(১০৭) হিন্দু-সখা
(১০৮) বৈশ্য-পত্রিকা
(১০৯) গম্ভীরা (দ্বৈমাসিক)

ত্রৈমাসিক ;—

(১) প্রভাত
(২) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রদত্ত অর্থে গ্রন্থ প্রকাশের সর্ত্ত ও নিয়মাবলী

১। মৎপ্রদত্ত অর্থ পরিষদের স্থায়ী তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে ও লালগোলা-তহবিল নামে উহার পৃথক্ হিসাব থাকিবে।

২। তহবিলের মূলধন কোনরূপে বা কোন কারণে ব্যয় করা হইবে না। অন্যূন শতকরা ৪৲ টাকা বার্ষিক সুদে মিউনিশিপাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার খরিদ করিয়া বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ঐরূপ সুদে উহা গচ্ছিত রাখা হইবে।

৩। অন্যূন এক শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ ঐ সুদের অর্থ হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থ সম্পাদনের ও মুদ্রণের ব্যয় ব্যতীত গ্রন্থ ক্রয় বা বিতরণ বা প্রচার জন্য কোন ব্যয় ঐ তহবিল হইতে লওয়া হইবে না।

৪। গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য পরিষৎ উচিত মত ব্যবস্থা করিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ তহবিলে জমা হইবে।

৫। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাসময়ে মুদ্রণের উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবেন ও নিম্ন ধারানুসারে উহা অনুমোদিত হইলে উহা সম্পাদনের ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রন্থের মূল্যাদিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৬। নির্ব্বাচিত গ্রন্থের নাম এবং আবশ্যক হইলে তাহার পাণ্ডুলিপি সমস্ত বা কিয়দংশ আমার নিকট অথবা আমার নির্ব্বাচিত......নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে।

তিনি অনুমোদন না করিলে উহা মুদ্রিত হইবে না; তৎপরিবর্ত্তে অন্য গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে ২৫ খণ্ড পরিষৎ আমাকে বা আমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে বিনা মূল্যে দিবেন এবং পাঁচ খণ্ড পরিষৎ নিজের লাইব্রেরীর জন্য গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্ট সমস্ত পুস্তক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় হইবে।

৮। প্রতি বৎসরের শেষে এই তহবিলের হিসাব ও এই তহবিলের ব্যয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের বিক্রয়ের হিসাব আমার বা আমার নির্ব্বাচিত......নিকট পাঠাইতে হইবে।

৯। সম্প্রতি আমি প্রতি বৎসর পরিষৎকে যে পৃথক্ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকি, তাহাও এই তহবিলে ভুক্ত হইবে এবং তাহার হিসাবও উক্ত রূপে রাখা হইবে। যত দিন আমি ঐ বার্ষিক সাহায্য দান করিব, তত দিন এই তহবিলের অনুযায়ী ঐরূপ নিয়ম চলিবে। এই হিসাব পরিষদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে মুদ্রিত হইবে।

১০। এই সকল নিয়ম পালনে যদি পরিষৎ অসমর্থ হন বা যদি কোন কারণে পরিষৎ লুপ্ত হয়, তাহা হইলে এই মূলধনের টাকা আমার স্থলাভিষিক্তেরা ফেরত পাইবেন।

১১। উক্ত নিয়মগুলি প্রতি বৎসর সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকামধ্যে বা কার্য্যবিবরণ-মধ্যে মুদ্রিত হইবে।

রাজা বাহাদুরের ৫ই আগষ্ট ১৯১৪ তারিখের পত্রের মর্ম্ম

—"ষষ্ঠ সর্ত্তে প্রকাশার্থ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের ভার আমার অথবা নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তির উপর রাখিবার প্রস্তাব আছে। আমার বা আমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তির অভাবে পরিষৎ নিজেই এ অনুমোদনের ভার গ্রহণ করিবেন।"

রাজা বাহাদুরের ৩১।১০।১৪ তারিখের পত্রের মর্ম্ম—

"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একত্রে বর্ত্তমান বৎসরে আমার প্রদত্ত অর্থ হইতে যে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, সেই গ্রন্থ প্রকাশ করাইবার ব্যবস্থা করাইবেন।"

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্র

২৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
২১শে কার্ত্তিক, ১৩১৮।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,—

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচনা ও বিজ্ঞান, এই চারি শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের জন্য বাঙ্গলা সাহিত্যকে

উপযোগী করিয়া তুলা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই অনুমোদন করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সঙ্কলন ও অনুবাদ করা আবশ্যক এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক উপযুক্ত বৃত্তি-দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই ধারণায় বিগত মাঘ মাসে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে "সাহিত্য-সেবী" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে, বহু সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-পরিপোষক এ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া, গত বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করি এবং বহুল প্রচারোদ্দেশে উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়।* ঐ প্রস্তাব পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। উক্ত সম্মিলনে কাসিম-বাজারের বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক উহা সমর্থিত হইয়া উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি প্রধানতঃ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহায্যে ও অনুকম্পায় সংগৃহীত ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। নিম্নলিখিত সর্ত্তে আপনারা এই অর্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব ;—

১। এই অর্থদ্বারা "সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী" নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

২। এই বৃত্তি দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইবে ;—

(ক) পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন। যথা ;—Schwegler, Weber প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থাবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

(খ) ফরাসী পণ্ডিত Guizot-প্রণীত "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের (বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া) সরল বঙ্গানুবাদ।

৩। কার্য্যপ্রণালী ;—

(ক) পুস্তকের কিয়দংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা-কারে পাঠ করিতে হইবে। তাহার পরে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থ অথবা গ্রন্থের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা ঐরূপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে, পরীক্ষকের নিকট ঐ রচনা

---

* ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব,—"বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্ত্রের গ্রন্থরচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।"

প্রেরিত হইবে। পরীক্ষকের মন্তব্য অনুসারে লেখককে উক্ত রচনায় যথোচিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(খ) এই দুই পুস্তকেরই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় এবং ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণ পরীক্ষক থাকিবেন।

(গ) প্রথম পুস্তক অন্ততঃ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া দুই বা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

৪। ব্যয়ের হিসাব ;—

প্রথম গ্রন্থ।—	মুদ্রণ—	১৫০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক—	১২০০৲
	পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক—	৩০০৲
দ্বিতীয় গ্রন্থ।—	মুদ্রণ—	১০০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক—	৭৫ ৲
	পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক—	২৫০৲
		৫০০০৲

৫। গ্রন্থের স্বত্ব ;—

(ক) প্রত্যেক গ্রন্থ হাজার কাপি করিয়া মুদ্রিত হইবে এবং পরিষৎ কর্তৃক উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

(খ) পরিষৎ কর্তৃক প্রত্যেক গ্রন্থের দুই শত কাপি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। আর লেখকের ইচ্ছানুসারে ২৫ কাপি পুস্তক বিতরিত হইতে পারিবে।

(গ) অবশিষ্ট কাপিগুলি পরিষদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।

(ঘ) অন্যান্য সংস্করণ সম্বন্ধে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৬। গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা পরীক্ষকগণের মনোনীত হইবার পূর্ব্বে কোন লেখক ন্যায্য পারিশ্রমিকের কোন অংশ পাইবেন না।

৭। লেখক-নির্ব্বাচন ;—

(ক) সাধারণতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং দেশীয় বা বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(খ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ মহাশয়গণকে লইয়া নির্ব্বাচনাদি ও কার্য্যভার-সমিতি গঠিত হইবে। উক্ত সমিতি যাঁহাকে গ্রন্থরচনা-বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া গ্রন্থ-রচনা-ভার অর্পণ করিবেন।

(গ) রচনা-কার্য্যের ভার পাইবার জন্য কেহ আবেদন করিলে, তাহা গৃহীত হইবে না।

৮। প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় এই সংরক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত থাকিবে। পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিতে এই পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইবে।

৯। সম্প্রতি বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদি তাঁহারা রবীন্দ্র বাবুর সম্বর্দ্ধনা উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সমুদায় অর্থ এই সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে (পূর্ব্ববিবৃত সংরক্ষণ-প্রস্তাব অনুসারে) প্রদান করেন, তবে এই ভাণ্ডারের ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা উক্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত একযোগে "রবীন্দ্র-বৃত্তি" প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হইবে এবং এই যুক্ত ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় "সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী—রবীন্দ্র-বৃত্তি-প্রাপ্ত" এই নামে অভিহিত হইবে। বিনয়াবনত

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়,

পরলোকগত শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল্ মহাশয় জীবিতকালে মালদহ জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক মালদহ-সমাজের হিত-সাধনে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যোগী হইয়া আজীবন তাঁহার নানাবিষয়িণী প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিতেন।

শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার অধ্যবসায় অনেক মালদহবাসীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্য-সেবা সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত। ঐতিহাসিক প্রবন্ধরাজির দ্বারা তিনি মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের প্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ইহাঁর স্মৃতি সংযুক্ত করিয়া রাখিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই ইচ্ছা স্বাভাবিক। এতদুদ্দেশ্যে আমি আপনাদের হস্তে ৬০০৲ ছয় শত টাকা সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা নিম্নলিখিত সর্ত্তে এই সামান্য দান গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হই।

১। কোম্পানীর কাগজে অথবা অন্য কোন স্থায়ী লগ্নী কার্য্যে আপনারা এই টাকা লাগাইবেন।

২। ইহার বার্ষিক সুদ হইতে আপনারা একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিবেন।

৩। এই বৃত্তির নাম—"রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি" থাকিবে।

৪। বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনাবিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

৫। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন, প্রাপ্ত প্রবন্ধ পরীক্ষা, বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আপনারা উপযুক্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমিতি গঠন করিবেন।

৬। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

৭। এই দানপত্র আপনাদের প্রত্যেক পত্রিকা, কার্য্যবিবরণী প্রভৃতি মুদ্রিত পত্রিকায় উপযুক্ত স্থানে প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীচে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধের নাম এবং প্রবন্ধলেখকের নাম-ধাম প্রতি বৎসর যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে।

বিনয়াবনত

৭-৭-১১ শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

২৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

প্রবন্ধ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেখকের নাম

বঙ্গাব্দ	প্রবন্ধ	বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেখক
১৩১৯	"ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা"	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি এ।
১৩২০	"টেনিসনের কবিতায় কি শিক্ষা করা যায়।"	পুরস্কারযোগ্য প্রবন্ধ না আসায় পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৩২১	ঐ ঐ	ঐ ঐ।

প্রতিমূর্ত্তির তালিকা

মূর্ত্তি

১। রামমোহন রায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত।

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত।

৪। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হেমচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

চিত্র

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু-সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২। দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দীনবন্ধু বাবুর পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
৬। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
৭। চন্দ্রনাথ বসু—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
৮। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
৯। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
১০। রামতনু লাহিড়ী—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
১১। কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন—শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বকেশ্বর রায়-প্রদত্ত ফটো হইতে পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
১২। আনন্দরাম বড়ুয়া—
১৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—
} শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-দত্ত ফটো হইতে পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
১৪। রামগোপাল সেন—৺কালীপ্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
১৫। মাননীয় মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
১৬। রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
১৭। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
১৮। রাজনারায়ণ বসু—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
১৯। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী—তাঁহার স্বর্গীয় পুত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২০। উমেশচন্দ্র বটব্যাল—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২১। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কতিপয় বন্ধুর দত্ত অর্থে পরিষদের যত্নে প্রস্তুত।
২২। স্বামী বিবেকানন্দ—বেলুড় মঠাধিপতি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২৪। রামমোহন রায়—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
২৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২৬। দুর্গাদাস কর—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২৭। রজনীকান্ত গুপ্ত—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
২৮। রামদাস সেন—শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয়

২৯। শিশিরকুমার ঘোষ—শিশিরকুমার-স্মৃতি-সমিতির অর্থে প্রস্তুত।
৩০। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
৩১। আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হিতব্রত সামরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩২। প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী—তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩৩। বীরেশ্বর পাঁড়ে—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩৪। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—৺ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত।

৩৫। হরিনাথ বিদ্যারত্ন—রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর প্রদত্ত।

৩৬। মিঃ ই, বি, হাভেল— শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত।

৩৭। হরধ্যানভঙ্গ—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩৮। মদন-ভস্ম—শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩৯। কতিপয় পুরাতন চিত্র —শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪০। মেরী কার্পেণ্টারের অঙ্কিত ক্লিফটন নগরে রামমোহন রায়ের সমাধি—শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪১। সীতারামের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের ফটো—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪২। কবিরাজ গঙ্গাধর সেন কবিরত্ন—লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রদত্ত।

৪৩। কেদারনাথ দত্ত—শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত-প্রদত্ত।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশন

রাজসাহী

১৩২১ বঙ্গাব্দ

গত ১৬, ১৭ ও ১৮ই ফাল্গুন রবি, সোম ও মঙ্গলবার (১৩২১ বঙ্গাব্দ) রাজসাহী নগরে সুপ্রশস্ত ভিক্টোরিয়া নাট্যগৃহে এই সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। "সবুজপত্র"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, বার-অ্যাট্-ল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

দ্বিতীয় দিবস

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল ;—

সাহিত্য

১। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম পালনের আবশ্যকতা ... মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

২। সংস্কৃত নাটকের জন্মকথা ... শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

৩। কথা-সাহিত্য ... ... „ জলধর সেন।

৪। জ্ঞানদাসের পদাবলী ... „ সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থ-সম্পদ্ ... শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৬। বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী ... " পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (পঠিত বলিয়া গৃহীত)।

৭। সাহিত্যের ধারা ... ... " শৈলেশনাথ বিশি (ঐ)।

৮। পদাবলী-সাহিত্য-সংগ্রহ ও প্রচার " শিবরতন মিত্র (ঐ)।

৯। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ... " শ্রীনাথ সেন (ঐ)।

১০। গ্রাম্য শব্দতত্ত্ব ... ... " রাজকুমার বেদ-স্মৃতি-কাব্যতীর্থ (ঐ)।

১১। আমরা ও আমাদের ভাষা ... " রায় কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (ঐ)।

দর্শন

১। চার্ব্বাকের দর্শন ... ... শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কালঙ্কার।

২। বৈষ্ণব-দর্শন ... ... " গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

৩। তন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ ... ... " সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

৪। কৃষ্ণতত্ত্ব ... ... " রমাপ্রসাদ চন্দ (পঠিত বলিয়া গৃহীত)।

৫। জন্মান্তরবাদ ... ... " প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তত্ত্বনিধি (ঐ)।

ইতিহাস

১। কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের কথা... শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

২। প্রাচীন যৌধেয় জাতি ... ... অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ।

৩। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ-প্রসঙ্গ ... ... শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়।

৪। গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ ... ... অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ।

৫। সেন-রাজাদের সময়ে বাঙ্গালার বিস্তৃতি শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী।

৬। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের মহাস্থান নাম হইবার কারণ কি ... ... " প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল। (পঠিত বলিয়া গৃহীত।)

৭। কৃষ্ণকথা ... ... " রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ।

৮। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রপদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ... ... অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ।

৯।	ঋগ্বেদে আর্য্য জাতির আদি জন্মভূমি ও শ্রীযুক্ত তিলক	...	শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম্ এ।
১০।	বাঙ্গালা অক্ষরের মৌলিকতা	...	„ গোপালচন্দ্র লাহিড়ী।
১১।	রাজসাহীর যৎকিঞ্চিৎ ...	...	„ নৃত্যগোপাল রায়।
১২।	কান্তকুজের শ্রীমদ্‌গোবিন্দদেবের একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন	...	„ অনাদিনাথ রায় (পঠিত বলিয়া গৃহীত)।
১৩।	ক্রীসাসের স্বর্ণমুদ্রা	...	„ রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর (ঐ)।
১৪।	নৌসাধনোদ্ভূত বঙ্গ ...	...	„ তারানাথ রায় (ঐ)।
১৫।	প্রাচীন সমতট রাজ্য ...	...	„ ননীগোপাল মজুমদার (ঐ)।
১৬।	বীরভূমি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ...	...	„ মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমা-নিরঞ্জন রায় (ঐ)।

বিজ্ঞান

১।	কলঙ্কভঞ্জন ...	...	শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়।
২।	জড় ও পরমাণুতত্ত্ব ...	...	„ বীরেন্দ্রভূষণ রায়।
৩।	উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ...	...	„ কেশবলাল বসু।
৪।	চর্ব্বণ ও পেষণ ...	...	„ নলিনীকান্ত বসু
৫।	কৃষি ...	...	„ বৈদ্যনাথ সান্যাল বি এল, (পঠিত বলিয়া গৃহীত)।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটি পরিগৃহীত হয় ;—

ইতিপূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ মহাশয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনার ভার প্রাপ্ত হন। সম্মিলনের নির্দ্দেশানুসারে রাজেন্দ্র বাবু "বাঙ্গলার প্রতাপ" ও "রাণী ভবানী" শীর্ষক দুইখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তক যাহাতে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হয়, সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তদ্বিষয়ে একখানি আবেদন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরণ করুন, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মিলনের অনুবাদ-বিভাগের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ মহাশয় প্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাস-লেখক জুলে ভার্ণির দুইখানি পুস্তক "আশী দিনে ভূপ্রদক্ষিণ" ও "বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ" নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। এই কয়খানি পুস্তক যাহাতে বাঙ্গালা দেশের বিদ্যালয়সমূহে পুরস্কারযোগ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বিহিত উপায় গ্রহণ করিবেন, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

অন্যান্য ভাষায় যে সমস্ত উপাদেয় গ্রন্থ আছে, উহা প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে উহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে, সম্পাদক এইরূপ প্রস্তাব করিলে নাটোরের উকীল শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় মহাশয় আপাততঃ বালকদিগের জন্য একখানি "সরল ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রণয়ন করিবার ভার গ্রহণ করেন।

পরলোকগত কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের পিতার "অভয়াবিহার" নামক একখানি হস্তলিখিত উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য আছে। যাহাতে সম্মিলনের স্থায়ী পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে ঐ গ্রন্থখানি রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত এবং পরলোকগত কবির উত্তরাধিকারীদিগকে উল্লিখিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ উপস্বত্ব প্রদান করা হয়, সভায় এইরূপ এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

বগুড়ার সাধক কবি পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি" ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কবির দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে পরিচালন-সমিতি ঐ গ্রন্থ পুনর্ম্মুদ্রণের ব্যবস্থা করুন।

প্রাচীন সংস্কৃত পুথিসমূহ হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সমস্ত ভাষ্য উপযুক্ত টীকাসমন্বিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঘোষণা করেন যে, পাবনার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ন্যায়-দর্শনের অন্তর্গত বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বিশদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শাখা-পরিষদের অনুমতি অনুসারে "বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী" শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহাতে সমবেত সুধীবৃন্দ এবং বাঙ্গলা দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী দেশের বর্ত্তমান ও মৃত অধ্যাপক মহোদয়গণের জীবনী সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাহায্য করেন, সম্মিলন-সম্পাদক তদ্বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

এই সম্মিলন আহ্বানার্থ গঠিত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদে নাটোরের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ও সম্পাদকের পদে প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর আচার্য্য বৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সপ্তম অধিবেশন

সভাপতি—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম দিন

স্থান—কলিকাতা টাউন হল

সময়—২৭শে চৈত্র ১৩২০, ১০ই এপ্রেল ১৯১৪, শুক্র বার,

অপরাহ্ণ ২৷৷০টা হইতে ৫৷৷০টা

১। (ক) নহবত। (খ) একতান-বাদন—ভারতী-সঙ্গীত-সমাজ।

২। উদ্বোধন-সঙ্গীত—"আমার বাণী"—রচয়িতা—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ, গায়ক—ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সদস্যগণ।

৩। মঙ্গলাচরণ ও বঙ্গ-সাহিত্য-প্রশংসা—(সংস্কৃত শ্লোক) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ উপাধ্যায়।

৪। আশীর্ব্বচন—বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর, সাহিত্য-হিতৈষীর উন্নতি-কামনা—(সংস্কৃত শ্লোক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

৫। মহামান্য বঙ্গমণ্ডলেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের উদ্বোধন-বক্তৃতা।

৬। লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,—
প্রস্তাবক—সার ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে টি, এম্ এ, ডি এল্। সমর্থক—মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, কে সি এস আই, কে সি আই ই; আই ও এম।

৭। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ।

৮। কবিতা-পাঠ,—
(ক) শিব-মহিম্নস্তোত্র—হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস।
(খ) স্বাগত—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)।
(গ) সম্মিলন— ,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম)।
(ঘ) উদ্বোধন (১) ,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্।
(২) হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী।

৯। গত বর্ষের চট্টগ্রামের ষষ্ঠ সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়ের অভিভাষণ।

১০। বর্ত্তমান সম্মিলনের সভাপতি-বরণ,—

প্রস্তাবক—মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুর (ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ)।

সমর্থক—মহারাজ ,, গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর)।

অনুমোদক—মহারাজ ,, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাসিমবাজার, মুর্শিদাবাদ)

ও ,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ (রাজসাহী)।

১১। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ।

১২। গত বর্ষের চট্টগ্রামের সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ,—

পাঠক—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত (চট্টগ্রাম-সম্মিলনের সম্পাদক)।

১৩। উক্ত কার্য্যবিবরণ স্বীকার প্রস্তাব,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্ (ঢাকা)।

১৪। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন,—

প্রস্তাবক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস সি, পি এচ্ ডি,
সি আই ই (খুলনা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ (রাজসাহী)।

দ্বিতীয় দিন

সময়—২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রেল, শনিবার, বেলা ১১টা হইতে ৫টা।

১। বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত চারিটি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিবেশন।

২। বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত চারিটি স্বতন্ত্র শাখার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিবেশন ও শাখাভেদে প্রবন্ধ-পাঠ।

সাহিত্য-শাখা—স্থান,—টাউন হলের দক্ষিণদিকের মধ্য-সভাগৃহ।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
(রঙ্গপুর)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

ইতিহাস-শাখা—স্থান,—টাউন হলের প্রধান সভাগৃহের পূর্ব্বাংশ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল (রাজসাহী।

সম্পাদক— „ চারুচন্দ্র বসু।

দর্শন-শাখা—স্থান,—টাউন হলের দক্ষিণ দিকের পূর্ব্বগৃহ।

সভাপতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি এস্ সি (ঢাকা)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

বিজ্ঞান-শাখা—স্থান,—টাউন হলের প্রধান সভাগৃহের পশ্চিমাংশে।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (মুরশিদাবাদ)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।

দ্বিতীয় দিনের বিবরণ

বেলা ১১টার সময় প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনের জন্য চারিটি সমিতির অধিবেশন হয় এবং সাহিত্য-শাখায় ২৬টি প্রবন্ধ, ইতিহাস-শাখায় ১২টি প্রবন্ধ, বিজ্ঞান-শাখায় ২০টি প্রবন্ধ এবং দর্শন-শাখায় ২১টি প্রবন্ধ পঠিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

সাহিত্য-শাখা

সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার নিজের অভিভাষণ পঠিত হইল। তাহার পর নিম্নের প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল।—

১। ব্যক্তি ও জাতি—লেখিকা শ্রীমতী সরলাবালা দাসী (কলিকাতা)।
এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পাঠ করেন।

২। নারী-জীবনের উদ্দেশ্য—ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা)।

৩। বাঙ্গালা ছন্দ—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম)।

৪। ললিত-কলাভাবে হিন্দু-সঙ্গীতের বিশেষত্ব—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ (হুগলী)।

৫। প্রেম-বৈচিত্র্য—শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী (২৪ পরগণা)।

৬। ভারত-শিল্পের অন্তঃপ্রকৃতি—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার (বীরভূম)।

৭। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ণিত পুষ্পক-রথ
কি বাস্তব পদার্থ, অথবা কবি-কল্পনা মাত্র—মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ।

৮। বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক ক্রিয়াপদ রচনা—শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম এস (বর্দ্ধমান)।

৯। সাহিত্যে সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ (কলিকাতা)।

১০। বাঙ্গালা মুসলমানগণের মাতৃভাষা—মুনসী আবদুল করিম (চট্টগ্রাম)।

অতঃপর সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে অদ্যকার সভাভঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

দর্শন-শাখা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি এস সি সভাপতি মহাশয় নিজ অভিভাষণ পাঠ করিলে পর নিম্নের লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল।

১। দর্শন ও আগম—শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ,
পাঠক,—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। শব্দব্রহ্ম ও স্ফোটবাদ—শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার।

৩। অদ্বৈতবাদ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

৪। সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

৫। হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

৬। বিরোধ ও সামঞ্জস্য - শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

৭। ন্যায়-দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৮। জীব ও জন্মান্তর—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত।

৯। বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক ক্রমবিকাশ—শ্রীযুক্ত কিমুরা।

এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে সময় উত্তীর্ণ হয়। অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পড়া হইবে বলিয়া স্থগিত থাকে।

ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পড়া হইতে লাগিল;—

১। বৌদ্ধ জাতকের উপযোগিতা— শ্রীযুক্ত রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ।

২। বক্ত্রিয়ার গ্রীকরাজ্য— „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার।

৩। বৌদ্ধযুগে জ্ঞানচর্চ্চা— „ গুণালঙ্কার মহাস্থবির।

৪। বৌদ্ধধর্ম্ম মৌর্য্যশিল্পে— „ রমাপ্রসাদ চন্দ।

৫। মহাকবি ভাসের আবির্ভাবকাল— „ প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ।

৬। যবদ্বীপে হিন্দু-সাহিত্য— „ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

৭। উত্তর-বঙ্গের প্রত্ন-সম্পৎ— „ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ।

৮। একতালার দুর্গ— „ বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর বি এ।

৯। সারদাতিলকের রচনাকাল— „ গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

১০। দ্রাবিড় জাতির দ্রাবিড়ী সাহিত্য— „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান-শাখা

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কতকটা পড়া হইলে তাঁহার অসুখ বোধ করিতে থাকে; তিনি বাধ্য হইয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়কে বাকী অংশটুকু পাঠ করিতে দেন। অভিভাষণ পড়া হইয়া গেলে তিনি সভা হইতে বিদায় লয়েন এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া সভা পরিত্যাগ করেন। ডাক্তার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি, এম মল্লিক মহাশয় "আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পড়া হইয়া গেলে, বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণের

ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। তাহার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় মহাশয় আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। অতঃপর যথাক্রমে নিম্নের প্রবন্ধগুলি পড়া হইতে থাকে ;—

১। ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের সাহায্যে প্রতিফলন ও
বর্ত্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান— শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায়।
২। অদৃশ্য রাসায়নিক জগৎ— অধ্যাপক ,, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। কাঁচা খাদ্যের সহিত পুষ্টি-সম্বন্ধ— ,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৪। আয়ুর্ব্বেদে শরীর-তত্ত্ব— কবিরাজ ,, অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।
৫। প্রাচীন ভারতে প্রাপ্ত ধাতুর নমুনা—অধ্যাপক ,, পঞ্চানন নিয়োগী।
৬। পবন-চক্র— রায় সাহেব ,, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
পাঠক—,, রাজশেখর বসু।
৭। পিণ্ডারীর পথে তাম্রল— ,, সুরেশচন্দ্র দত্ত।
৮। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে
এসিটোনের উপর নাইট্রিক অম্লের ক্রিয়া—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত।
৯। চরকের ভেষজ-কল্পনা— কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
১০। চিকিৎসা-শাস্ত্রোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার
একটি সহজ ও সরল উপায়— শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।
১১। আধুনিক কারখানাপ্রধান স্থানসমূহ
ও তাহাদের ভৌগোলিক বিবরণ—শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস।
১২। অঙ্গারবাহী স্তরমধ্যস্থ চূর্ণগোলক—,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
১৩। লাভোয়াসিয়ের রাসায়নিক ন্যায়—,, নলিনীকান্ত বসু।
১৪। জ্যোতিষিক মানযন্ত্র— শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
পাঠক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত।
১৫। ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
পাঠক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
১৬। মশক-প্রভাব জন্য ম্যালেরিয়া কি না—শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ;—

১৭। খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার
পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ।
১৮। নূতন উপায়ে যুক্ত-লবণ গঠন— ,, রসিকলাল দত্ত।
১৯। রাম-তুলসীর তৈল— ,, ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী।
২০। মনুষ্য জাতির অভিব্যক্তির সহিত বাহ্য
জগতের কি সম্বন্ধ— ডাঃ ,, ইন্দুমাধব মল্লিক।

সভাধিবেশনের সময়ে ডাক্তার রায় মহোদয় কিয়ৎকালের জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও ডাক্তার ডি, এন মল্লিক মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় আগামী বর্ষের জন্য বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই দিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় আলোক-চিত্রাদির সাহায্যে "আহারে বিজ্ঞানের ব্যবস্থা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় ডাঃ মহলানবীশ ম্যাজিক ল্যাণ্ঠনের ছবির সাহায্যে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আহার-তত্ত্বের সর্ব্ববিধ ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ অনেকে এই বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের অনুষ্ঠিত "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিন

সময়—২৯শে চৈত্র ১৩২০, ১২ই এপ্রেল ১৯১৪, রবিবার, বেলা ১১টা হইতে ৫টা

সাহিত্য-শাখা

বেলা ১১টার সময় সাহিত্য-শাখার পুনরায় অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথমে কাসিমবাজারের মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত প্রবন্ধ-সকল পড়া হইতে থাকে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ-পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১১। রেনিটির পদকর্ত্তা—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ।

১২। বঙ্গ-সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী এম্ এ।

১৩। কান্ত কবির রস-ভাব—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

১৪। বংশোৎকর্ষ-বিধান ও বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

১৫। সাহিত্যের আভিজাত্য—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

১৬। বঙ্গ-সাহিত্যের অভাব ও অভিযোগ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১৭। ধর্ম্ম ও ভাষা—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

১৮। বঙ্গভাষায় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন—শ্রীযুক্ত কবিরাজ সুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত।

১৯। চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

২০। কালিদাসের ধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির লেখক উপস্থিত না থাকায় সেগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২১। কালিদাস ও অশ্বঘোষ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ।

২২। বঙ্গীয় মুসলমান ও সাহিত্য—কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব।

২৩। রাষ্ট্রীয় সমাজ-নেতৃত্ব—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার এম্ এ।

২৪। বঙ্গ-সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

২৫। মালীর যোগান—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে।

২৬। বিশ্বের অসীমত্ব বা অনন্তের অন্বেষণ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ।

ইতিহাস-শাখা

বেলা ১১ টার সময় ইতিহাস-শাখার পুনরায় অধিবেশন হয়। এই শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। পূর্ব্বদিনের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পড়া হয় ;—

১১। বিক্রমপুর ও তদুপকণ্ঠ— শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ।

১২। কালিদাসের জন্মস্থান— „ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

১৩। প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি— „ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

১৪। আর্য্যাবর্ত্তে কান্যকুব্জের প্রভাব— „ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫। সামন্তরাজ লোকনাথ— „ রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ।

ইহার পর সময় না থাকায় নিম্নের লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয় ;—

১। নরবলি— কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব।

২। ইশা খাঁ— „ কেদারনাথ মজুমদার।

৩। গড়বেতার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও ভগ্নাবশেষ—মহেন্দ্রনাথ দাস।

৪। পরীসার প্রসঙ্গ— „ প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৫। উত্তরবঙ্গের পীরকাহিনী— „ মাননীয় মুন্সী আমানতুল্লা।

দুই দিন ব্যাপিয়া এই ইতিহাস-বিভাগের অধিবেশন চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের শেষভাগে প্রাচীন ভারতের "সার্ব্বভৌম নরপতি" নামক বিষয় সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক আলোচনা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে এক পক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যোগদান করেন। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, পি, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার ও নাটোরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর যোগদান করিয়াছিলেন।

দর্শন-শাখা

বেলা ১১টার সময় দর্শন-শাখার পুনরায় অধিবেশন হয়। এই শাখার নির্দ্দিষ্ট সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় আসিয়া পৌঁছিতে না পারায় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টি পড়া হয় ;—

১০। বৌদ্ধ-দর্শনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া।

১১। রামানুজ কর্ত্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডন— ,, ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১২। অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ— ,, রামসহায় কাব্যতীর্থ।

বেলা ১টার সময় পূর্ব্বদিনে বিভক্ত চারিটি শাখা আবার একত্র হইয়া সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রস্তাবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "উদ্বোধন" নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয়ের "উদ্বোধন" নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের "স্বাগত" নামক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের লিখিত "সম্মিলন" নামক কবিতা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত পরলোকগত সাহিত্য-সেবিগণের জন্য সভাপতি মহাশয় সম্মিলনের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন;—

১। গৌরীশঙ্কর দে। ২। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। ৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ৪। সুবোধ-চন্দ্র মিত্র। ৫। চন্দ্রশেখর বসু। ৬। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন। ৭। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। ৮। শরৎকুমার লাহিড়ী। ৯। হৃষীকেশ শাস্ত্রী। ১০। হামিদ আলী। ১১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১২। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

অতঃপর নিম্নলিখিত সঙ্কল্পগুলি যথাক্রমে প্রস্তাবিত, সমর্থিত, অনুমোদিত ও স্বীকৃত হইতে লাগিল;—

১। (ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে সুইডিশ একাডেমী হইতে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

(খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নোবেল পুরস্কার দেওয়াতে এই সম্মিলন উক্ত একাডেমিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে "ডাক্তার অব লিটারেচার" উপাধি প্রদান করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সম্মিলন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম)।

সমর্থক— ,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরশিদাবাদ)।

অনুমোদক— ,, প্রসন্নকুমার রাহা (মালদহ)।

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি, মহম্মদীয় শিক্ষা-সমিতি ও মহম্মদান লীগ যাহাতে পরস্পরের অন্তরায় না হইয়া আপন আপন অধিবেশন করিতে পারেন, তাহা বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার (ময়মনসিংহ)।
সমর্থক— ,, গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

৩। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয় পক্ষই এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। কিন্তু একই স্থানে একই সময়ে যাহাতে উক্ত সম্মিলনসকলের অধিবেশন না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ (ঢাকা)।
সমর্থক— ,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।
অনুমোদক— ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (কলিকাতা)।

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তপ্রদেশের ও পঞ্চনদ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য স্ব স্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (দিল্লী)।
সমর্থক— ,, পণ্ডিত বাসুদেব মিশ্র (কাশী)।
অনুমোদক— ,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (মালদহ)।

৫। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে পরস্পরের সহানুভূতির ব্যবস্থা করিবার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির প্রতি অর্পিত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (কলিকাতা)।
সমর্থক— ,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (রঙ্গপুর)।
অনুমোদক—,, সতীশচন্দ্র রায় (পাবনা)।

৬। (ক) বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চশিক্ষা (Collegiate education) বিস্তারের ব্যবস্থার জন্য আপাততঃ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎকে অনুরোধ করা হউক।

(খ) পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যা বঙ্গভাষায় অধ্যাপনার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হউক।

(গ) আয়ুর্ব্বেদে পারদর্শী মহোদয়গণকে বঙ্গভাষায় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (কলিকাতা)।
সমর্থক— ,, পঞ্চানন নিয়োগী (রাজসাহী)।
অনুমোদক— ,, সুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত (ঢাকা)।

৭। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশ হইতে প্রকাশিত সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তক যাহাতে এক এক খণ্ড পরিষৎ- পুস্তকালয়ে উপহার পাওয়া যায়, তজ্জন্য সেখানকার গ্রন্থকার, মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারী ও পুস্তক-প্রকাশকদিগকে এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (যশোহর)।

সমর্থক— ,, মুন্সী আবদুল করিম (চট্টগ্রাম)।

৮। আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর (যশোহর)।

সমর্থক— ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী (হাওড়া)।

অনুমোদক—,, বীরেশ্বর সেন (নদীয়া)।

৯। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ;—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল।

,, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

,, বিপিনচন্দ্র পাল।

১০। অতঃপর প্রতিনিধিগণকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমর্থক— ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক—,, মৌলবী আবদুল গফুর।

১১। সম্মিলনের নিম্নলিখিত হিতৈষী ও উপকারকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

(ক) কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি—টাউনহল ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য।

(খ) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল—১০ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাড়ীর দ্বিতল ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য।

(গ) শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ—১২নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ বাড়ী ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য।

(ঘ) ইণ্ডিয়া ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ—মুসলমান-প্রতিনিধিগণকে স্থান দান জন্য।

(ঙ) কলিকাতা ইউনিভার্সিটির জুনিয়ার মেম্বরগণ—প্রতিনিধিগণকে "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় দেখাইয়া সম্বর্দ্ধনার জন্য এবং "আমার বাণী" সঙ্গীতের জন্য।

(চ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার—তাঁহার অফিসে সম্মিলনের অনুসন্ধান-কার্য্যালয় স্থাপন করিতে দেওয়ার জন্য।

(ছ) ভারতী-সঙ্গীত-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ—একতান-বাদন জন্য।

(জ) বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড কোং কর্ত্তৃপক্ষগণ, প্রতিনিধিগণের জন্য সিরাপ ও দন্তমঞ্জন বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য।

প্রস্তাবক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

সমর্থক— জলধর সেন।

১২। অতঃপর কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর জানাইলেন যে, আগামী

বর্ষে বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমানে সম্মিলনের অধিবেশন করিবার জন্য সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যশোহরের রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরও যশোহরে সম্মিলনকে আগামী বর্ষে আহ্বান করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও এই নিমন্ত্রণ সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, আগামী বর্ষে বর্দ্ধমানেই অধিবেশন হইবে এবং তৎপরবৎসর যশোহরে অধিবেশন হইবে।

১৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় : প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে, অভ্যর্থনা-সমিতিকে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

১৪। এই সময়ে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, ময়মনসিংহের অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবানুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সদ্গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা দিয়াছেন এবং গত বর্ষে চট্টগ্রামে প্রতিশ্রুত রাজসাহীর রাণী কুসুমকুমারীর ১০০৲ এবং ত্রিপুরার মৌলবি দৌলত আহাম্মদ মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ৩০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়।

বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে (২৪৩-১ নং অপার সারকুলার রোডে) একটি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার ছাত্রগণ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসশালায় যে সমস্ত নূতন যৌগিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, সেগুলির নমুনা এই প্রদর্শনীতে দেখান হয়। তদ্ভিন্ন বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ও টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট সম্প্রদায় ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি তাঁহাদের আবিষ্কৃত ও প্রস্তুত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও প্রদর্শন করেন।

অষ্টম বার্ষিক সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু এম এ, ডি এস্‌সি, সি আই ই, সি এস আই
,, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি এচ ডি, ডি এস্‌সি, সি আই ই
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এমএ, বিএল্
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, বিএল
শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এমএ
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ
,, বিনয়কুমার সরকার
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, যতীন্দ্রমোহন রায়
,, রমেশচন্দ্র মজুমদার এমএ
,, মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন
,, মোহম্মদ মোজাম্মেল হক্

হাওড়া

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
,, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ পরগণা

,, ডাঃ আবদুল গফুর

হুগলী

,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার
,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত

বর্দ্ধমান

মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল্
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
,, জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
,, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রাখালরাজ রায় বিএ

বীরভূম

,, শিবরতন মিত্র

মেদিনীপুর

শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু এম এ, বিএল্
,, সত্যেন্দ্রনাথ বসু
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঁকুড়া

,, রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুরশিদাবাদ

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

যশোহর

,, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম এ, বিএল
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়া

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন
,, আশুতোষ রায়
,, গণপতি রায়
,, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ

বাঁকীপুর

,, যদুনাথ সরকার এমএ
,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিএ
,, মথুরানাথ সিংহ বিএল্

কুচবিহার

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ
,, মৌলবী আবদুল হালিম

মালদহ

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ কৃষ্ণচরণ সরকার
„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

বগুড়া

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হামিদ আলি
„ প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্

পাবনা

শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম এ, বি এল্
„ সতীশচন্দ্র রায় এম এ
„ মন্মথনাথ মজুমদার
„ সীতানাথ অধিকারী এম এ, বি এল্

দিনাজপুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে সি আই ই
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ
„ নলিনীকান্ত ভট্টশালী
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এমএ, বিএল্

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ সেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ
„ মৌলবী তস্‌লিমুদ্দিন আহম্মদ
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ

রাজশাহী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্
„ কুমার শরৎকুমার রায় এমএ
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বিএ
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এমএ
„ পঞ্চানন নিয়োগী এমএ

বরিশাল

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম এ, বিএল্
„ প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ আশুতোষ সেনগুপ্ত
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
„ আনন্দনাথ রায়
„ রওশন আলী চৌধুরী
„ প্রমথকুমার কুণ্ডু

ময়মনসিংহ

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বিএ
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এমএ
„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
„ ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
„ কেদারনাথ মজুমদার
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঢাকা

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এমএ,
„ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম এ, বিএল্
„ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এমএ, বি টি
„ অনুকূলচন্দ্র সরকার এমএ
„ নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ

নোয়াখালী

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ

ত্রিপুরা

শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর

স্বাধীন ত্রিপুরা

শ্রীযুক্ত বিজদাস দত্ত এম এস্‌সি

চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত মুনসী আবদুল করিম
„ শশাঙ্কমোহন সেন বিএল্‌
„ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
„ হরিশ্চন্দ্র দত্ত
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়

গোয়ালপাড়া

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর

গৌহাটী

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এমএ
„ বনমালী বেদান্ততীর্থ এমএ
„ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্‌এ

শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বিএ
„ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী

কাছাড়

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য

খুলনা

শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বিএল্‌
„ কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্‌এ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র বিএ

ভাগলপুর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএল্‌

কটক

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ

কাশী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দিল্লী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক

অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বর্দ্ধমান

প্রথম দিন

সময়—২০শে চৈত্র ১৩২১, ৩রা এপ্রিল ১৯১৫, শনিবার অপরাহ্ণ ২টা

কার্য্যবিবরণ

১। স্বস্তিবাদ - বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্বরত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয় কর্তৃক মঞ্চোপরি সভাপতিদ্বয়কে মাল্য-প্রদান।

৩। আবাহন-সঙ্গীত—কথা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ। গায়ক—অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি।

৪। আবাহন (কবিতা) 'কপিঞ্জল' রচিত—পাঠক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৫। বন্দনাগীত—কথা—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ। গায়ক—অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি।

৬। আবাহন (কবিতা)—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিএ। পাঠক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ

৭। আবাহন-অভিনন্দন-গীত—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ। গায়ক—অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি।

৮। গত বর্ষের কলিকাতার সপ্তম সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পাঠ।

৯। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুরের অভিভাষণ।

১০। সভাপতি-বরণ—

প্রস্তাবক—মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর (বর্দ্ধমান)

সমর্থক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (রাজসাহী)

অনুমোদক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (মুরশিদাবাদ)

শ্রীযুক্ত মুন্শী মহম্মদ রওশন আলি চৌধুরী (ফরিদপুর)

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল (কলিকাতা)

১১। সঙ্গীত—কথা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

গায়ক—মেরি-গোল্ড্ ক্লাব (কলিকাতা)

১২। কবিতা-পাঠ—(১) "মাতৃ-দর্শন"—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

(২) "আবিরাবির্ম্ম" এধি "শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—পাঠক, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

১৩। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক অভিভাষণ পাঠ।

১৪। সপ্তম সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ—মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্এ, এল্ এল্ ডি, ডি এল্, সি আই ই ; (সম্পাদক)

১৫। উক্ত কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ-প্রস্তাব—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ

১৬। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি-গঠন—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত-বাচস্পতি, এম্ এ, বি এল্ (যশোহর)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এম্এ, বি এল্ (বর্দ্ধমান)।

যদু বাবুর প্রস্তাবে দেশ-বিদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি সমস্ত এবং বর্দ্ধমান অভ্যর্থনা-সমিতির উপস্থিত সদস্যগণকে এই সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

১৭। সভাভঙ্গের পর রাজবাড়ীর বাগানে উদ্যান-সম্মিলন।

(ক) কনসার্ট, (খ) বাউলের গান, (গ) সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার নয় বৎসরের পুত্র ও ১৩ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রের বৈঠকী গান, (ঘ) বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল নামক ১২ বৎসরের বালকের পাখোয়াজবাদন। *(শেষোক্ত তিনটি বালক স্বর্ণপদক পাইয়াছে)।

১৮। সভাপতি মহাশয়ের বাসায় উইল-বাড়ীতে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন।

১৯। রাত্রিতে রাজবাড়ীর নাট্যশালায় মহারাজাধিরাজ-রচিত 'শিবশক্তি', 'ত্রিচিত্র' ও 'চন্দ্রজিৎ' নাটকের অভিনয়।

২০। সভা-মণ্ডপে চণ্ডীর গান ও গোপেশ্বর বাবুর জলতরঙ্গ বাজনা।

দ্বিতীয় দিন

সময়—২১শে চৈত্র ১৩২১, ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৫, রবিবার।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বের ব্যবস্থামত সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান এই চারি শাখায় ভাগ হইয়া গেল।

প্রাতে ৮টার সময় চারি শাখারই কাজ আরম্ভ হয়। প্রাতঃকালের বৈঠক ১২ টায় ভাঙ্গে, পরে পুনরায় ২ টার সময় আরম্ভ হইয়াছিল।

সাহিত্য-শাখা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় এই শাখার সভাপতি নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। তিনি যথাসময়ে কাজ আরম্ভ করিয়া নিজের অভিভাষণ পড়িয়া শুনাইলেন। বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্ এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ করিতে লাগিলেন।

এ বার এই বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৭০টি প্রবন্ধ আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৪০টি গদ্য এবং ৩০টি পদ্য ছিল। ইহার মধ্যে ২৭টি গদ্য ও ৬টি কবিতা পঠিত আর ১০টি গদ্য ও ৫টি পদ্য পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে আর পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও লেখকের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(ক) পঠিত প্রবন্ধ ও কবিতা ;—

১। লেখ্য ও কথ্য ভাষার মিলন—শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত, খুলনা।

২। শ্রীহট্টের ভট্টকবিতা—শ্রীজগন্নাথ দেব, শিলচর।

৩। বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবকবি—শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু বি এল্, বর্দ্ধমান।

৪। বাঙ্গালা-সাহিত্য—শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা, কালীঘাট।

৫। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকা।

৬। ভালবাসা ও মাতৃত্ব—রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কলিকাতা।

৭। বাঙ্গালা-শব্দকোষ-সমালোচনা—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, এম এ, পাবনা।

৮। অনন্তপুরী গোস্বামীর কীর্ত্তি ও তিরোভাব—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমান।

৯। নবাই ময়রার জীবন-চরিত—শ্রীকামিনীনাথ রায়, বর্দ্ধমান।

১০। বঙ্গ-সাহিত্যের অভাব ও তন্নিবারণের উপায়—
শ্রীবিজয়লাল দত্ত, কলিকাতা, ভবানীপুর।

১১। মহত্ত্ব—শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী, বর্দ্ধমান।

১২। সীতা-নির্ব্বাণ—শ্রীনৃত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, কোচবিহার।

১৩। মুরলীশিক্ষা—শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী বি এল্, বসিরহাট।

১৪। গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ, বর্দ্ধমান।

১৫। রামদয়াল চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত ও হরির লুটের কথা—
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমান।

১৬। সঙ্গীতের ক্রম-বিকাশ—শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ, কলিকাতা।

১৭। শাক্ত কবি নীলাম্বর—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, বর্দ্ধমান।

১৮। আমাদের উৎপত্তি-বিষয়ে ভাষার সাক্ষ্য—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, কাছাড়।

১৯। মির্জ্জা হোসেন-আলী—শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

২০। শিক্ষা-তত্ত্ব—শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ী।

২১। পৌরাণিক কালের কামরূপের পরিচয়—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটী।

২২। পূর্ব্ববঙ্গের শব্দ-সম্পদ্ ও তাহার বিশেষত্ব—শ্রীঅবনীকান্ত সাহিত্য-বিশারদ, ঢাকা।

২৩। চুপীর দেওয়ান মহাশয়—শ্রীভুলুয়া বাবা, বর্দ্ধমান।

২৪। হিন্দু-মুসলমান—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ২৪ পরগণা।

২৫। প্রেমে কাব্য, কাব্যে প্রেম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বরিশাল।

২৬। সাহিত্যে মানব-হৃদয়—মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, নাটোর।

২৭। বাঙ্গালার শিল্প—শ্রীঅসিতকুমার হালদার, বোলপুর।

(খ) পঠিত কবিতা ;—

২৮। অভিনন্দন—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ, বর্দ্ধমান।

২৯। মাতৃ-দর্শন—রায় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম্ এ, বি এল, কলিকাতা।

৩০। অবিরাবীর্ম এধি—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত, চট্টগ্রাম।

৩১। দেশ-প্রকৃতির পূজা—শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

৩২। সম্মিলন—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কলিকাতা।

৩৩। বাঙ্গালা-দেশ—শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার, নদীয়া।

(গ) পঠিত বলিয়া গৃহীত প্রবন্ধ ;—

৩৪। বাঙ্গালা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন—শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

৩৫। বর্ত্তমান সাহিত্যের অভাব ও তৎ-প্রতিকার—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩৬। বঙ্গীয় সাহিত্য ও সমাজ-শিক্ষা—শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।

৩৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব ও তন্নিবারণের উপায়—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৩৮। সত্যনারায়ণের পুথি—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল, রঙ্গপুর।

৩৯। নবনাগরিক সাহিত্য—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বহরমপুর।

৪০। সাহিত্য-বিজ্ঞান ও সীতারাম—শ্রীবিষ্ণুচরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য।

৪১। সাহিত্য ও চিত্রশিল্প—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লাহোর।

৪২। মুসলমান কবির বাঙ্গালা-কাব্য—মুন্সী শ্রীআবদুল করিম, চট্টগ্রাম।

৪৩। দ্বিজ রামপ্রসাদ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঢাকা।

৪৪। মেয়েলী ব্রত—শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী, বর্দ্ধমান।

(চ) পঠিত বলিয়া গৃহীত কবিতা—

৪৫। আবাহন—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ, বর্দ্ধমান।

৪৬। বিদায়— ,, ,, ,,

৪৭। স্বাগত—শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৪৮। অভিনন্দন—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। কবি-কথা—শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

দর্শন-শাখা

মূল-সভামণ্ডপের এক পার্শ্বে দর্শন-বিভাগের সভা বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন। হীরেন্দ্র বাবু নিজের অভিভাষণ পড়িয়া শুনাইলেন। এই বিভাগে ২২টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল; তন্মধ্যে ১৬টি পঠিত হইয়াছিল, একটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নামাদি দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু এম এ মহাশয় এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন।

১। বর্ত্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাহার প্রভাব—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, বরিশাল।

২। হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শনের পার্থক্য কোথায়?—শ্রীক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ, দেবীপুর, বর্দ্ধমান।

৩। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের তারতম্য—শ্রীনলিনীকান্ত বসু, মালদহ।

৪। বৌদ্ধধর্ম্মের দুঃখ-নিবারণের উপায় কি?—গুণালঙ্কার মহাস্থবির, কলিকাতা।

৫। দর্শনশাস্ত্রে মুসলমান—মহম্মদ কে চাঁদ, ২৪ পরগণা।

৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সারতত্ত্ব—ডাঃ শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী, কলিকাতা।

৭। বৌদ্ধধর্ম্মে মুক্তি বা নির্ব্বাণ—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

৮। দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-বিচার—শ্রীভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।

৯। নব্য ইউরোপীয় দর্শন—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, কলিকাতা।

১০। পাশ্চাত্য দর্শনের অভিনব ব্যঞ্জনা—শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা।

১১। ভক্তির ক্রম-বিকাশ—রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, বাঁকিপুর।

১২। বিশ্ব-জাগরণ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, যশোহর।

১৩। আধুনিক দর্শনের গতি—শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, কলিকাতা।

১৪। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, রাজসাহী।

১৫। তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি।

১৬। বেদান্ত-প্রচারে বাঙ্গালী—শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, যশোহর।

১৭। আয়ুর্ব্বেদের জীব-তত্ত্ব—কবিরাজ বিজয়কৃষ্ণ দাসগুপ্ত, কলিকাতা।

এই দিন এই শাখার সমস্ত প্রবন্ধ পড়া শেষ হয় নাই। পরদিন প্রাতে ইহার আর একটি অধিবেশন হইবে স্থির করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

ইতিহাস-শাখা

রাসমঞ্চের সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে ইতিহাস-শাখার অধিবেশন হইয়াছিল। পাটনা-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়া শুনাইলে এই বিভাগের প্রবন্ধ পঠিত হইতে থাকে। এই বিভাগে এ বার সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ২২টি প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল ও ১টি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার এই বিভাগের সম্পাদকের কার্য্য কতকটা করিয়াছিলেন। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম দেওয়া হইল;—

১। বর্দ্ধমানের পুরাবৃত্ত—শ্রী :—

২। পীর বহরাম—মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহম্মদ।

৩। ধীমান্ ও বীতপাল—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কোঙার এম্ এ।

৪। গুলবদন বেগম—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। রাজার পোত ও বারাশত—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্।

৬। তারকেশ্বর তীর্থ-তত্ত্ব—শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ।

৭। খাজা আনোয়ার—মৌঃ আবদুল লতিফ।

৮। শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

৯। বাজার-দর ও বর্ত্তমান সমস্যা—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্ এ।

১০। গোরাচাঁদ শাহ ও আবেদাখাস বিবি—ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

১১। শ্যামারূপার গড়—মহারাজ কুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

১২। অওরঙ্গাবাদ—মৌঃ আফ্‌সারউদ্দীন আহম্মদ।

১৩। সবঙ্গ ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন—শ্রীব্রজনাথ চন্দ্র।

১৪। কৈবর্ত্ত জাতি ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

১৫। আসামে আর্য্য-প্রভাব—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬। ভারতের পণ্য ও ভারতে বৈদেশিক জাতি (গ্রীক যুগ)—শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

১৭। তিমুর মুখে আওরঙ্গজেবের কথা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ।

১৮। নগদবাকী—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ।

১৯। ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

২০। ভারতের সঙ্গে চীনের সম্বন্ধ—গুণালঙ্কার মহাস্থবির।

২১। বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারা—শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

২২। ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞান—শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

২৩। বেদে সরমা—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ (পঠিত বলিয়া গৃহীত)।

অভ্যর্থনা-সমিতি, রাঢ়ের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় ও ৺ অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি ইহাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল লেখাইয়া পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া সম্মিলনে বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই পুস্তিকাতে নগেন্দ্রবাবু নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম বিক্রমপুর সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কিছু আলোচনা করেন।

তাহার পর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেবগ্রাম—বিক্রমপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন কীর্ত্তির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতি হইতে বর্দ্ধমানের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানাইলে এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয় নাই।

অতঃপর সন্ধ্যা হওয়ায় এই বিভাগের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পড়া হইবে স্থির হয় এবং সভা ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান-শাখা

রাজবাড়ীর নাট্যশালায় বিজ্ঞান-শাখার সভা বসিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এখানে থাকায় তিনিই এই শাখার কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। কটকের রাভেনশা কলেজের অধ্যাপক, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় এই সভার সভাপতি নির্দ্দিষ্ট ছিলেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ করেন। সভাপতি আসন পরিগ্রহ করিয়া নিজের অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর এই শাখার গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ পড়া হয়। অতঃপর প্রবন্ধ পড়া আরম্ভ হয়। এ বার এই বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৬টি প্রবন্ধ পড়া হয়। ইহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল,—

(১) বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায়—শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

(২) বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন-ব্যবহারের উপায়-নির্দ্দেশ—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

(৩) সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত।

(৪) গতি ও স্থিতি—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

(৫) কঠিন পরমাণুর সহিত এসিডো-গুচ্ছ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

(৬) আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-প্রস্তুত-বিচার—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

(৭) তড়িৎ-বিপর্য্যয়—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(৮) মনুষ্য-রক্তের লোহিত-কণিকার আকার—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(৯) আয়ুর্ব্বেদে সংক্রামক রোগ—শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত।

(১০) দেবতার বাহন—শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

(১১) চৌম্বক বল-সম্বন্ধে বিপর্য্যস্ত বর্গবিধির প্রয়োগ-প্রমাণের কতিপয় নূতন প্রণালী—শ্রীজগদিন্দু রায়।

(১২) বিদ্যুৎকণার দৌরাত্ম্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।

(১৩) পঞ্জিকা-সংস্কার—শ্রীমেঘনাথ সাহা।

(১৪) কাগজ—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

(১৫) বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

(১৬) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অতঃপর পর বৎসরে এই শাখার সভাপতি-পদে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুকে নির্ব্বাচিত করা হয়। সোমবার প্রাতে, উইলবাড়ীতে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির পুনরধিবেশন হয়।

সাহিত্য-শাখায়, পরে অপরাপর শাখায় গিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি, এম্ এ. বি এল্ মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি আগামী বর্ষের জন্য যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে অতি বিনীতভাবে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। রায় বাহাদুরের অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ সর্ব্বত্র গৃহীত হইল। এই দিন সন্ধ্যাকালে ইতিহাস-বিভাগের তাঁবুতে ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখাইয়া চারিটি প্রয়োজনীয় এবং কৌতূহল-জনক বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

প্রথম—পাটনার—প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরের প্রাচীন সহরের নিদর্শন।

দ্বিতীয়—বর্দ্ধমানের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কয়েকখানি ছবি দেখাইয়া অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনাইয়াছিলেন।

তৃতীয়—এখোড়া-কয়লার খাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এম্ আই, এম্ ই মহাশয় কোন্ জমীতে কয়লা আছে, তাহার পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া খনির উপরের, ভিতরের, নীচের সকল কাজ দেখাইয়া, কয়লা রেলে বোঝাই দেওয়া পর্য্যন্ত খনি হইতে কয়লা তোলার সমস্ত কাজটা ছবি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেন।

চতুর্থ—বর্দ্ধমান-বিভাগের কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ছবি দেখাইয়া বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রণালী, যন্ত্রের ব্যবস্থা বুঝাইয়া দেন।

রাত্রিতে রাজবাড়ীর নাট্যশালায় কলিকাতা বেরীগোল্ড ক্লাবের লোকেরা "চাটুয্যে-

বাঁড়ুয্যে” অভিনয় করেন এবং পরে বর্দ্ধমানের থিয়েটার সম্প্রদায় মহারাজের “শিবশক্তি”, ক্ষিরোদবাবুর “বরুণা” অভিনয় করেন।

তৃতীয় দিন

প্রাতে পূর্ব্বদিনের নির্দ্দেশমত উইলবাড়ীতে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়। বেলা ১০টার সময় এই সভা ভঙ্গ হয়।

অতঃপর বেলা ১২টার সময় ইতিহাস ও দর্শন-বিভাগের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পাঠের জন্য যথাস্থানে স্বতন্ত্র দুই বৈঠক বসিয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে এই দুই সভার কার্য্য শেষ হইলে চারি শাখা একত্র হইয়া বেলা একটার সময় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

এই দিন কয়টি গান গাইবার ও কয়টি কবিতা পাঠের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম-যাত্রী অভ্যাগতবর্গের ট্রেনের সুবিধার জন্য ৩টার সময় সম্মিলনের কাজ শেষ করিবার পরামর্শ স্থির হইলে, গানগুলি গীত ও কবিতাগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে সভার কার্য্যারম্ভ হইলে, গত বৎসরের মৃত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা হয়।

নিম্নলিখিত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগীদিগের পরলোকগমনে এই সাহিত্য-সম্মিলন শোক প্রকাশ করিতেছেন,—

১। সার তারকনাথ পালিত। ২। রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ৩। মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ৪। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন। ৫। পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল্। ৬। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বিএল্। ৭। কৈলাশচন্দ্র সিংহ। ৮। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী। ৯। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। ১০। ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১১। অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্ এ। ১২। রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর। ১৩। অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ। ১৪। কিশোরীমোহন রায় (“সুরাজ”-সম্পাদক।) ১৫। দুর্গাদাস রায় চৌধুরী। ১৬। তারাপ্রসন্ন মিত্র। ১৭। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ১৮। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ। ১৯। গুরুনাথ সেন কবিরত্ন। ২০। দেবীদাস করণ। ২১। সুরেন্দ্র-নারায়ণ রায়। ২২। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল। ২৩। রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ। ২৪। প্রিয়নাথ ঘোষ বি এ। ২৫। সঙ্গীতবিশারদ অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৎপরে যাঁহারা সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি-পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পত্রাদি সংক্ষেপে পঠিত হইল।

অতঃপর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবগুলির একে একে আলোচনা আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমেই সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—

১। আমাদের মহামান্য সম্রাটের ও তাঁহার মিত্ররাজগণের বিরুদ্ধে জর্ম্মণী যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সেই যুদ্ধে আমাদের মহামান্য ও সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং যাহাতে এই যুদ্ধে ইংরাজরাজের জয়লাভ হয়, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

২। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

৩। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় রাজ-প্রতিনিধি মহামান্য গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর বর্ত্তমান ঘোর যুদ্ধের বিপুল ব্যয়-সঙ্কুলন করিয়াও যে এ দেশে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রাজ-প্রতিনিধি মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

এই তিনটি প্রস্তাব সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস,—বর্ত্তমান সময় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বিএ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা-সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান এম্ এ পরীক্ষায় অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ, (কটক)।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, (কলিকাতা)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম্ এ, (ঢাকা)।

সভাপতি মহোদয় প্রস্তাব গৃহীত হইল বলিয়া প্রচার করেন।

৫। (ক) সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই যোগ দিতে পারিবেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন,—

(ক) প্রতিনিধিবর্গ—বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

(খ) নিমন্ত্রিত—অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ।

(গ) সাহিত্যানুরাগী—সাহিত্যানুরাগী যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন।

(ঘ) সাধারণ দর্শকবৃন্দ।

(খ) বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ২৲ টাকা হিসাবে অভ্যর্থনা-সমিতিতে চাঁদা দিতে হইবে। যাঁহারা এই চাঁদা দিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন,—

১। সম্মিলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবাদি বিচারকালে মতামত প্রদান।

২। সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্তি।

(গ) সাধারণ দর্শকদিগের নিকট কোনরূপ টিকিট বেচিয়া প্রবেশিকা লওয়া হইবে কি না এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হইবে, তাহা যে বৎসর যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সে বৎসর সেই স্থানের অভ্যর্থনা-সমিতি স্থির করিয়া দিবেন।

(ঘ) যে সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কোন সভা-সমিতির প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনে আসিবেন অথবা অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, তাঁহারা প্রতিনিধিগণের পূর্ব্বোক্ত দুই অধিকার পাইবেন না, কিন্তু সম্মিলনে বা তাহার কোন শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়া হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান-পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল (২৪ পরগণা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় (ভাগলপুর)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬। হিন্দু ও মুসলমান-লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়-মধ্যে বিদ্বেষভাব না জন্মিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তাহার পর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—

৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি যাহাতে পরস্পরের অন্তরায় না হইয়া আপন আপন অধিবেশন করিতে পারেন, তাহা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন ছুটীর সময় অধিবেশন করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে এই অন্তরায় দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা হউক।

মুনসী রওশন আলী চৌধুরী এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেন অনুমোদন করিলে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় জানাইলেন যে, এইরূপ প্রস্তাব গত বৎসর কলিকাতার সম্মিলনে হইয়াছিল এবং কুমিল্লা হইতে এই সম্পর্কে প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতির নিকট হইতে তার পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতার সম্মিলনে এই প্রস্তাবের আলোচনায় দুইটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় এবং তাহা কুমিল্লার সভাপতিকে তারে জানান হয়। (৭ম সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণীতে ২য় ও ৩য় প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।)

এই সংবাদ শুনিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও সারদা বাবু প্রভৃতি কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুরোধ করিলে দেবকুমার বাবু এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

৮। আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার-যুক্ত-প্রদেশে এবং পঞ্জাবের শিক্ষা-বিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সেই সেই প্রদেশে বঙ্গভাষার সম্ভবতঃ সমধিক প্রচলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(ক) এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, মাননীয় স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক, যতীন্দ্র বাবু ইহার সম্পাদক হউন এবং আবশ্যক হইলে, সমিতি স্বীয় সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবক—মৌলবী মহম্মদ মোজাম্মেল হক (শাঁন্তিপুর)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, (কলিকাতা)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৯। সমগ্র মানভূম জেলায় আবহমান কাল বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত আছে। এখন উক্ত জেলার ধানবাদ মহকুমায়, বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ, পাঠশালাসমূহে বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষার প্রচলন করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন এবং আশা করেন যে, বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া ধানবাদ মহকুমার পাঠশালাসমূহে পূর্ব্ববৎ বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা প্রদান করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত (মানভূম)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় (ময়মনসিংহ)।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জানাইলেন যে, এ সকল ব্যাপার সভাসমিতিতে প্রস্তাব করিয়া বিশেষ ফল হয় না। আমি ভার লইতেছি,—এই প্রস্তাব লইয়া আমি বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট বাহাদুর এবং তাঁহার সেক্রেটারীগণের সঙ্গে দেখা করিয়া যাহাতে এই প্রস্তাব সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিব। সারদা বাবুর এই প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় অনুমোদন করিলে, ক্ষেত্র বাবু এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

১০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা ও পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

১১। প্রতি বৎসর যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন দ্বারা সে সকল গ্রন্থের একটি তালিকা সংগৃহীত করিয়া সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয়।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হউক।

১২। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে অর্থ-সাহায্য করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে, এরূপ ব্যক্তিগণকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

এই তিনটি প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় নিজে প্রস্তাব করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৩। আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ (পাটনা)।
সমর্থক—গুণালঙ্কার মহাস্থবির (চট্টগ্রাম)।
(নামগুলি পরে দেওয়া হইল।)

অতঃপর কাশিমবাজারের মহারাজ মাননীয় সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উঠিয়া সভায় জানাইলেন যে, বহু কাল হইতে দৃগ্‌গণিত মিলাইয়া আমাদের হিন্দুর পঞ্জিকা-সংস্কার করা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের জ্যোতির্ব্বিদ্-মতে যন্ত্র-গৃহ নাই। যে দুইটি মানমন্দির (কাশীতে ও জয়পুরে) আছে, তাহাতে আর এখন কাজ হয় না। কাজেই একটি পূর্ণাঙ্গ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, হিন্দুর পঞ্জিকা হিন্দু-মতে সংস্কার করিতে পারা যাইবে না। আজ প্রাতঃকালে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণানন্দ কবিভূষণ ও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম এ, বিদ্যানিধি মহাশয়েরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্র অনুসারে একটা মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টার জন্য জমী, বাড়ী ও যন্ত্রাদির ব্যয় ব্যতীত মাসিক ২০০৲ টাকা খরচে কাজ চলিবে

বলিয়া স্থির হয়। আমি বিষয়টির সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত আছি। এখন আপনারা উপযুক্ত পণ্ডিতবর্গকে লইয়া এ বিষয়ের আয়োজন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

মহারাজের এই প্রস্তাবে ও বদান্যতায় সকলেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা সভাপতি মহাশয়ের হাতে দিয়া জানাইলেন যে, এই মুদ্রাটি তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ .এ মহাশয় এটি দেখিয়া বলিয়াছেন যে, এটি দুষ্প্রাপ্য এবং নরসিংহ গুপ্তের মুদ্রা। সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ করিয়া মুদ্রাটি গ্রহণ করিলেন্।

এই সময়ে বৈঁচিনিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, আপনার প্রণীত "তিনটি পথ" নামক পুস্তকের পাঁচ শত খণ্ড সাহিত্যিকবর্গকে বিতরণের প্রস্তাব করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইল।

অতঃপর আসামের জনৈক প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর কটকী মহাশয় অগুরুর ছালে লেখা একখানি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পুথি দেখাইলেন। আসামের অন্য একজন প্রতিনিধি যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দুইটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন।

তাহার পর মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সমস্ত অভ্যাগত, প্রতিনিধি, দর্শক এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজন-সেবা এবং আদর-আপ্যায়নের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, গৌহাটীর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়গণ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

তাহার পর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় উঠিয়া জানাইলেন যে, যদিও যশোহরের মুখপাত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয় কালই যশোহরের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি শেষ দিনে নিমন্ত্রণ করাটাই যখন প্রথাসিদ্ধ, তখন আমি সেই নিমন্ত্রণের পুনরুল্লেখ করিতেছি। ললিত বাবুর নিমন্ত্রণ সকলেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতির অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী সুস্বরে উচ্চকণ্ঠে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ মহাশয়ের রচিত "বিদায়" সঙ্গীতটি গাহিলেন।

অতঃপর বর্দ্ধমানবাসীর পক্ষ হইতে, অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে এবং বর্দ্ধমানের মহারাজরূপে মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর সমাগত ভদ্রলোকদিগের নিকট নানাবিধ সেবা-ত্রুটি জানাইলেন।

নবম বার্ষিক সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি

কলিকাতা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বিএল
মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই
„ রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর
„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
„ মৌঃ মণিরুজ্জমান
„ „ মহম্মদ আকরাম খাঁ
„ „ নূর আহম্মদ
„ জলধর সেন
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ

২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মৌঃ মহম্মদ কে চাঁদ
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

হুগলী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিএ
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত
„ কুমার ক্ষিতীন্দ্রদেব রায
„ দুর্গাদাস লাহিড়ী
„ আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীস

বৰ্দ্ধমান

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্‌এ, বিএল
„ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম্ এস্
„ সন্তোষকুমার বসু
„ শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল
„ দেবেন্দ্রনাথ সরকার
„ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বীরভূম

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শিবরতন মিত্র
„ তারকচন্দ্র রায় বিএ

মেদিনীপুর

কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ
শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু
„ সত্যেন্দ্রনাথ বসু
„ মহেন্দ্রনাথ দাস
„ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন

বাঁকুড়া

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বি এল্
„ রামনাথ মুখোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ

শ্রীযুক্ত মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
„ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়

যশোহর

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বিএল্
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
কুমার সতীশকণ্ঠ সিংহ রায়

নদীয়া

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন

" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ

" মৌঃ মোজাম্মেল হক্

" ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

" বিভূতিভূষণ মজুমদার

খুলনা

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্‌এ

" সতীশচন্দ্র মিত্র বিএ

" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বরিশাল

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

" নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্‌এ, বিএল্

" প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়

" মৌঃ রওশন আলি চৌধুরী

ঢাকা

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ

" অনুকূলচন্দ্র সরকার

" নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ

" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

" যতীন্দ্রমোহন রায়

ময়মনসিংহ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বিএ

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী

" রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

" কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর্ এ এস্

" দুর্গাদাস রায় বি এল্

ত্রিপুরা

কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা

" অনুকূলচন্দ্র রায়

নোয়াখালী

সম্পাদক নোয়াখালী-সম্মিলনী

চট্টগ্রাম

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই

" শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্

" বিপিনবিহারী নন্দী বি এল্

" ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বিএ

শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বিএ

" অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বিএ

" অচ্যুতচরণ চৌধুরী

কাছাড়

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য

" জগন্নাথ দেব

গৌহাটী

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ

" বনমালী বেদান্ততীর্থ

" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

" হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্ এ

" ভুবনমোহন সেন এম্ এ

" কালীচরণ সেন

গোয়ালপাড়া

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া

শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌এ, বি এল্

কুচবিহার

কুমার শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ
,, চৌধুরী আমানতুল্লা আহম্মদ

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, কবি-সম্রাট্
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
" সেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ
রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

বগুড়া

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
" হরগোপাল দাসকুণ্ডু

পাবনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়
" সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ
" সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দিনাজপুর

মহারাজ সার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
" বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন

মালদহ

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত
" রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
" বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্
" নলিনীকান্ত বসু

পূর্ণিয়া

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বিএল্
" রায় নিশিনাথ সেন বাহাদুর

রাজসাহী

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্
" রমাপ্রসাদ চন্দ বিএ
" রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ
" পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ

মানভূম

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
" ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল্
,, হরিনাথ ঘোষ

কটক

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এমএ

ভাগলপুর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্
" দুর্গাদাস রায়

বাঁকীপুর

রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম এ, বি এল
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিএ
" রাখালরাজ রায় বি এ

কাশী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দিল্লী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
" পুরুষোত্তম সিংহ বি এ
" সরোজনাথ বাগচি

মিরাট

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এল্
" নবকৃষ্ণ রায় বি এ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের

নিয়মাবলী

১। এই সম্মিলন "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন" নামে অভিহিত হইবে।

২। সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী-জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই যোগ দিতে পারিবেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন,—

(ক) প্রতিনিধি—বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

(খ) নিমন্ত্রিত—অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ।

(গ) সাহিত্যানুরাগী—যে সকল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন।

(ঘ) সাধারণ দর্শকবৃন্দ।

৪। বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ২৲ দুই টাকা হিসাবে অভ্যর্থনা-সমিতিতে চাঁদা দিতে হইবে। যাঁহারা এই চাঁদা দিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন,—

(ক) সম্মিলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবাদি বিচারকালে মতামত প্রদান।

(খ) সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্তি।

৫। যে সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কোন সভা-সমিতির প্রতিনিধি-রূপে সম্মিলনে আসিবেন না, অথবা যাঁহারা অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, তাঁহারা প্রতিনিধিগণের পূর্ব্বোক্ত দুই অধিকার পাইবেন না, কিন্তু সম্মিলনে বা তাহার শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়া হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না।

৬। এই সম্মিলনের অধিবেশন প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। সাধারণতঃ কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনেই স্থির করিতে হইবে।

৭। সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য বাঙ্গালা-ভাষায় নির্ব্বাহিত হইবে। তবে যদি কেহ বাঙ্গালা-ভাষায় স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম হন, তবে সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছামত ভাষায় তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে দিতে পারিবেন।

৮। এই সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য পরিচালনের জন্য প্রতি বৎসর অনূ্যন ৬০ জনকে

লইয়া "সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বৎসর সম্মিলনের শেষ বৈঠকে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

৯। এই সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ উক্ত সদস্যগণ অথবা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা, সম্মিলনের সেই অধিবেশনেই কিংবা তাহার পর এক মাসের মধ্যে, আপনাদের মধ্য হইতে দশ জনকে নির্ব্বাচন করিবেন এবং ঐ দশ জন সদস্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া "সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি" নামে সম্মিলনের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিবেন। আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

(ক) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিয়মানুসারে চলিবে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকই 'সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি' এবং 'সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি' এতদুভয়ের সম্পাদকতা করিবেন।

(খ) কোন সম্মিলনের সভাপতি তাঁহার সভাপতিত্বে নির্ব্বাচনের সময় হইতে পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অন্য সভাপতির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সভাপতি থাকিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতিরূপে গণ্য হইবেন। তাঁহাদের অভাব হইলে, উপস্থিত সদস্যবর্গের মধ্যে যে কেহ সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

১০। যে বৎসর যে স্থানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই স্থানের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ পূর্ব্ব-সম্মিলনের অধিবেশনের পর তিন মাস মধ্যে, সম্মিলন-সম্বন্ধীয় স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ, একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন।

১১। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইবে ;—

(ক) সম্মিলনের সময়-নির্দ্ধারণ।

(খ) সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য সাহিত্যসেবীদিগকে ও সাহিত্য-সমিতিসমূহকে নিমন্ত্রণ।

(গ) উপস্থিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা, বাসাদির ব্যবস্থা এবং তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ।

(ঘ) সাধারণ দর্শকদিগের নিকট কোনরূপ টিকিট বেচিয়া প্রবেশিকা লওয়া হইবে কি না এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হইবে, তাহা স্থির করা।

(ঙ) সম্মিলনের সভাপতি-নির্ব্বাচন।

(চ) সম্মিলনের আলোচ্য বিষয় ও কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ।

(ছ) সম্মিলনে সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা।

(জ) অধিবেশনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্মতি লইয়া নানা স্থানে প্রচলিত সংবাদপত্রে নির্দ্ধারিত সময় ঘোষণা।

(ঝ) অধিবেশনের অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে আলোচনার জন্য বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও প্রস্তাবাদি পাঠাইতে সাধারণকে আহ্বান।

(ঞ) যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশ সম্বন্ধীয় স্থানীয় তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিবরণাদি সংগ্রহ।

(ট) সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্য্য-বিবরণ প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনার্থ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে অধিবেশনের পর দুই মাস মধ্যে প্রেরণ ও তাহা প্রকাশার্থ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা।

অভ্যর্থনা-সমিতি এই সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে ও আলোচ্য বিষয়াদি নিরূপণে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সহিত আবশ্যকমত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

১২। অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক যাঁহারা প্রবন্ধ রচনার জন্য আহূত হইবেন বা তথ্য-সংগ্রহে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রচনা ও সংগৃহীত বিষয়াদি সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

১৩। অন্যূন দুই দিন এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়ের সুবিধা থাকে, তবে দুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে; তবে তাহা প্রথম হইতেই বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

১৪। অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত সভাপতি উপস্থিত সভ্যগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন করিবেন। এই সমিতি আলোচ্য বিষয়গুলির সময়োচিত আলোচনা ও আবশ্যক হইলে সম্ভবমত পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারিবেন।

১৫। কার্য্যের সুবিধার্থ এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত ৪ ভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে।

(ক) সাহিত্য-শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি)।

(খ) দর্শন-শাখা।

(গ) ইতিহাস-শাখা (ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রত্ন-তত্ত্ব প্রভৃতি)।

(ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, শিল্প, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি)।

১৬। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি উক্ত চারি বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলের সহিত নির্ব্বাহের ভার কতকগুলি বিশেষজ্ঞের প্রতি দিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন—

(ক) প্রাপ্ত প্রবন্ধ ও রচনাদি হইতে সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন করিবেন।

(খ) পাঠ্য প্রবন্ধের আকার বিবেচনায় পাঠের সময় পরিমিত করিয়া দিবেন।

১৭। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইবে,—

(ক) পূর্ব্ব-সম্মিলনে নির্দ্ধারিত প্রস্তাব এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতি বা অপর কোন সমিতি কিংবা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশে সম্মিলনের বৈঠকে গঠিত কোন বিশেষ সমিতির প্রতি যে সকল কার্য্যভার অর্পিত হইবে, সেই সমস্ত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ও পরবর্ত্তী সম্মিলনে তাহাদের ফলাফল জ্ঞাপন।

(খ) সম্মিলনের অধিবেশনের পর ছয় মাস মধ্যে তাহার কার্য্য-বিবরণ মুদ্রণ-ব্যবস্থা।

১৮। অভ্যর্থনা-সমিতি ও কার্য্যের ভার-প্রাপ্ত অপরাপর সমিতি আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সম্মিলনে উপস্থাপিত করিবার জন্য আগামী অধিবেশনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদককে পাঠাইয়া দিবেন।

১৯। এই সম্মিলনের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রাদেশিক সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, প্রত্ন-তত্ত্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত ও তদ্বিধ অন্যান্য দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শনীর আকারে প্রদর্শিত হয়, সে জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি যত্ন করিবেন।

২০। এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত দ্রব্যাদি যাহাতে সুরক্ষিত হয়, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি অভ্যর্থনা-সমিতির সাহায্যে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

২১। আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি একযোগে এই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু সে সমস্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।

২২। কোন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এই সম্মিলনে আলোচনা হইবে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও পরিষৎ-চিত্রশালা সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত

(১)

I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures, and I think the day will come when full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things.

(Sd.) William Rothenstein
PRESIDENT, SOCIETY OF INDIA,
Great Britain and Ireland.

February 21-1911.

(২)

I was much interested in the collection of antiquities in the possession of the Vangiya Sahitya Parishad, Some of the bronze figures

are quite unique and do immense credit to Mr. R. S. Trivedi, the Honorary Secretary of the Association, who discovered them and presented them to the Society. The Coin collection includes a large number of rare gold coins ranging in date from the Kushana to the late Muhammadan period. * * I hope that the collection will increase. I wish it success. I am very grateful to Mr. R. D. Banerji for showing me this interesting collection of antiquities.

(Sd.) Dayaram Sahni (M.A.)

2-7-11. Asst. Supdt. Archæological Survey.

(৩)

I was much interested to see the valuable collection which the Sahitya Parishad possesses, of ancient coins and statues etc. The Parishad now possesses also a fine building and library,—thanks to the munificence of some noblemen of Bengal—and I trust the Parishad will continue its career of useful researches in the domain of Indian antiquities. I wish the institution all the success and prosperity which it richly deserves.

(Sd). Sri C. Bhanj Deo,

23-7-11. Maharaj Mayurbhanj.

(৪)

I put my signature here only to place on record my admiration for the good work done by the Parishad in its different departments and specially in that in charge of my worthy young freind, Mr. R. D. Banerjee.

23-7-11. (Sd.) Gooroo Dass Banerjee.

(৫)

I heartily wish the institution every success.

13th Sptr. 19911. (Sd.) Madan Mohan Malaviya.

(Sd.) Ganga Prosad Varma.

(Sd.) Mangla Prosad (M.A.)

(৬)

My wife and I visited the museum on Saturday the 27th January at the kind invitation of Mr. Satyendra Nath Tagore and were much pleased and interested with all we saw. The collection of architectural remains, ancient Mss. and bronzes especially interested us. The three bronzes referred to by M. Rothenstein in his note are perfect gems and I think photogravures of them with a description might be

published. The Indian Society of Oriental Art, of which I am President, would be very grateful for such a monograph.

(Sd.) H. Holmwood

March 13th, 1912. (Judge Calcutta High Court).

(৭)

Art begins where language ends—as the image upstairs, and the two bronzes have proven to me and will prove to anyone who has the eyes to see,

(Sd.) M. N. Sterne,

March 20th, 1912. (of the Indian Society of Oriental Art).

(৮)

I visited the Bangiya Sahitya Parishad to-day. Mr. Trivedi showed me the manuscripts, old statues, old books, and I am of opinion that the Institution is doing much useful work for the improvement of Bengali.

(Sd.) P. Mukerji,
Indian Educational Service.

(৯)

I have visited the building of this Parishad and seen the rich collections of antiquities and Mss. with the greatest interest. May the noble effort through which the members of the Parished contribute to the developement and life of Bengali literature, be crowned with fullest success:

(Sd.) H. Oldenberg.

Feb. 1st. 1913.

(১০)

3, Middleton Row, 18 Feb. 1912.

Dear Babu Satyendra Nath Tagore,

* * * I am certainly very interested in the Exhibition held by the Bangiya Sahitya Parishad. The society has already a remarkable collection of ancient sculptures, copper figures, Mss. and other objects of ancient literature and art, which are, I was told, being added to, day by day. In particular, some copper-gilt figures I saw appeared to me to be unique both as regards rarety and beauty. I hope the society may be in a position to erect a building suitable for the reception of its valuable collections. I trust, however, that if this be done opportunity will be availed of to secure a suitable architectural design and the aid of Indian artists for the interior decoration of a permanent character of the hall in which the exhibits are shown. For instance, as regards the latter point the hall might show copies of ancient

Indian frescoes and secure other suitable colouring and decoration of an Indian character, * * * * I see the notice speaks of the possibility of a National Museum. If by this is meant Bengali—I think the aim is an admirable one. It is the same as that which had been so well carried out in the museum at Arles founded by the great Provencal Poet, Mistrace. His aim has been to collect all that was illustrative of the past life of Provence which is his country and whose language his own poems have preserved. I wish you all success ; for the project, if carried out on lines indicated, will force to conquer the apathy which exists on these matters.

I remain, with kind regards,
Yours sincerely
(Sd) John E. Woodroff
(Judge, Calcutta High Court)

(১১)

I am very glad to have had an opportunity of seeing over the Parishad and the library, paintings and archaeological antiquities which it contains. Many of the latter are of unusual beauty as well as of considerable scientific interest and should form nucleus of provincial museum, of great value. I hope the efforts of the members to bring together further collections will be successful for it is only by this means that the past is revealed, and the advancement of knowledge in the present, prospered.

J. Coygin Brown
13-5-14 Curator, Geological Survey of India.

(১২)

I came to the museum of the Bangiya Sahitya Parishad to-day to compare a Hindu coin of the middle ages in the possession of the society with one in my cabinet. I was afterwards shown round the collection of images and Mss. by the officers of the Society. I was very glad to have the opportunity of visiting the museum and seeing what is going on. I trust it will be soon possible to sort out the coins in the Society's possession and issue a proper catalogue............ I am told that there is a scheme for extending the museum. This will be of great use, as it will enable the exhibits in the upper storey to be arranged to the best advantage especially as regards locality of just spot.

K. Stapleton,
Inspector of Schools, Dacca Divn.
20-11-14. and Hon. Secretary, Dacca Museum.

৺ পিয়ারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব

গত ৬ই শ্রাবণ, বুধবার ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) মহাশয়ের শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার শততম জন্মের দিনে সভা হইতেছে, তাঁহার প্রতি আমার প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ সভাপতি হইলে শোভন হইত,—অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

তৎপরে সুকবি, হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, যাঁহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্যের ভাষা গড়িয়া গিয়াছেন, ৺পিয়ারীচাঁদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। টেকচাঁদ ঠাকুর নাম লইয়া তিনি যে কয়খানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে "পণ্ডিতী বাঙ্‌লা"র সংস্কার করিবার পথ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ১২২১ সালের এই এমন দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রসে সে কালের সাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এ কালের সাহিত্যে সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস-রচনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্য-পটু অমৃতলালকে আজ আমরা সভাপতি-রূপে পাইয়াছি। তাঁহার নেতৃত্বে সভার কার্য্য বেশ ভাল রূপেই চলিবে। ৺ পিয়ারী-চাঁদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। আর বাঙ্গালা ১২৮৭ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে ও ইংরাজী ১৮৮৩ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন,—৺ পিয়ারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনকালে একজন অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। আজ পিয়ারীচাঁদের শত বর্ষের জন্মদিনে বড় একটা উৎসব না করিয়া ইঁহাদের মত লোকের জন্মোৎসব বছরে বছরে করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিলেন,—পূর্ব্বকালের স্বদেশ-ভক্তগণের মধ্যে টেকচাঁদ অন্যতম। তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, সর্ব্ব ক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন। তাঁহার অন্য কাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া, তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, কেবল তাহাই যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা ঘোষিত হইবার সময় আসিয়াছে। আলালের ভাষায় তিনি ঘরের কথা লইয়া দেশের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

মৌলিক বাঙ্গালা উপন্যাস সৃষ্টিই তাঁহার মহৎ কার্য্য। তাঁহার সাহিত্য-সেবা-প্রণালী পরতন্ত্রমূলক নহে, তাহা স্বতন্ত্র। "আলালী" ভাষা সম্বন্ধে তখনকার কলিকাতা রিভিউ তাঁহাকে Ditcher বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারীচাঁদের ইঙ্গিত মানিয়া চলিলে ভাল হয়। বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যে কি উপকার হইবে? আসুন, সকলে মিলিয়া পিয়ারীচাঁদকে স্মরণ করিয়া বলি,—'তোমারি চরণ, করিয়া শরণ, চলিব তোমারি পথে'।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ ৺পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ, বিএল্ মহাশয় বলিলেন,—টেকচাঁদ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সমসাময়িক হিন্দু-কলেজের অন্যান্য কৃতবিদ্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মমতে, আচার ব্যবহারে, ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ৺ রাজনারায়ণ বসুর জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্লাবনে অনেক ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পিয়ারীচাঁদ ভাসেন নাই, বিদেশী ভাব তাঁহাকে কিছুমাত্র টলায় নাই। মায়ার্স ও লজের মতে পিয়ারীচাঁদের প্রেততত্ত্বের আলোচনা আলেয়ার পশ্চাতে দৌড়ান নহে। সম্প্রতি ইউরোপের mysticismএর আলোচনায় আলেয়ার পশ্চাতে দৌড়ান পিয়ারীচাঁদের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া দাঁড়াইতেছে।

এই সময় সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদ নানা দিকে যথেষ্ট কাজ করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের সমসাময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়কুমার মনের ভাবগুলিকে সংস্কৃত পরিচ্ছদে অর্থাৎ পোষাকী পরিচ্ছদে সাজাইতেন, আর পিয়ারীচাঁদ সকল সময় পোষাক পরিয়া কাজ চলে না বুঝিয়া আটপৌরে পোষাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহঁাদের ভাষার তুলনার বিবাদ চিরকালই থাকিবে। বঙ্কিমের ভাষা আলালী ভাষা ভাঙ্গিয়াই গঠিত হয়। আলালী ভাষার কাছে অদ্যকার সভাপতি মহাশয়েরও ঋণ বোধ হয়, বঙ্কিমের অপেক্ষাও বেশী।

মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মগণের মৃত্যাহে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। এই জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ করিতে হয়।

পিয়ারীচাঁদ Colesworthy Grant সঙ্গে মিলিয়া কলিকাতা পশুক্লেশ-নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণা ছিল—মদ না খাইলে শিক্ষিত, সভ্য ও বড় লোক হওয়া যায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের জন্য পিয়ারীচাঁদ "মাদকতা-নিবারিণী সভার" প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্ব্বে প্যারীচাঁদ "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার

কি উপায়" রচনা করেন। পিয়ারীচাঁদের সমাজ-সংস্কারের কশাঘাত বড় কড়াই ছিল। আলালের ঘরের দুলালের ছাপা হওয়ার পর হইতে ক্রমশঃ দুলালেরা গা ঢাকা দিয়াছেন। তাঁহার পর ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোমের' মুখে আর একবার কশাঘাত করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—পিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়াছিলাম, অর্থ ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে ব্যক্তি খাঁটি, সেই ত মানুষ—এই কথার জীবন্ত উদাহরণ পাইয়াছিলাম, পিয়ারীচাঁদ মিত্রে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যিনিই যত কথা বলিলেন, তিনি পিয়ারীচাঁদের কথাই বলিলেন, টেকচাঁদের কথা বলা ঠিক হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' একটা বেদী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাঙ্গালার কেতাবগুলি দেখিয়া তখনকার চীফ জষ্টিস্ সার এড্‌ওয়ার্ড রায়ান বলিয়াছিলেন—'কথায় কথায় ভাষা না শেখালে কি ফল হবে,- কিন্তু তেমন পুথি কোথা?' আলালের ঘরের দুলালের ভাবটা Fielding থেকে লওয়া। বিদ্যাসাগরী দল বলেন—পূর্ব্বে ভাষার প্রাদেশিকতা ছিল; উদাহরণ—কবিকঙ্কণ, মনসামঙ্গল। ভারতচন্দ্রের প্রাদেশিকতা কম, তাই সেটা বেশী চলে। নানা প্রদেশের ভাষায় ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বঙ্কিমের প্রতিভাবলে বেশী। বঙ্কিমের মনীষা একটা সামঞ্জস্য আনিয়া দিয়াছিল। পিয়ারীচাঁদের আর সব কাজ চাপা পড়িয়া যাইলেও তিনি চিরজাগরূক থাকিবেন 'টেকচাঁদ'রূপে। টেকচাঁদের সাহিত্যের ধরণটা দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ বজায় করুন, ইহা আমারও অনুরোধ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদকে শেষ-জীবনে প্রেততত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত দেখিয়াছি। তাঁহাদের সিঁয়াসের বৈঠকে আসন কাঁপিত, এলাচ, সন্দেশ আসিত। আমি সে আসন ধরিয়াছিলাম। তিনি হুগলী জেলার লোক, চিরদিন কলিকাতায় বাস করিতেন বলিয়া কলিকাতার ভাষাই তাঁহার আদর্শ হইল। কলিকাতাতেই পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনস্থান হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ও বঙ্কিমের চেষ্টায় কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এখন সিলেটী-চাটগেঁয়ের ন্যায় কলিকাতার প্রাদেশিকতাটুকুও বর্জ্জনের সময় আসিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমাদের দেশে এক রকম শাদাসিদে সভ্যতা ছিল; আমরা দাসীকে ঝি বলি, কন্যা বলি, অমুকের মা বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধরিয়া ডাকি; কিন্তু কখন বেয়ারা, খানসামা, নওকর, বান্দা প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে কখন তাহাদের দাসত্ব অনুভব করাই নাই—এ রকম ছোটকে বড় করার ভাব আর কোন সভ্যতায় নাই। আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আমাদের টেঁকের জিনিস—টেঁকেই টাকা,-আর টাকাই চাঁদ—টেকচাঁদ আমাদের ভাষার যেটুকুর দাম আছে, তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

(এই সভায় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বর্গীয় পিয়ারীচাঁদ মিত্রের বংশধরগণ পরিষৎকে ২০৲ সাহায্য করিয়াছেন। এই অর্থের হিসাব আগামী বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনোৎসব

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিরসুহৃৎ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসর (১৩২১ সালে) ৫ই ভাদ্র তারিখে তাঁহার পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মদিনে সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়া তাহাতে তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা করেন। গত ৫ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় পরিষৎ মন্দিরে ঐ উপলক্ষ্যে এক বিরাট সান্ধ্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য মন্দিরদ্বারে স্বয়ং সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনেক সদস্য এবং সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রামেন্দ্র বাবু যথাসময়ে উপস্থিত হইলে কদলীতরু, পূর্ণঘট ও আম্রপল্লবাদি দ্বারা সজ্জিত দ্বারে নহবতে কল্যাণরাগিণী বাজিয়া উঠিল এবং সাহিত্য-পরিষদের ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দাস, রামেন্দ্র বাবুর সহিত দ্বারসম্মুখে সমবেত সদস্যমণ্ডলীর ছবি তুলিয়া লইলেন। এই উপলক্ষ্যে বোলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, পাদরী এণ্ড্রু সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়াছিলেন। দিল্লী শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য এবং বরিশাল শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সহরের নানা সভা-সমিতির পক্ষ হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং মফস্বলের বহু স্থান হইতে বহু সদস্য আসিয়া এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার শিষ্য অন্ধ-গায়ক শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের রচিত একটি গান গাহিয়া রামেন্দ্র বাবুকে অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর কবিকুলতিলক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া রামেন্দ্র বাবুকে ধানদূর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সংস্তবে কবিরত্ন মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর রচনা-

নৈপুণ্যের, আদর্শ চরিত্রের এবং মধুর ব্যবহারের বর্ণনা করিয়া অল্প কথায় বেশ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতিরূপে নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর!

অদ্য তোমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। অতএব আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য সকলে একত্র মিলিত হইয়া তোমার অভিনন্দন করিতেছি এবং ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা ও গুণবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ্ ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পদই ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য-মণ্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।

তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্য প্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।

বিশেষতঃ তুমি গত বিংশতি বর্ষাধিক কাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ, তাহাতে পরিষৎ তোমার নিকট চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে।

তুমি বঙ্গ-জননীর সুসন্তান, তুমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সেবক, তোমার সাধনা সিদ্ধ হউক।

অভিনন্দন-পত্রখানি ফুলস্কাপ আকারে রূপার পাতে খোদাইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণমণ্ডিত গোলাপের লতা-পাতার নক্সা দিয়া সাজান হইয়াছিল। একটি মকমলের বাক্সে করিয়া ইহা রামেন্দ্র বাবুকে দেওয়া হয়। রামেন্দ্র বাবু নতশিরে ইহা গ্রহণ করেন।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম অধ্যাপক-সদস্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-প্রেরিত আশীর্ব্বাচন-শ্লোক পাঠ করিয়া নিজে রামেন্দ্র বাবুকে ধান-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সোনার কলম, একটি সোনার পেন্‌সিল, একটি একত্র গ্রথিত কাগজ-কাটা চেরাড়ি ও ছুরী এবং একটি সোনার দোয়াত রামেন্দ্র বাবুকে উপহার দেন। এই উপহার-দ্রব্যগুলির বাক্সের ডালার উপর রূপার পাতে খোদাই করা ছিল—"রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার সুন্দর, সরল, সরস, রচনাবলী দ্বারা তোমার মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বাড়িয়াছে, তোমার সোনার দোয়াত-কলম

হউক।" তাহার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রবাবুকে চন্দন দান করিয়া নিজের লিখিত নিম্নোক্ত অভিনন্দন-পত্র পড়িয়া শুনান।

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশ-মাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়-পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

এ অভিনন্দন-পত্রখানি কার্ডের ন্যায় কাগজে নানা রঙ্গীন লতাপাতার ছবি দ্বারা সজ্জিত এবং রচনাটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত; ইহার অপর পৃষ্ঠাতেও রঙ্গীন আলিম্পনের মধ্যে বেদের একটি আশীর্ব্বাচন-মন্ত্র লেখা আছে। এই কাগজের অভিনন্দনখানি চিত্র-সৌন্দর্য্যে মনোরম ও সুদৃশ্য হইয়াছিল। তাহার পর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্র বাবুকে সাদরে চন্দনাদি মাখাইয়া পুষ্প-মালায় বিভূষিত করিয়া দেন। তৎপরে যিনি পরিষদের কার্য্যে চিরকাল রামেন্দ্র বাবুর প্রধান সহায় ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ, সেই ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভার নির্দ্দিষ্ট বরণমাল্য দ্বারা রামেন্দ্র বাবু ও সভাপতি মহাশয়কে সমাদৃত করিলেন। তাহার পর একে একে কবি করুণানিধান

বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সুশীলগোপাল বসু, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্ব স্ব কবিতা পাঠ করিয়া রামেন্দ্র বাবুকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। তাহার পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় হুতোম প্যাঁচার গানের ধরণে স্বরচিত একটি সরস কবিতা পাঠ করিয়া রামেন্দ্রবাবুর গুণগৌরব ঘোষণা করেন এবং ভগবানের নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করেন। ইহার পরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবু উঠিয়া বলেন যে, তিনি আজ সাহিত্য-পরিষদের কাছে যে আদর, সম্মান ও গৌরব লাভ করিলেন, তজ্জন্য এবং আজিকার সভার প্রভাবে দুর্ব্বলতাবশতঃ এতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি মুখে বেশী কিছু বলিতে পারিবেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার লিখিত নিম্নোক্ত বক্তব্য পাঠ করেন।

নিবেদন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রদত্ত সম্মানের জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা আজি আমার নাই। মনের মধ্যে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ভাষা পাই না; ভাষা যদি জুটিয়া যায়, বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। শুনিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার প্রথা আমাদের দেশে অনুমোদিত ছিল; আমারও ছুটি লইবার সময় উপস্থিত; ছুটি লইবার সময় সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনেরও আমার শক্তি নাই। বিশেষতঃ আজি আমার প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার ভারে আমার চিত্ত পীড়িত, আমার হৃদয় পূর্ণ; কিন্তু চিত্ত বিক্ষুব্ধ, অবসন্ন দেহ সেই অনুগ্রহের প্রতিদানে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অসমর্থ।

আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান বা সংবর্দ্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের সহিত আমার সেব্য-সেবক-সম্পর্ক। এত কাল ধরিয়া আমি পরিষদের পরিচর্য্যা করিয়াছি—একান্ত ভক্তের মত 'কায়েন মনসা বাচা' পরিচর্য্যা করিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে করিয়া থাকেন, তাহা আমি শ্লাঘা মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সর্ব্বজনমান্য সভাপতির হাত দিয়া আমাকে যে প্রসাদ দান করিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

অধিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বেই আমি যে কয়টা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহাতেই আমার জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হইয়া যায়। তখন হইতেই আমি বিধাতৃবিধানের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে সসঙ্কোচে পা ফেলিয়া চলিয়াছি। বিধাতৃ-বিধান জয়যুক্ত হউক।

একটা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারি নাই। যথাশক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।

শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট

হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দিব্য দৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।

আমার জীবনে কিছু সার্থকতা আছে, তাহা আমি মনে করি এবং মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। বঙ্গ-সাহিত্যের পথে আমি বঙ্গ-জননীর সেবাকর্ম্মে আমার শক্তি অর্পণ করিয়াছি বটে; কিন্তু সে বিষয়ে আমার যোগ্যতা নাই এবং কোনও স্পর্দ্ধা নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রণী, আমি তাঁহাদের অনুযাত্রী অনুচর মাত্র। তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার আমার অধিকার নাই, তাঁহাদের পশ্চাতে চলিবার অধিকারমাত্র আমি পাইয়াছি।

সাহিত্যসেবা উপলক্ষ্য করিয়া আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অতি নিকট সম্পর্কে আসিয়াছিলাম, সেখানেও আমি কোনও কৃতিত্বের স্পর্দ্ধা করি না। সেখানে যাঁহারা আমার নেতা ছিলেন, যাঁহারা আমার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব ও সাহায্য ব্যতীত আমি কিছুই করিতে পারিতাম না। সেখানে আমার কর্ম্মের জন্য আমি কোনওরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারিব না; কিন্তু পরিষদে আসিয়া আমার একটা পরম লাভ ঘটিয়াছে; তজ্জন্য আমি গর্ব্বিত ও গৌরবান্বিত।

এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার বয়োবৃদ্ধ ও আমার মনস্য। অনেকেই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু। সকলেই আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং দেখেন। পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়াছি; তাঁহাদের প্রীতি পাইয়া আমার জীবন মধুময় হইয়াছে; তাঁহাদের শ্রদ্ধালাভে আমি ধন্য হইয়াছি। আমি যে তাঁহাদের অনুচর ও সহচর হইবার সুযোগ পাইয়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য; আমার জীবনের এই পরম লাভ; আমার জীবনের এই পরম সার্থকতা। আজ তাঁহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি তাঁহাদের প্রীতির পরিচয় দিতেছেন; ইহাতে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি। সংসার-বিষবৃক্ষের যে দুইটি মধুর ফল, তার মধ্যে একটি আর একটি অপেক্ষা বহুগুণে মিষ্ট; সজ্জন-সঙ্গমরূপ মধুর ফলের আস্বাদনে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

অবিমিশ্র আনন্দ আমার অদৃষ্টে নাই। পরিষৎ মন্দিরে সমবেত আমার এই বন্ধু-সঙ্ঘের মধ্যে আমি একজন বন্ধুকে আজি দেখিতে পাইতেছি না, যাঁহাকে আমি অতি অল্প দিন হইল, বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে নামাইয়াছিলাম, যাঁহার অসামান্য প্রতিভাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত হইয়া আমি গর্ব্বিত ছিলাম। তাঁহার তিরোভাব আজিকার আনন্দকে পূর্ণ হইতে দিবে না। উহা আমার নিজের কথা, সভাস্থলে প্রকাশযোগ্য নহে; অতএব সে কথা থাক্। বিধাতৃবিধান জয়যুক্ত হউক।

সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য পরিষদের নিকট আমার প্রাপ্য কিছুই নাই। পরিষদের

অনুরক্ত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহাদের স্থান আমার উপরে; যাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইলে এবং সংবর্দ্ধনা করিলে পরিষৎই গৌরবান্বিত হইবেন। আমি যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিকের দাবী করিতে পারি। বহু বৎসর ধরিয়া পরিষদের ঢোল বাজাইয়াছি; ঢুলিকে শিরোপা দেওয়া এ দেশের সামাজিক প্রথা; আমি সেই শিরোপা মাথায় লইয়া পরিষদের নিকট ছুটি পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত।

আর আমার বক্তব্য নাই। যাঁহারা সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের ধুর-বহন-কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রযত্নে সাহিত্য-পরিষৎ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় করি না। আমি তাঁহাদের অনুচর হইতে আর বোধ করি পারিব না; দূরে থাকিয়া পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিতে পাইলেই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত থাকিবে; আমার জীবনের যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা পূর্ণ হইবে; আমার জীবন যে নিরর্থক হয় নাই, এই আশ্বাস পাইয়া আমি বিদায় লইতে পারিব।

আমার বন্ধুসঙ্ঘ আমার প্রতি স্নেহবান্; তাঁহারা আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের প্রীতিলাভে আমি যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ। তাঁহাদের কৃপায় এই মহতী সভাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আজ কৃতার্থ হইলাম।

ইহার পর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রামেন্দ্র বাবুর কীর্ত্তিকাহিনীর, তাঁহার অধ্যাপক-বৃত্তি অবলম্বনে ত্যাগস্বীকারের বিষয়, তাঁহার মধুর রচনার গৌরব এবং সাহিত্য-পরিষৎ সম্পর্কে তাঁহার ঐকান্তিকতার এবং সেই জন্য মাতৃভাষার ভাণ্ডারে আর অধিক রচনা দিতে না পারিবার কথা ব্যাখ্যা করিয়া একটি ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। ইহার পর পূর্ব্বগায়কেরা ব্যোমকেশ বাবুর রচিত আরও একটি গান গাহেন।

তাহার পর সর্ব্বজনপূজ্য সর্ব্বত্রমান্য শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় আসিয়া পৌঁছিলে, সকলে করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও তিনি রামেন্দ্রবাবুর মধুর স্বভাবের, সকল কর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠার এবং বিদ্যাবত্তার বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়া রামেন্দ্র বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময়ে রামেন্দ্র বাবু দুর্ব্বল শরীরে আর উৎসাহের আবেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অসুখ বোধ করায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের যুবক অভিনেতৃ-সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের "খ্যাতির বিড়ম্বনা" নামে একটি ক্ষুদ্র রচনার অভিনয় করিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দিত করেন। সে দিন উপস্থিত নিমন্ত্রিত সকলকেই আতর, পান, গোলাপ ও ফুলের মালা দিয়া সমাদর করা হইয়াছিল। জলযোগের জন্য এ বার পরিষদের পক্ষ হইতে বিশিষ্টরূপে বিশেষত্ব অবলম্বন করা হইয়াছিল—ঘুড়াগাছা হইতে সন্দেশ, বহরমপুর হইতে ছানাবড়া আনান হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবুর পুরমহিলারা কান্দীর সুপ্রসিদ্ধ "মেটিরী" ও "মনোহরা" নামক সুবিখ্যাত মিষ্টান্ন দুই রকম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত চা, ঘোলের

সরবত, কচুরী, নিমকী, সিঙ্গাড়া এবং ডালমুর ছিল। পান, তামাক, চুরুট অজস্র দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি ১০টার সময় সম্মিলন ভঙ্গ হয়। এই উপলক্ষ্যে যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ প্রদত্ত হইল। সম্বর্দ্ধনার হিসাব আগামী বর্ষের কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইবে।

রামেন্দ্র-সংবর্দ্ধনায় সাহায্যকল্পে চাঁদাদাতৃগণ

১৩২১।২২ সালে আদায়

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ...	৫০৲
,, শিশিরকুমার মৈত্র ...	৫০৲
,, নিখিলনাথ মৈত্র ...	৫০৲
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ ...	৩০৲
,, মহারাজ গিরিজানাথ রায় ...	২৫৲
,, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় ...	২৫৲
,, কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় ...	২৫৲
,, বোধিসত্ব সেন ...	২৫৲
,, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ...	২০৲
,, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত	৮০৲
শ্রীযুক্ত কুমার প্রমথনাথ মালিয়া ...	১০৲
মাহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ...	১০৲
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১০৲
,, কিরণচন্দ্র দত্ত ...	১০৲
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ...	১০৲
,, মোহিনীনাথ বিশি ...	১০৲
,, কুমার শরৎকুমার রায় ...	৫৲
,, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
,, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ...	৫৲
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ...	৫৲
,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৲
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক ...	৫৲
,, রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	৫৲
,, বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেন ...	৫৲
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৲
শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৲
,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৲
,, রজনীকান্ত ত্রিবেদী ...	৫৲
,, দেবকুমার রায় চৌধুরী ...	৪৲
,, ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক ...	৪৲
,, যতীন্দ্রমোহন রায় ...	৩৲
,, বৈদ্যনাথ সাহা ...	২৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ...	২৲
,, ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র ...	২৲
,, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ...	২৲
,, গোপালচন্দ্র সেন ...	২৲
,, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর ...	২৲
,, হেমেন্দ্রনাথ সেন ...	২৲
,, কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ ...	২৲
,, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন ...	২৲
বিদুরের খুদ	২৲
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মহান্তি ...	১৲
,, শান্তিসাধন বিশ্বাস ...	১৲
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ ...	১৲
,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	১৲
,, রাধাগোবিন্দ কর ...	১৲
,, মন্মথনাথ ঘোষ ...	১৲
,, অতুলচন্দ্র ঘটক ...	১৲
কাঠবিড়াল	১৲
শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ...	১৲
,, নরেশচন্দ্র সিংহ ...	১৲

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ	...	১৲	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	১৲
,, যতীন্দ্রমোহন রায়	...	১৲	,, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
,, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	১৲	মাঃ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	...	১৲
,, নিবারণচন্দ্র ঘটক	...	১৲	,, রামকমল সিংহ	...	১৲
৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৲	,, শরচ্চন্দ্র বসু	...	॥০
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী	...	১৲	,, দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস	...	॥০
,, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	১৲	,, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	॥০
,, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲	,, অমৃতলাল বসু	...	।/০
,, দৌলত আহম্মদ	...	১৲			

বঙ্গেশ্বরের পরিষদে আগমনের বিবরণ

গত ১৯শে মাঘ (১৩২১) শুক্র বার অপরাহ্ন ৪॥০টার সময় বাঙ্গালার মহামান্য গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই বঙ্গীয় কাউন্সিলের অন্যতর মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত পি সি লায়ন, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত মোনাহান, আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সোয়ান পরিষৎ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন ; তদ্ব্যতীত পরিষদের কতিপয় মান্য-গণ্য সভ্য এবং হিতৈষী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। অপরিহার্য্য কারণে পরিষদের যাবতীয় সভ্যগণকে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে পারা যায় নাই। মাননীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার লরেন্স জেঙ্কিন্স, চীফ সেক্রেটারি মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিং, লালগোলার রাজাবাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

যথাসময়ে লর্ড কারমাইকেল প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত গুরলে মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির ফুল-পাতা, কলাগাছ আর পূর্ণবট দিয়া সজ্জিত হইয়াছিল। গবর্ণর বাহাদুরের আগমনমাত্র নহবৎ বাজিয়া উঠিল। তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে শঙ্খধ্বনি হইল। দ্বারদেশে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়, সহকারী সভাপতি ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও কুমার শরৎকুমার রায়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী লাট সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া, মন্দিরে লইয়া আসিলেন। প্রবেশ-পথে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যান্য সভ্যেরা দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার পর সকলে নিম্নতলে সাহিত্য-পরিষদের সুবৃহৎ ও কৌতুহলোদ্দীপক পুস্তকালয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মধ্যস্থলে ২৪ ফুট লম্বা দীর্ঘ টেবিলের উপর সাহিত্য-পরিষদের সযত্ন-সঞ্চিত প্রাচীন কালের ছাপা বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সাজান ছিল। পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী এই সকল দুর্লভ গ্রন্থ দেখাইয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাটসাহেব, মিঃ গুর্‌লে, মাননীয় লায়ন প্রভৃতি বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম ছাপা বহি "হালহেডের গ্রামার", প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থ "বত্রিশ সিংহাসন," প্রথম সংবাদপত্র "সমাচার-দর্পণে"র প্রথম সংখ্যা, প্রথম মাসিক পত্র "দিগ্দর্শন", প্রথম আইন পুস্তক "আদালত-তিমিরনাশক," প্রথম অভিধান "মিলার সাহেবের বাক্যকোষ" (vocabulary), প্রথম বাঙ্গালা শিক্ষা-গ্রন্থ "কথোপকথন" (colloquies), প্রথম পদ্য গ্রন্থ "কৃত্তিবাসের রামায়ণ" ইত্যাদি বহু গ্রন্থ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিদ্যাসাগর-পুস্তকালয়ের বহুমূল্য সুন্দর বাঁধান পুস্তকগুলি এবং পুস্তকালয়ের অন্যান্য সমস্ত পুস্তক পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। লালগোলার রাজা বাহাদুরের বদান্যতায় বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি পরিষদে আসিয়াছে, এই ইতিহাস এই উপলক্ষ্যে জানান হইল। তাহার পর সকলে দ্বিতলে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রাচীরের কোলে কোলে সাহিত্য-পরিষদের চিত্র-শালার বহুবিধ প্রাচীন দ্রব্য টেবিলের উপর সাজান ছিল।

সভাবেদীর উপর সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চিত পুথির রাশি সাজান হইয়াছিল। প্রস্তর ও পিত্তলের নানাবিধ প্রাচীন প্রতিমা, প্রাচীন ইষ্টকশিল্প, প্রাচীন রং-করা খেলিবার তাস, বৈদিক যজ্ঞের কাষ্ঠপাত্রাদি, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের হস্তাক্ষর এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন তামা, রূপা, সোনা, সীসা ও পিত্তলের মুদ্রা, প্রাচীন ছবি, প্রাচীন রসায়ন-যন্ত্রের ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তাম্রলেখ ও শিলালেখ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লাটসাহেব ও অন্যান্য অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়া তাহাদের পরিচয়াদি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহার পর লাটসাহেব পরিষদের পুথিশালায় প্রবেশ করিয়া সেখানে তিন সহস্রাধিক সংগৃহীত পুথির রাশি পরিদর্শন করিলেন।

অতঃপর তিনি হলের মধ্যস্থলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে, সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী ও এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহাকে উপহার দিলেন। এই পুস্তকগুলি একটি কাষ্ঠের সুন্দর আধারে সাজাইয়া উত্তমরূপে বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহুবাজারের পীতাম্বর সরকার কোং এই সুন্দর কাষ্ঠাধারটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

এই আধারটির মাথায় একখানি রূপার পাতে "বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোক-প্রিয়, বঙ্গখণ্ডেশ্বর, মহামহিমান্বিত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষদের শ্রদ্ধাপূর্ণ উপহার"—এই কথা খুদিয়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভবানীপুরের দত্ত ঘোষ কোম্পানী রূপার এই পাতখানি এই প্রথম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; ইহার শিল্প-প্রণালীতে তাঁহাদের উদ্ভাবনা-শক্তির প্রচুর পরিচয় ছিল এবং উহার শিল্প-সৌন্দর্য্যও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। চক্‌চকে শাদা অক্ষরগুলির বড়ই খোল্‌তাই হইয়াছিল।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় লর্ড কারমাইকেলের কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আতর-গোলাপ দেওয়া হইল। অতঃপর "বঙ্গবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত একটি আবাহন-কবিতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় বিহারীবাবুকে লাটসাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। লাটসাহেব স্মিতমুখে তাঁহাকে সমাদর করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় সমাগত সজ্জনবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে বলিলেন;—

হে মহানুভব রাজগণ এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ,—

আজ আপনারা যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এখানে আসিয়াছেন এবং আসিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দুই হাজার সদস্যকে তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় যে উৎসাহ দান করিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বয়স ২০ বৎসর মাত্র হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের ধনি-সম্প্রদায়ের বদান্যতায়, বিশেষতঃ কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে ইহার গৌরবোচিত এই আশ্রয়-স্থান এই সুদৃশ্য অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে, তাহা নহে। কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর এই অট্টালিকার পার্শ্বে আর এক খণ্ড জমি দান করিয়াছেন। সেই জমির উপর এই বাড়ীর মত আর একটি বাড়ী শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে এবং সেই অট্টালিকা এই অট্টালিকার সহিত একত্র সংলগ্ন থাকিবে। সেখানে সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি, সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের নামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ চিত্রশালা স্থাপিত হইবে। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সুলেখক ছিলেন, সুবিদ্বান্ ছিলেন, উৎকৃষ্ট উপন্যাস লেখক এবং সুকবি ছিলেন এবং রাজ্য-শাসনে ও পরিচালনে তাঁহার প্রচুর ক্ষমতা ছিল। তিনি এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে জীবন-পথে প্রথম অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে যে কেবল বহুসংখ্যক বাঙ্গালা পুস্তক ও পুথি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা নহে, এখানে বঙ্গ-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নানারূপ স্মৃতিনিদর্শন সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছে। আপনারা দেখিয়াছেন যে, গত এক শত বৎসরের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় হইতে চন্দ্রনাথ বসু পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বহু জনের ছবি ইহার প্রাচীরে প্রাচীরে লম্বিত রহিয়াছে। বঙ্গেশ্বর এবং আপনারা সকলে দেখিয়া

শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিষৎ মন্দিরে স্থানাভাবের জন্য বড়ই অসুবিধা হইতেছে, কিন্তু নূতন বাড়ীতে যখন চিত্রশালা এবং ছবিগুলি স্থানান্তরিত হইবে, তখন পুস্তক এবং পুথির জন্য এ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আলমারী রাখিবার স্থান হইলে এই কষ্ট দূর হইতে পারিবে। পরিষদের কার্য্যে পরিশ্রম করিতে, সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণায় আমাদের দেশের যুবকগণের উৎসাহের অভাব নাই এবং আমাদের দেশের রাজা, জমিদার এবং ধনি-সম্প্রদায়েরও বদান্যতার অভাব নাই। বঙ্গেশ্বর, আপনার গুণগ্রাহী রাজপুরুষেরা সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশের জন্য বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ইহার প্রতি আপনার এবং তাঁহাদিগের নিজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আজ বঙ্গেশ্বর, এখানে আপনার উপস্থিতিতে যে প্রচুর তৃপ্তি ও উৎসাহ লাভ হইল, তাহার ফলে ভবিষ্যতে আরও সুফল ফলিবে। আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ নূতন জমির দখল পাইলেই তাহাতে নূতন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপনের জন্য আবার বঙ্গেশ্বর, আপনাকে এখানে পদার্পণ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে অনুরোধ করিব। অবশেষে হে সজ্জনবর্গ, আপনারা আজ এখানে অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া আমাদিগকে যেরূপ সম্মানিত ও উৎসাহিত করিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি।

ইহার পর লাটসাহেব অল্প কথায় সুললিত ভাষায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্যেই সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর আনন্দধ্বনির মধ্যে লাট সাহেব সদলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাহিত্য-পরিষদের গত ২০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে ছাপাইয়া এই দিন অভ্যাগতবর্গকে দেওয়া হইয়াছিল। চিত্রশালার যে সকল কৌতূহলজনক বস্তু এই দিন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র পরিচয়-পুস্তিকাও এই দিন বিতরণ করা হয়। ২০ বৎসরের কার্য্যবিবরণের মধ্যে যেখানি লাটসাহেবকে দেওয়া হয়, তাহার মলাটখানি বিবিধ রঙ্গে ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কে, বি, সেন ব্রাদার্স বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেওয়ায় পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কার্য্যবিবরণীর মলাটের উপর এ বার পরিষৎ মন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের উক্তি নিম্নে দেওয়া হইল। (শ্রীযুক্ত বঙ্গেশ্বরের ও মাননীয় লায়ন সাহেবের লিখিত অভিমত ২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে)।

Your Excellency, Maharajas, Rajas and gentlemen :—

In the name of the 2,000 members of the Bangiya Sahitya Parisad, I thank you for your kindness and condescension in coming here to-day to encourage them in their effort to improve their language and literature. The age of the Parisad is only 20 years. Within this time it has, thanks to the liberality of the wealthy men of Bengal and especially of Maharaja Manindra Chandra Nandi of Cossimbazar and Raja Jogendra Narain Roy Bahadur of Lalgola, not only got a

local habitation befitting its position, but is going shortly to have another building like this on land given by Hon'ble Maharaja Sir Manindra Chandra Nandi of Cassimbazar. That building will be an adjunct to the Parisad building. It will be a Museum dedicated to the memory of our illustrious countryman, the late Mr. R. C. Dutt, I. C. S., C. I. E., an administrator, a writer both in English and Bengali, a scholar, a novelist and a poet and the first President of the Sahitya Parisad, who gave to the Society its start in life. The Sahitya Parisad is not only the biggest repository of Bengali books and manuscripts, but it also is the only repository of the memories of celebrated men in Bengali literature. You have found the walls decorated with portraits of those men who have done inestimable service to their literature within the last 100 years from Raja Ram Mohan Roy to Mr. Chandra Nath Bose. It must have struck Your Excellency that the Parisad Mandir is rather cramped for space, but when the new building is erected and the Museum and pictures are removed there, we will have racks all ronnd for books and manuscripts and that difficulty will be over. There is no lack of enthusiasm among our young men in their Library and Historical pursuits. There is no lack of literality on the part of our wealthy men, Rajas and Zemindars, in encouraging their efforts in the work of the Parisad. Your Excellency's appreciative Government have lately evinced their kindly interest by making an annual grant for publication of old and useful Bengali works and Your Excellency's presence here to-day is a source of immense satisfaction and encouragment and is likely to lead to even better results than hitherto. It may be that the Parisad will again trouble Your Excellency as soon as it gets possession of the land by requesting Your Excellency to come again and lay the foundation stone of the new building. I thank you, gentlemen, again for your kindness in coming here and honouring and encouraging us with your presence.

একবিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—		
চাঁদা—		৭৭৭০।০
সহর—	৬৯৪৪৲	
মফস্বল—	৩৮১৬।০	
	৭৭৭০।০	
প্রবেশিকা—		১৪৮৲
পুস্তক ও পত্রিকাবিক্রয়—		১৬৫৩৸/০
পুস্তক—	৯২১৶০	
পত্রিকা—	৭৩২৸০	
	১৬৫৩৸/০	

বিজ্ঞাপনের আয়—		২০৯৷৹
বিভিন্ন তহবিলের গচ্ছিত টাকার সুদ—		২২৪৸৶১পাই
এককালীন দান—		৩৭৪৬৲
গবর্ণমেণ্ট—	১২০০৲	
সাধারণ—	১৯৬৫৲	
মিউনিসিপালিটী—	৫২৫৲	
পুরস্কার ও পদক—	৫৬৲	
	৩৭৪৬৲	
স্থায়ী ও গৃহনির্ম্মাণ—		১৮০৫০৲
লালগোলা—	১৩০০০৲	
অন্যান্য—	৫০৫০৲	
	১৮০৫০৲	
অগ্রিম বাবুদি হাওলাত আদায়—		২০২৫৻৫
আমানত—		৪৯৫৷৵৹
বিবিধ আয়—		১১৬৶১৫-২ পাই
হাওলাত জমা—		১২৪৷৶১০-২ পাই
ডিবেঞ্চার কাগজ জমা—		৫০০০৲
		৩৯৫৬৪৵১৫-২ পাই

ব্যয়—

গ্রন্থাবলী মুদ্রণ—		৩৩৩৫৵১০
নকল—	৫৭৸৹	
সম্পাদন—	৩৮৮৲	
কাগজ—	১০১৯৸৵১৫	
মুদ্রণ—	১১৪৫৷৴১০	
ছবি—	৩৮৷১০	
বাঁধাই—	১৬৫৸১০	
ডাক—	৪৷৶৹	
গাড়ী ভাড়া—	৩৭৷৫	
বেতন—	৪৪০৲	
বিবিধ—	৩৮৵৹	
	৩৩৩৫৵১০	

পত্রিকা, পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণ মুদ্রণ—		৩১৬১৸৶০
কাগজ—	১১৭৬৸১০	
মুদ্রণ—	১১৩৪৷৷৵১০	
ছবি—	২৫২৷৷০	
বাঁধাই—	১০৫৷৶৫	
ডাক—	৪৪১৷৷৶৫	
বিবিধ—	৪৬৸৴১০	
	৩১৬১৸৶০	
বিক্রয়ার্থ গ্রন্থ খরিদ—		৬৩৲১০
পুস্তকালয়—		২১০৭৵১৫
পুস্তক খরিদ—	১৯০৷৶০	
পুথি "	২০০৲	
দপ্তরী (পুথি, পুস্তক বাঁধাই)—	১১৯৷৶০	
আসবাব—	৩৬১৷৷৶	
বেতন—	১১৬২৷৷৶১০	
বিবিধ—	৩৭৷৶৫	
মুদ্রণ—	২৩৲	
দপ্তর সরঞ্জামী—	১২৷৶০	
	২১০৭৵১৫	
মোকদ্দমার ব্যয়		১৯৭৷৶
বিবিধ মুদ্রণ		১৪৯৴১০
কাগজ ও মুদ্রণ—	১৪১৸৴১০	
বাঁধাই—	৭৷০	
	১৪৯৴১০	
চিত্রশালা—		৬৮৴৫
ডাকমাশুল		৫৩৬৲১৫
অধিবেশন—	৩৯০৸৶৫	
সাধারণ—	১৪৫৴১০	
	৫৩৬৲১৫	

মেরামত—		৭০৫৶১৫
গৃহ—	৬৩৭৵১৫	
আসবাব—	৬৮/০	
	৭০৫৶১৫	
		১০৩২৩৶০
কমিশন—		৫৬৸/৫
চাঁদা আদায় জন্য —	১০॥০	
পুস্তক বিক্রি—	১।/৫	
বিজ্ঞাপন—	৪৫৲	
	৫৬৸/৫	
ট্যাক্স—		২৫৬॥/
ইলেকট্রিক লাইট—		২৮২৷৵১০
বাড়ী ভাড়া		৯৪॥০
দপ্তর সরঞ্জামী		১৫২/১০
নূতন আসবাব—		১৯৯৷৵০
এলাউন্স—		৩৬০৲
বেতন—		২৪৯৯॥৶১০
গাড়ী ভাড়া		৩৩৭॥৵১৫
ভৃত্যদিগের পোষাক		১৫/৫
সম্মিলনের ব্যয়		৩৮॥৶১০
বিবিধ—	১৭৸০	
ডাক—	২০৸/১০	
	৩৮॥৶১০	
স্মৃতিরক্ষার্থ ব্যয়		১৮।/১০
হাওলাত দাদন		২৫৯৫॥৶১৫
আমানত শোধ		৬৪৩।১০
হাওলাত পরিশোধ—		৫৬৩৬॥০
লাট আগমনের ব্যয় —		৭৬০৲১৫
বিবিধ ব্যয়—		৩৮৮৸১০
ডিবেঞ্চার কাগজ খরিদ		৫১২৪॥৶১০-২পাই
		২৭৭৮৩॥১৫-২ পাই

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—	১২১২৯৷৶৫
বর্ত্তমান বর্ষের আয়—	৩৯৫৬৪৵১৫-২ পাই
	৫১৬৯৩৸৵—২পাই
বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়—	২৭৭৮৩৷৷১৫-২পাই
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি	২৩৯১০।৵৫
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	
সহকারী সম্পাদক	শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	হিসাব-রক্ষক।
ধনরক্ষক	

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব নির্ভুল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১২ই পৌষ ১৩২২

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

১০ই পৌষ ১৩২২

১৩২১ বঙ্গাব্দের
আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

সাধারণ ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের জমা	মোট	খরচ	উদ্বৃত্ত
৬২১৵১৫	১২৬১৬৸১৫-২ পাই	১৩২৩৭৷৶১০-২	১৪৮০৮৷৵১০	১৫৭০৸৵১৫-১পাই
		বিশিষ্ট ভাণ্ডার।		
৭৩৫৬৸৵১৫	১৯২৪৬।০-১	২৬৬০৩৵১৫-১	৯৭৪৷৵১০	২৫৬২৮৷৫-১পাই
		হাওলাত।		
২০০৲	৪৮৮৪৷৶১৫	৫০৮৪৷৶১৫	২০২৫৻৫	৩০৫৯৷৶১০
		আমানত।		
৪৩৫১৷৶১৫	২৮৪০৷৵০	৭১৯২৶১৫	৪২৭৯৸১০	২৯১২৸৶৫

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

১২ই পৌষ, ১৩২২—

১৩২১ বঙ্গাব্দের

আয়-ব্যয়ের বিবরণ
সাধারণ তহবিল

হিসাব নং ১

আয়—

চাঁদা		৭৭৭০।০
সহর	৩৯৪৪৲	
মফস্বল	৩৮২৬।০	
	৭৭৭০।০	
প্রবেশিকা		১৪৮৲
পুস্তক ও পত্রিকা-বিক্রয়		১৪৮২॥/০
পুস্তক	৭৪৯৸/০	
পত্রিকা	৭৩২৸০	
	১৪৮২॥/০	
বিজ্ঞাপনের আয়		২০৯॥০
এককালীন দান		২৮৯০৲
গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
সাধারণ	১১৬৫৲	
মিউনিসিপালিটী	৫২৫৲	
	২৮৯০৲	
বিবিধ আয়	১১৬৶/১৫-২ পাই	
	১২৬১৬৷৷১৫-২ পাই	

ব্যয়—

গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৩৭৮৸/১০
পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ	৩১৬১৸/০
কমিশনে বিক্রয়ার্থ গ্রন্থ খরিদ	৬৩৻১০
পুস্তকালয়	২১০৭/১৫
মোকদ্দমার ব্যয়	১৯৭।৶০
বিবিধ মুদ্রণ	১৪৯/১০
চিত্রশালা	৬৮/৫
ডাকমাশুল	৫৩৬৻১৫
কমিশন	৫৬৸/৫
সম্মিলনের ব্যয়	৩৮॥৶১০
বিবিধ ব্যয়	১১৪৮৸/৫
	৯৯০৬৲৫

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৬২১৶/১৫
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১২৬১৬৷৷১৫-২
	১৩২৩৭॥৶১০-২
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়—	৯৯০৬৲৫
উদ্বৃত্ত—	৩৩৩১॥৶৫-২ পাই

সাধারণ তহবিল

হিসাব নং ২

পরিষৎ-পরিচালনার ব্যয়।

আয়—		ব্যয়—	
১নং হিসাবের উদ্বৃত্ত	৩৩৩১॥৶৫।২ পাই	মেরামত	৭০৫৶১৫
		ট্যাক্স	২৫৬৷৶০
		ইলেক্‌ট্রিক লাইটের বিল	২৮২।৵১০
		দপ্তর সরঞ্জামী	১৫২৴১০
		আসবাব	১৯৯।৵০
		এলাউন্স	৩৬০৲
		বেতন	২৪৯৯॥৶১০
		গাড়ী ভাড়া	৩৩৭॥৵১৫
		ভৃত্যদিগের পোষাক	১৫৴৫
		ঘর ভাড়া	৯৪॥০
			৪৯০২॥৵৫

কৈঃ—

আয়—	৩৩৩১॥৶৫।২ পাই
বাদ ব্যয়—	৪৯০২॥৵৩ "
উদ্বৃত্ত—	—১৫৭০৸৵১৫-১ "

সাধারণ তহবিল

হিসাব নং৩

আয়—		ব্যয়—	
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত		স্মৃতিরক্ষার্থ ব্যয়	১৮৷৴১
পোষ্টাফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা	৭৩৫৬৸৵১৫	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৯৫৬৷৴০
বর্ত্তমান বর্ষের দান	১৮০৫০৲		৯৭৪॥৵১০
গ্রন্থ প্রকাশ জন্য দান	৮০০৲		
পোষ্টাফিসের সুদ	২২৪৸৶১পাই		
পুস্তক বিক্রয়	১৭১৷৴০		
	২৬৬০৩৵১৫-১ পাই		

কৈঃ—

আয়—	২৬৬০৩৶১৫-১ পাই
বাদ ব্যয়—	৯৭৪৷৶১০
উদ্বৃত্ত—	২৫৬২৮৷৷৫-১ পাই

আমানত বাকী হিসাব।

রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ		৪৭৴৫
ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনের রিপোর্ট মুদ্রণ বাবদ		১০৫।৶১০
সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি		১৩০৲
মৌলবি দৌলত আহম্মদ	৩০৲	
রাণী কুসুমকুমারী	১০০৲	
	১৩০৲	
পুরস্কার ও পদক		২৭২৲
অন্যান্য খুচরা		৬৮৮৶১০-১ পাই
স্থায়ী ভাণ্ডার		২২৭৪৲
লালগোলা তহবিল		১৫৲
		২৯১২।৶৫-৩ পাই

বিশিষ্ট ভাণ্ডার

	নাম	পূর্ব্ব উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের জমা	মোট জমা	খরচ	উদ্বৃত্ত
১।	গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	১৮৭৶১০		১৮৭৶১০	০	১৮৭৶১০
২।	স্থায়ী তহবিল	২৮৯৪৶১৫	১৮১৮৯৸৵ পাই	৮৪/১৫-১ পাই	০	১০৮৪/১৫-১ পাই
৩।	হেমচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা-তহবিল	২৭৪৶১০	১৩॥৶	২৮৭৸৵৩ „	৩৸৵০	২৮৪/৫
৪।		১৯০৮।০	৬৮।০	১৯৭৬॥০	১৪৶১০	১৯৬২।১০
৫।	রজনীকান্ত স্মৃতি-তহবিল	২৯।৫	১৸০	৩১৻৫	০	৩১৻৫
৬।	গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	৭৲	০	৭৲	০	৭৲
৭।	কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল	৪১॥০	১৷৵	৪২৸৵০	৷/০	৪২॥/০
৮।	গ্রন্থ-প্রকাশার্থ বিনয়বাবুর দান	১০০০৲	০	২০০০৲	০	২০০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়	১৫।০	০	১৫।০	০	১৫।০
১০।	লালগোলা তহবিল	০	৯৭১।/০	৯৭১।/০	৯৫৬।/০	১৫৲
		৭৩৫৬৸৵/১৫	১৯২৪৬।০১ পাই	২৬৬০৩৵১০পাই	৯৭৪॥৶১০	২৫৬২৮॥৫-১ পাই

হাওলাত বাকি।

১৩২০ সালে।

সাধারণ তহবিল

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গৃহনির্ম্মাণ জন্য—	১০০৲
,, সম্পাদক নবীনচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি—	১০৲
,, রমেশ ভবন—	৩২৲
,, এস, কে, লাহিড়ী—	৫৲
,, উইলকিন্স প্রেসের ম্যানেজার—	২৭৶০
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—	৩৷০
,, রামকমল সিংহ—	⁄১৫
,, রামকুমার দত্ত—	১৬২৸৫
১৩২১ সালে—	
রমেশ-ভবন—	৫৫৷⁄১৫
শ্রীযুক্ত রামকুমার দত্ত—	৩৫৲
,, যতীন্দ্রমোহন বসু—*	১১৲†
,, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—	১০৲
,, কাশীরাম দাস স্মৃতি-সম্পাদক	৬৷৫
পুলিশকোর্টে—	২৫৲
রামেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার সম্পাদক—	১৩৭৷০
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—	৯৲
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী—	১২৲
সম্পাদক ৭ম সম্মিলন—	২৮৲
,, ৮ম ,,	২৮৸৵
ডাকটিকিট বাবদ—	৭৫৶১০
	৭৭০৷৶১০

বিশিষ্ট ভাণ্ডার

স্থায়ী ভাণ্ডার	২২৭৪৲
লালগোলা—	১৫৲
	২২৮৯৲
মোট	৩০৫৯৷৶১০

* কিছু টাকা আদায় হইয়াছে।

† এই টাকা ১৩২২ সালে আদায় হইয়াছে।

নগদ তহবিলের জায়।

গবর্ণমেণ্ট পেপার—	১৩০০০৲
পোর্ট ট্রাষ্ট্ ডিবেঞ্চার—	৫০০০৲
পোষ্টাফিস—	৫৩৬৭৸৴১৫-১ পাই
ধনরক্ষক—	৩৫।৫-২ „
কার্য্যালয়ের তহবিলে—	৫০৭৶০
	২৩৯১০।৴৫

এক জাই।

দেনা		পাওনা	
আমানতি—	২৯১২।৶৫-১	হাওলাতি—	৩০৫৯৷৶১০
হিসাব নং ২—	-১৫৭০৸৵১৫-১	নগদ তহবিল—	২৩৯১০।৴৫
	১৩৪১৷৫-২ পাই		২৬৯৭০৲১৫
হিসাব নং ৩—	২৫৬২৮৷৫-১ পাই		
	২৬৯৭০৲১৫		

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।
১০ই পৌষ, ১৩২২

লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত অর্থে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

জমা—

১৩১১ বঙ্গাব্দের দান—	৩০০৲
ঐ দফে	৩০০৲
১৩১২ বঙ্গাব্দের দান	৩০০৲
১৩১৩ ,, ,,	৩০০৲
১৩১৪ ,, ,,	৩০০৲
১৩১৫ ,, ,,	৮০০৲
১৩১৬ ,, ,,	৮০০৲
১৩১৭ ,, ,,	৮০০৲
১৩১৮।১৯ ,, ,,	১৬০০৲
১৩২০ ,, ,,	৮০০৲
১৩২১ ,, ,,	৮০০৲
	৭১০০৲
১৩২১ বঙ্গাব্দের পুস্তক-বিক্রয়ের আয়—	১৫৬।/
	৭২৫৬।/

খরচ—

১৩১১ বঙ্গাব্দে	
(১) কাশী-পরিক্রমা সম্পূর্ণ মুদ্রণব্যয়	৩৫৯।৶
(২) ব্রজ-পরিক্রমা (সম্পূর্ণ) মুদ্রণের ব্যয়—	৪৯৬৸
১৩১৪ বঙ্গাব্দ	
(৩) শূন্যপুরাণ (সম্পূর্ণ) মুদ্রণের ব্যয়—	৩১০৲
১৩১৫ বঙ্গাব্দ	
রাজা বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশের সাহায্য—	৪০০৲
১৩১৬ বঙ্গাব্দ	
ঐ বাবদ—	৪০০৲
(৪) নবদ্বীপ-পরিক্রমা (সম্পূর্ণ) মুদ্রণের ব্যয়—	৫১১৸/
১৩১৭-১৩২১ বঙ্গাব্দ	
(৫) চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রণের ব্যয়—	৬১১৸৶১৫
(৬) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মুদ্রণের ব্যয়, মূল পুথি খরিদ ও মূলাংশ সম্পূর্ণ মুদ্রণ, টীকার কতকাংশের কাগজের খরিদ, সম্পাদন ব্যয় বাবদ—	৬৪০॥/১০
(৭) বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১ম, ২য়, ৩য় সম্পূর্ণ ও ৪র্থ খণ্ডের ১১ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রণের ব্যয়—	৭২৮॥/১০
(৮) শব্দকোষ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড মুদ্রণ বাবদ—	১৩৫৫।০
	৫৮১৪।৶

কৈঃ—

জমা—	৭২৫৬।/
খরচ—	৫৮১৪।৶
উদ্বৃত্ত—	১৪৪১৸৵

শ্রীরামকমল সিংহ

১৩২২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—

চাঁদা		১০৫০০৲
প্রবেশিকা		২০০৲
পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয়		১৬০০৲
পুস্তক বিক্রয়	৯০০৲	
পত্রিকা বিক্রয়	৭০০৲	
	১৬০০৲	
এককালীন দান		২৬৭৫৲
গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	১৫০৲	
রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	৮০০৲	
মিউনিসিপ্যালিটি	৫২৫৲	
	২৬৭৫৲	
সুদ		৮০৫৲
গবর্ণমেণ্ট পেপার	৪৫৫৲	
পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	২০০৲	
সেভিংস ব্যাঙ্ক	১৫০৲	
	৮০৫৲	
বিবিধ আয়		৩০০৲
		১৬৪৮০৲

ব্যয়—

গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		৩৬০০৲
পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ		৩২০০৲
পুস্তকালয়		৬৭০৲
আলমারী ১টা	১৭৫৲	
পুস্তক পাড়িবার সিঁড়ি	২৫৲	
৬০০০ পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত ব্যয়	১২০৲	
১০০০ তালিকা ছাপাই ২৫ ফর্ম্মা	১২৫৲	
বাঁধাই	১৬৲	
কাগজ	৭৫৲	
বিবিধ	৩৪৲	
পুস্তক ক্রয়	৩০৲	
পুস্তক বাঁধাই	৭০৲	
	৬৭০৲	
পুথিশালা		৪৯০৲
র‍্যাক ১টি	৭৫৲	
পুথির বোর্ড	৫০৲	
ফিতা ও খেরো	১০০৲	
বাঁধাই	১৫৲	
টেঙ্গুর ও কেঙ্গুর পুথির কাঠের বোর্ড	২৫০৲	
	৪৯০৲	
বিবিধ মুদ্রণ		২০০৲
চিত্রশালা		৩০০৲
ডাকমাশুল		৬০০৲
		৯০৬০৲

ব্যয়—

জের		৯০৬০৲
মেরামত		৭২০৲
গৃহ	৬০০৲	
আসবাব	২০৲	
আলোক ও পাখা	১০০৲	
	৭২০৲	
কমিশন		১১০৲
বিজ্ঞাপনের টাকা		
আদায় জন্য	১০০৲	
পুস্তক বিক্রয়	১০৲	
	১১০৲	
ট্যাক্স		২৬৫
ইলেক্‌ট্রিক লাইটের বিল		২৮০৲
ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া		১০০৲
দপ্তর সরঞ্জামী		২০০৲
আসবাব		৩০০৲
পুথির ঘরে টেবিল		
পাখা	১০০৲	
গুদাম ঘরের র‍্যাক	১৫০৲	
আফিস ঘরের		
আসবাব	৫০৲	
এলাউন্স	৩৬০৲	
		১১৩৯৫৲

ব্যয়—

জের	১১৩৯৫৲
বেতন	৪২[illegible]
গাড়ীভাড়া	২০০৲
পোষাক	১০০৲
সম্মিলন	৫০৲
ছাত্রসভ্যগণের পুরস্কার	১০৲
স্মৃতি রক্ষার্থ ব্যয়	২০৲
বিবিধ ব্যয়	৪০০৲
	১৬৪৭১৲

(স্বাক্ষর) শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
" শ্রীবাণীনাথ নন্দী
" শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" শ্রীমন্মথমোহন বসু
" শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" শ্রীপ্রবোধচন্দ্র [illegible]াপাধ্যায়
" শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
" শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহঃ সম্পাদক।

রমেশ-ভবনের ভূমিদান-পত্র

This indenture made this first day of April in the Christian era One thousand nine hundred and fifteen between the Hon'ble Maharaja Manindra Chandra Nandy of Kashimbazar in the district of Murshidabad son of Nabin Chandra Nandy, deceased, by caste Tili, Zamindar (herein-after called the said donor) of the one part and Babu Sarada Charan Mitra, son of the late Babu Ishan Chandra Mitra, Zemindar of village Panisehala; in District Hugli, Kumar Sarat Kumar Roy, son of Raja Pramathanath Roy, deceased, Zemindar of Dighapatia in the district of Rajsahye, Raja Jagat Kishore Acharjya Choudhuri, son of Ram Kishore Acharjya Choudhuri, deceased, of Muktagacha in the district of Mymensingh, Rai Jatindra Nath Choudhuri, son of Rai Mathuranath Choudhuri, deceased, Zemindar of Taki in the Twenty-four Parganas, Hirendranath Dutta, son of Dwarkanath Dutta, deceased, Attorney-at Law of No. 139 Cornwallis Street in the town of Calcutta and Raja Rao Jogendra Narayan Roy Bahadur, son of Rao Mahesh Narayan Roy, deceased, of Lalgola, Murshidabad, (here-[illegible]lled the trustees) of the second part.

Whereas the said donor has taken great interest in the advance-[illegible] improvement of the Bengalee language and literature and [illegible] archaeological remains and is desirous of promoting further the objects of the Bangiya Sahitya Parishad being a literary Association founded at Calcutta aforesaid in the year One thousand and three hundred B. S. which was duly registered under Act XXI of 1860 (An Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies.) And whereas he is further desirous of perpetuating the memory of the late Rames Chandra Dutt, C.I.E. in connection with the said Bangiya Sahitya Parishad and has resolved to dedicate the land in the schedule hereunder fully described and intended to be hereby granted in perpetuity and to grant the said land to the said trustees upon the trusts hereinafter declared, expressed and contained concerning the same; And whereas a special committee has been formed for the said purpose of perpetuating the memory of the said Romes Chandra Dutt C.I.E. by the erection of a building to be called Rames Bhavan and the said second party has been constituted trustees by a resolution of the committee dated the 20th day of September 1911. Now this indenture witnesseth that for effectuating the said resolution and in consideration of the premises the donor doth hereby fully and

voluntarily and without any valuable consideration give and grant unto the said trustees, and their successors in office and assigns as hereinafter provided all and singular the plot and parcel of land, hereditaments and premises fully set forth and described in the schedule hereunder written and delineated with the dimensions and boundaries thereof upon the plan or map hereto annexed or howsoever otherwise the said lands hereditaments and premises are known or reputed to be together with all buildings, yards, ways, liberties, easements and appurtenances to the said land, hereditaments and premises belonging or in any wise appertaining or usually held or occupied herewith or reputed to belong or to be appurtenant thereto and estate, right, title or interest of the said donor or of any other person or persons claiming any interest on behalf in the said land and hereditaments and premises and every part thereof the present market-value whereof is estimated to be Rs. 20000-Rupees twenty thousand. To have and to hold the said land, hereditaments and all the singular other the premises expressed to be hereby granted or intended so to be with their appurtenances unto and to the use of the said trustees, their successors in office and assigns upon the trusts and subject to the powers, provisions, agreements and declarations hereinafter declared, expressed and contained concerning the same and the said trustees hereby declare the... and the survivors and survivor or their representatives and successors in office do and shall stand possessed of the said premises here- before expressed to be hereby granted and of the rents and profits thereof for an archæological and literary museum under the name of Rames Bhaban and shall build upon, pull down, rebuild and alter and otherwise deal with the said premises and any buildings for the time being thereon and shall allow the said buildings or any of them or any part thereof to be occupied by or for the purpose of the said institution or otherwise and shall pay over apply and deal with the said rents, profits and all monies received by the said trustees as compensation as hereinafter provided or otherwise in such manner in every respect as a majority in number of the members of the executive committee of the Rames Bhaban Committee at a meeting of such committee convened and conducted according to the rules of the time being in force of the said committee and voting upon the question from time to time otherwise or direct and shall keep proper books of accounts of the receipts and payments of the said trust provided always and it is hereby agreed and declered by and between the said parties hereto that in case the said lands and buildings cease for the period of two years to be used for the purpose aforesaid and in such case the

lands, hereditaments and premises hereby granted with the buildings and structures erected and built and at the time standing thereon shall revert to the said donor his heirs, representatives or assigns provided that he or they should within a reasonable time pay to the trustees for the time being of these presents the market-value at the time of the said buildings and structures as standing structures such value to be ascertained by agreement of the parties or their representatives for the time being or in case they should fail to come to an agreement by two arbitrators one to be appointed by each side or if they disagree by their umpire and the sum or sums of money as received by the trustees shall be dealt with and applied as assets of the said Sahitya Parishad for the special purpose of preserving the memory of Rames Chandra Dutt, deceased; provided also that if the premises hereby granted or any part thereof be acquired for a public purpose the whole of the compensation receivable in respect thereof shall be paid to the said trustees who shall invest the same in the purchase of landed property to be held by them upon the trust hereinbefore declared on the same conditions as aforesaid. And it is hereby further agreed and declared that a trustee shall not be at liberty to retain anything out of and from the trust-fund and shall be disqualified to hold his office if he does [illegible] shall accordingly vacate his office if he ceases to be a member [illegible] said Institution or if he becomes or is declared a bankrupt or an insolvent or be declared a lunatic or become of unsound mind though [illegible] found by inquisition or shall otherwise become unfit or incapable to act; it is hereby, also agreed and declared that new trustees to be appointed for the purpose of these presents shall be selected out of the members of the said institution by a majority in number of the members assembled at any ordinary or extraordinary meeting of the said institution and voting upon the question and that any vacancy in the number of the trustees shall be filled up as soon as may be after the occurance thereof and that the said trust-premises shall be conveyed and transferred to or otherwise legally vested on the whole body of trustees for the time being *whenever* the number of persons in whom the same premises shall for the time be legally vested shall be reduced to two but no omission to comply with any of the above requirements shall invalidate any act or thing done or deed executed by the trustees for the time being which would have been valid if all such requirements had been complied with and every trustee for the time being may after as well as before the said trust-premises shall have become vested in him in all things act and assist in the execution and exercise of the trusts and powers of these presents.

In witness whereof the parties to these presents have hereunto set and subscribed their respective hands and seals the day and year first above mentioned.

MANINDRA CHANDRA NANDY.
JAGAT KISORE ACHARJYA CHOWDHURY.
SARAT KUMAR RAY.
SARADA CHARAN MITRA.
RAI YATINDRA NATH CHOWDHURY.
HIRENDRA NATH DATTA.
JOGENDRA NARAYAN RAY.

Signed sealed and delivered
in the presence of
BYOMKESH MUSTAPHI,
150, Upper Circular Road, Calcutta.
RAMKAMAL SINHA,
56, Sitaram Ghosh St., Calcutta.

Schedule above referred to.

All that piece or parcel of rent-free land or ground containing by measurement seven cottahs be the same a little more or less situate lying at and being portion of the Halsibagan Bustee No. 243 Upper Circular Road Holding No. nil Block No. nil Thana Bartola Mouza Halsibagan in the north division of the town and registration district of Calcutta particularly delineated in the map or plan hereto annexed and butted and bounded in manner following, that is to say, on the south by Halsibagan Road, on the west by Sahitya Parishad Mandir No. 243/1 Upper Circular Road and on the north by a portion of No. 243 Upper Circular Road on which Ramkanai and Puddo Lochan's oil Depot and on the east by a portion of No. 243 Upper Circular Road and beyond that by a Bustee Road belonging to the Donor.

Registered
Book No. 1
Volume No. 64
Pages 187 to 194
Being No. 2758
For the year 1915.

KRIPANATH DUTTA,
District Registrar of Assurances,
Calcutta, the 30th July, 1915.

রমেশ-ভবন

আয়—		ব্যয়—	
[illegible] চাঁদা আদায়	৬০৮৪৲	১৯১০ সালের বিবিধ ব্যয়	৩১৫।/৫
[illegible] " "	৭১১॥৫	১৯১১ " " "	২৬৩৷৵০
১৯১৩ " "	৩০৮।৶১৫	১৯১২ " " "	১০৭।৴৫
	৭১০৪৲	১৯১৩ " " "	৭৩৷৵৫
১৯১০ সালে [illegible]হিত্য-পরিষৎ		১৯১৪ " " "	৪০৲
হইতে [illegible] গ্রহণ	৬৭৻৫	১৯১৫	৪৷৵১০
১৯১১ [illegible]	৫০৲		৮০৩৸৶৫
[illegible]	৫৭॥৵০	প্রদর্শনীর ব্যয়	১২৫১॥৶১০
[illegible] আদায়	২৩॥০	মহারাজ প্রদত্ত জমীর দলিল	
	১১৯৮৵৫	রেজিষ্টারীর ব্যয়	৫৩৭৸৶১০
	৭৩০২৵৫	নক্সা এবং বাড়ীর এষ্টিমেট	
প্রজা[illegible] হইতে খাজানা		প্রস্তুতের ব্যয়	৭১॥৵০
[illegible]	১২৮।০		২৬৬৫৶৫
[illegible] বাড়ীর মূল্য		প্রজাকে তাহার বাড়ীর	
[illegible]	৪৫০৲	কমপেনশেসন দেওয়ার ব্যয়	৬৫৬।৴০
	৭৮৮০।৵৫	বিবিধ ব্যয়	৪৷৵১০
			৩৩২৫৸৵১৫

কৈঃ—

আয়	৭৮৮০।৵৫
ব্যয়	৩৩২৫৸৵১৫
	৪৫৫৪।৶১০

১৫ই মার্চ ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল।

শ্রীরামকমল সিংহ
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

ভ্রম-সংশোধন

১২০ পৃষ্ঠায় যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফতে ৮০৲টাকার উল্লেখ আছে। উক্ত ৮০৲ টাকা নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ প্রদান করিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাক্‌চী ১০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাক্‌চী ১০৲, শ্রীযুক্ত বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী ১০৲, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ১০৲, শ্রীযুক্ত ডাঃ রামদাস খাঁ ৫৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ৫৲, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৲, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা ৫৲, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ২৲, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ ১৲।

পদক ও পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা

বর্ত্তমান ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে ;—

পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। হেমচন্দ্র রৌপ্যপদক—	হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের কাব্য-শক্তির সমালোচনা
২। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণপদক (১ম)—	কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত
৩। ,, ,, ,, (২য়)—	গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক
৪। কেদারনাথ দত্ত রৌপ্যপদক—	রূপকথা-সংগ্রহ (লেখকের আপন জেলায় প্রচলিত রূপকথা সংগ্রহ)
৫। দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার—	বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য ও দীনবন্ধু
৬। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি—	টেনিসনের কবিতায় কি শিক্ষা করা যায়
৭। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার—	শ্রীনিবাসের জীবন-চরিত্র
৮। প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী পুরস্কার—	জীবন ও জীবনের ধর্ম্ম*

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পুরস্কারদাতৃগণ প্রবন্ধ-লেখকগণকে এইরূপ ইঙ্গিতটুকুরও উল্লেখ করিতে বলেন,—"যে চৈতন্য ঘটে ঘটে ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান, যাহার সংযোগে জীব জীবপদবাচ্য—যাহার বিকাশ মানবাধারে পরিস্ফুটতর, সেই জীবনের স্ব-রূপ প্রকৃতি, লক্ষ্য, গতি ও পরিণতি পর্য্যালোচনা দ্বারা উহার স্বভাব বা ধর্ম্ম নিরূপণ।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রথম প্রবন্ধ স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসার ছাত্রগণ ব্যতীত অন্য কেহ লিখিতে পারিবেন না। অন্যান্য প্রবন্ধ যে কেহ লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্রসংক্রান্তি মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।


কেশরঞ্জনতৈল